শ্রীশ্রীদুর্গা পুরাণ।

ভক্তকবি ৺মুক্তারাম নাগ বিরচিত।

'সন্ধ্যমঙ্গলা' 'কিণ্ডারগার্টেন নীতিপাঠ' 'আদর্শ-
চিত্রাঙ্কণ' প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীপীতাম্বর নাথ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

প্রথম সংস্করণ

কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীযুধিষ্ঠির নাথ, উকীল
নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ ও
শ্রীশরচ্চন্দ্র ভূঞা
চৌদ্দশত, ময়মনসিংহ।

মূল্য সিল্কের বাঁধাই ১॥৵০ আনা
কাগজের বাঁধাই ১।৵০ আনা।

এই পুস্তকের ১ম খণ্ড ১নং অক্রুর দত্তের লেন, বী প্রেসে শ্রীপশুপতি ঘোষ দ্বারা, ও ২য় খণ্ড ১৫৩ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্, হেরল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কসে কে, ডি, মিত্র দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীশ্রীমা

মা,

মাতৃ-মহিমা বিজড়িত, মাতৃ-স্নেহে পরিপ্লুত, তোমারই লীলারসপূর্ণ এই গ্রন্থ তোমার ভক্ত পুত্রের লুপ্ত ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া তোমারই করে অর্পণ করিলাম। গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা যদ্যপি সম্ভব হয়, তবে মা! দীন পুত্রের এ উপহার গ্রহণ কর।

নিবেদন।

বাল্যকাল হইতে, মা দশভুজার আগমন ও পূজার কাহিনী গায়েনের মুখে শুনিয়া আনন্দে মাতোয়ারা হইতাম। সেই লীলারস-পানে হৃদয়ে অমৃতের ধারা ছুটিত; শৈশব জীবন-নদেও ভক্তির বন্যা উথলিয়া উঠিত। হায়, সেদিন আর নাই, সে পবিত্র হৃদয় আর নাই, সে প্রবাহ আর তেমন ছুটে না, তথাপি এখনও সেই পূত প্রবাহিনীর গমন-পথ স্মৃতির রেখায় খোদিত রহিয়াছে, তাই দুর্গাপুরাণশ্রবণে অদ্যাপিও এ পাষাণ হৃদয়ে জলবিন্দু ফুটিয়া উঠে। মনে হয়, এই অমৃতধারা জগতে ছড়াইয়া দিয়া আমার ন্যায় পিপাসুর প্রাণ কথঞ্চিৎ শীতল করি। কিন্তু, দুর্গাপুরাণের গান কেবল ময়মনসিংহ জেলার কতিপয় পরগণা ভিন্ন অন্যত্র প্রচারিত নাই। এই অভাব মোচনের জন্য প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করিয়া মুদ্রিত করিতে সংকল্প করি।

বিগত শ্রাবণ মাসে আমাদের এই গ্রন্থ প্রকাশের ইচ্ছা বিশেষ বলবতী হয়, তৎক্ষণাৎ আমরা শ্রীশ্রীমা'র ইচ্ছায় উক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি। শ্রাবণ মাসের শেষভাগে গ্রন্থখানা মুদ্রণাগারে প্রবেশ করে এবং দেড় মাসের ভিতর মা'র কৃপায় পূর্ণ কলেবর গ্রহণান্তে তথা হইতে বহির্গত হয়। এত শীঘ্র এই বিরাট গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা আমরা কিছুতেই করিতে পারি নাই। যদিও ইচ্ছাময়ী আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন, তথাপি সময়ের অল্পতানিবন্ধন, বিশেষতঃ গ্রন্থ প্রণয়নকালে দীর্ঘকাল আমি জ্বরে শয্যাশায়ী ছিলাম বলিয়া প্রুফ সংশোধন কার্য্যে সম্পূর্ণ ক্রটী ঘটিয়াছে। আর প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথির পাঠোদ্ধার যে কত

দূরূহ, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কাজেই এই গ্রন্থে বহুতর ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গেল। অতএব, সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের সমীপে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে এজন্য ক্ষমা করিবেন। আগামী সংস্করণে এ সকল ভ্রম-প্রমাদ সংশোধনের ইচ্ছা রহিল।

শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ গ্রন্থ যদিও ভক্তকবি মুক্তারাম নাগ বিরচিত, তথাপি গীত হইবার সময়, এইরূপ আরও অনেক ভক্ত স্বরচিত মালসী ইহাতে যোগ করিয়া দিয়াছেন। সেই সকল মালসীর কতক এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থখানা প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বের লিখিত; কাজেই তাহার ভাষার শিশুত্ব যে ঘুচিতে পারে না, তাহা প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সাহিত্যিক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতএব, ভাষার দিকে দৃষ্টি না করিয়া ইহার ভাবমাত্র গ্রহণ করিয়া আশা করি, পাঠক আনন্দিত হইবেন। আমি ভাষার মৌলিকত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা করি নাই। কারণ আমি তাহা সঙ্গত বোধ করি নাই অথবা তেমন যোগ্যতাও আমার নাই। সুতরাং, যেমন ভাষা প্রায় তেমনই রহিয়াছে—আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই; তথাপি পাঠক ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিলে চরিতার্থ হইব।

৫ই আশ্বিন ১৩২১ সাল।
২৪।১নং ভিক্ষনলেন, কলিকাতা।

বিনীত—
সঙ্কলয়িতা।

শ্রীশ্রীদুর্গা পুরাণ।

প্রথম খণ্ড।

—:০:—

সূচনা।

নমো গণেশায়।

শ্রীশ্রীদুর্গা চরণের জয়।

অথ শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ পাঁচালী লিখিতে

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

সৃষ্টি স্থিতি জগন্মাতা চন্দ্রকান্তকান্তিতথা।
পূজিতা শ্রীরাম রাজা বন্দে দেবী দশভুজা॥
আছে আদ্যে সনাতনী চণ্ড মুণ্ড পাষণ্ড মহিষাসুর মর্দ্দিনী।
শঙ্খ চক্র শূল হস্তে জয়ে দেবী নমস্ততে॥
মল্লার মালবশ্চৈব শ্রীরাগ বসন্তস্তথা,
হিন্দুল কর্ণাটশ্চৈব বন্দে ষড় রাগাস্থিতা।
কেদার সারঙ্গশ্চৈব পিঞ্জুরী পটমঞ্জরী,
মালসী ধানসী বন্দোসিন্ধুরী তুরী-বরারী।
নিদাঘ মুলতাশ্চৈব ভূপাল গান্ধার তথা।
গয়রা বেগরা আদি বন্দো সে রাগিণী যথা *॥

* এই সূচনাটী সংস্কৃতও নহে বাঙ্গলাও নহে। ইহার কোনও

বন্দনা।

দিশা।—মন, ভজ ভবানীর চরণরে ঃ—

কি জপ পামর মন রে, মোর হৃদে র'য়ে,
না নিলে ভবানীর নাম, কাল গেল ব'য়ে।

পদ—আদ্যে বন্দো নিরঞ্জন একেতে অনন্ত,
ভজরে ভকতগণ হেন মুখ্য পন্থ।
সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ তিন যাহা হতে স্থিতি,
আদ্যাশক্তি প্রণমহ প্রলয় প্রকৃতি।
পশ্চাতে ব্রহ্মারে বন্দ সৃজন দেবতা,
বন্দোহ মুরলীধর সংসারের কর্ত্তা।
কেবল করুণাময়, ভক্ত সঙ্গে মেলা,
তাঁর দুই পত্নী বন্দো বাণী আর কমলা।
হর গৌরী প্রণমহ ভক্তি করি সার,
সে পদ ভরসা করি পাইতে নিস্তার।
বন্দো গুরু গণপতি সিদ্ধি বর দাতা,
অবিঘ্নে নির্ম্মাণ হউক পদ বন্ধ-পুতা। (১)
পুনঃ বন্দো সরস্বতী কণ্ঠে কর ভর,

পরিবর্ত্তন বা সংশোধন না করিয়া হস্ত লিখিত পুঁথির অনুরূপই ছাপা হইল।

(১) পদ বন্ধ পুতা—পদ বন্ধন প্রণালী, অর্থাৎ কবিতা রচনা।

শরত মালসী গাই গৌরীর নাইওর। (২)
রচিব কবিতা হেন না পাই ভরসা,
বামনে ধরিতে চন্দ্র যেন করে আশা।
শব্দ হনে। (৩) সিদ্ধি হয় নিঃশব্দে নীরূপ,
বারে বারে ডাকি দেবি! না করিও কোপ।
রাগপদ মিত্রাক্ষর শীঘ্র যাউক হইয়া,
সুস্বর যোগাও দেবি! মোর হৃদে রইয়া।
কেবল অজ্ঞান আমি তোমা বরে গাই,
মূর্খ জানি হাস্‌লে লোকে আমার দোষ নাই।
যার পুনি (৪) জ্ঞান থাকে সেই ধরে মূল,
শিশুহস্তে সোনা দিলে রাঙ সমতুল।
পুনঃ পুনঃ প্রণমহ চণ্ডিকার পায়,
না ভজি মায়ের পদ হেলায় জন্ম যায়।
জননি করুণাময়ি! মুই (৫) হীন দাস,
গাইতে তোমার নাম চিত্তে অভিলাষ।
তুমি বিনে অধমের ভরসা আর কি,
না ভজি তোমার পদ জীবার (৬) সাধ্য কি।
কি করিবে ধনে জনে, কি করিবে রাজ্যে॥
স্মরিতে সফল কর চিত্তের স্বকার্য্যে।

(২) নাইওর—কন্যার পতিগৃহ হইতে পিত্রালয়ে আগমন।
(৩) হনে—হ'তে, হইতে। পুনি—পূর্ণ। (৪) মুই—আমি।
(৫) জীবার—বাঁচিবার। (৬) হানা—যন্ত্রণা।

জপ তপ করিবারে স্থির নহে চিত,
পাপ'পরে পুণ্য আমি না কল্লেম কিঞ্চিৎ।
আঁখির পলকে আসি শমনে দিবে হানা (৬),
মা বিনে এ ভবে আর কে করিবে মানা ;
এতেকে যে হয় তোমার নাম আলাপিতে।
নাগ মুক্তা রামে ভণে এ ভব তরিতে ॥

গীত মালসী।

জপ জপ মন, অভয়ার চরণ, বিপদনাশিনী মাতা।
সঙ্কটে শমনে, তরাবে যে জনে, সেই সে বিধির বিধাতা ॥
সংসার মধুরসে, বান্ধিয়া মায়াপাশে, নাম ধরেছে মহামায়া।
থাকিতে চেতন লহবে শরণ, সফল করহ নিজ কায়া ॥
ব্রহ্মাহরিহরে, যাহাকে স্তবন করে, তাহাকে পাইব কোন গুণে ;
হয় বা না হয় দয়া, লইনু তোমার পদ ছায়া, রহ মন চরণ ধ্যানে ॥
এ ভব সংসারে আসি, দেখে বড় ভয় বাসি,
মিছা হেলে যায় কাল, সব ত্যজিলে,ভবানী ভজিলে,এড়াইবে শমন জঞ্জাল।
নাগ মুক্তা রামে ভণে, ভবানীর চরণ বিনে, পামর মনরে, কিবা ভজ।
ছাড়িয়া পাপ মতি, করিয়া ভকতি, ও পদপঙ্কজে মজ ॥

গীত মালসী।

মায়ের নাম গাইয়া, ভব যাব তরিয়া।
নাম সে তরণী, তরিতে ত্রিবেণী, লহ জীব বদন ভরিয়া ॥
যখনে শমন, করিবে দমন, মা কি আমার পানে চাবে গো, ফিরিয়া।
পতিত পুত্রেরে, না দিও শমনেরে, ভরসায় আছি রাঙ্গা চরণ ধরিয়া ॥

বিষম যমপাশ, শুনিয়া পাই ত্রাস, না জানি নেয় মোরে কেমন করিয়া।
এই সে মনের ভয়, কখনে কিবা হয়, বল মাগো কেমনে যাব সারিয়া॥
আমি সে মূঢ়মতি, না জানি ভকতি, এথেকে রহিয়াছি জীবনে মরিয়া।
যে জনে ভজিয়াছে, সে রবে মায়ের কাছে, সে কি আর জনম লবেগো।
নাগ মুক্তা রামে ভণে, চরণ ধিয়ানে, ও পদে বিকায়েছি শমনে ডরিয়া।
পতিতে অবিশ্রাম, করিতেছে মনস্কাম, ধ্যানে ও পদ চিত্তে হেরিয়া॥

ব্যাসের নিকট জন্মেজয়ের গৌরীর নাইওর শ্রবণ।

তারিণি, তরাবে কত দিনে ?
ডুবিনু জঞ্জাল ভব ঋণে।

পদ। আজি গেল কালি ভাল মনে কর আশা,
তরঙ্গে ছাড়হ নৌকা ভবানী ভরসা।
একচিত্তে সভা খণ্ড শুন মন করি,
যেন মতে শরৎ কালে, নাইওর এলেন গৌরী।
সুর নরে পূজে তাঁরে এই ত সময়,
ব্যাসস্থানে জিজ্ঞাসেন, রাজা জন্মেজয়।
এক নিবেদন মুনি, করি তোমার পদে,
শুনিলাম পূর্ব্ব-কথা তোমার প্রসাদে।
অষ্টাদশ পুরাণ আর নব ব্যাকরণ,
গীতা-ভাগবত আদি স্বগোত্র কথন।
এ সকল শুনি মুক্ত হইল কিঙ্কর,

শুনিবারে শ্রদ্ধা মনে, গৌরীর নাইওর।
পুরাণে শুনেছি মাত্র হর-গৌরীর বিয়া,
সুর-নর রক্ষা কৈলা, কৈলাসেতে গিয়া।
পুনঃ তাঁরে কি মতে বা আনিল নাইওর,
কতদিন ছিলেন আসি, মা বাপের ঘর।
কিবা আড়ম্বরে এলেন কারে সঙ্গে করি,
কি কি দ্রব্যে মেনকায়, তুষিলেন গৌরী।
দেখিয়া দুহিতা, মায়ের খণ্ডিলেক তাপ,
মায়ে ঝিয়ে কি বিষয় হইল আলাপ।
পাষাণের মেয়ে তিনি শুন্‌তে অসম্ভব,
হিমালয় কি মতে কল্লেন দুর্গার উৎসব।
সেই কালে সুর পুরে, পূজে কুতূহলে,
কেহবা বসন্তে পূজে, কেহ শরৎ কালে।
এ সকল শুনিবারে চিত্তে হ'ল রঙ্গ,
শুনিলে দুর্গতি খণ্ডে ভবানী প্রসঙ্গ।
ব্যাস বলে কহি আমি, শুন রাজপুত্র,
পাণ্ডু বংশের রাজা তুমি পরীক্ষিতের সুত।
শুনিতে ভবানী কথা, হ'ল তোমার মতি,
অতুল সম্পদ হবে, অন্তে স্বর্গে গতি।
যে কথা পুছিলা রাজা শুন মন দিয়া,
দশভূজা-চণ্ডিকায়, শঙ্কর কৈলা বিয়া।
কৈলাসে চলিয়া গেলেন তাঁহার সংহতি,

দুই পুত্র হ'ল তাঁর কার্ত্তিক-গণপতি।
অসুরের ভয়েতে দেবতা কম্পবান,
তাঁহা হ'তে হইলেক সবের কল্যাণ।
মোহিয়া সংসার তাঁর নাম মহামায়া,
সঙ্কটে শঙ্করী বিনে কে করিবে দয়া।
অস্থির দেবতাগণ তারকাক্ষ ভয়,
কার্ত্তিকের বিষম বাণে সে হইল ক্ষয়।
মৈষাসুর আদি দুষ্ট আর চণ্ড মুণ্ড,
হুল স্থূল আরম্ভিল সকল ব্রহ্মাণ্ডে।
দেবতার ধনুর্ব্বাণ সব হ'ল ক্ষয়,
যত্ন করি কৈল সবে দেবীর বোধন।
ইন্দ্র আদি দেবে তাঁরে করিল স্তবন,
সমরে চলিলেন দেবী প্রসন্ন বদন।
মহাঘোর যুদ্ধ হইল মৈষাসুর সনে,
ইহাকে শুনিয়া রাজা চণ্ডিকে বাখানে।
তর্জ্জন গর্জ্জনে দেবী তার পানে ধায়,
মৈষাসুর বধ হ'ল, তীক্ষ্ণ খড়্গের ঘায়।
ইন্দ্র আদি দেবে তাঁরে করিলেন পূজা,
মার্কণ্ড পুরাণে শুনি পূজে সুরথ রাজা।
দেবের স্তবনে দেবীর দূরে গেল শ্রম,
হরিষে কৈলাসে এলেন আপন আশ্রম।
বিয়া হইয়া অসুরের সঙ্গে মহারণ,

মাতা পিতার প্রতি তাঁর নাহি ছিল মন।
এক দিন আচম্বিতে শিব নাহি ঘরে,
চণ্ডিকা বসিছেন পুস্প-শয্যার উপরে।
দুই পাশে ডাকিনী যোগিনী সারি সারি,
যোগায় শীতল জল হাতে রত্ন ঝারি।
বিশুদ্ধ চামরে কেহ করয়ে পবন,
কর্পূর তাম্বুল কিছু করয়ে ভক্ষণ।
আগর (১) চন্দন চূয়া কেহ আনে কাছে,
কেহ বলে পুস্প তোল বেলা অল্প আছে।
কেহ ভরি আনি দেয় তাম্বুলের বাটা,
নানা দ্রব্য আনে, নেয় সখীগণের ঘটা।
ভাদ্র মাসের দিন, গ্রীষ্ম ঋতুর শেষ,
সম্মুখে শরৎ ঋতু করিল প্রবেশ।
অন্তর শীতল কৈল পবন মন্দ বায়,
নানা রঙ্গে নাট গীত সখীগণে গায়।

---

(১) আগর—অগুরু।

নারদের প্ররোচনায় দেবীর জনক জননী দর্শনে অভিলাষ।

এই মতে চণ্ডিকা আছেন হরষিত,
হেন কালে নারদ মুনি হ'ল উপস্থিত।
চণ্ডীকে বন্দিয়া মুনি বলিলেন আগে,
নানান প্রস্তাব মুনি কহিবারে লাগে।
নারদ বলেন দেবি! বিচারিনু সার,
তুমি বিনে সুখ মুখ্য কেবা আছে আর।
অসুর নাশিয়া রক্ষা করিলা দেবতা,
পরমা প্রকৃতি তুমি বিধির বিধাতা।
তোমার মহিমা বল কে বুঝিতে পারে ?
হরি-হর-ব্রহ্মা বিনে আর কেহ নারে।
দেখ পুনঃ, পৃথিবীতে যত জীব জন্মে,
অসার সম্বন্ধ লাগি তব মায়ায় ভ্রমে।
ত্রিভুবন মায়া সূত্রে বান্ধিছ আপনে,
মাতা পিতা প্রতি তোমার দয়া নাই কেনে ?
তোমাকে পাইতে দেখ হিমাল রাজেশ,
যজ্ঞ হোম দান কল্লেন, যত কায়-ক্লেশ।
দশ মাস উদরে আছিলা মেনকার,
সুখভোগ ত্যাগ করি বহিলেন ভার।

জন্মিতে যতেক দুঃখ তাহা তুমি জান,
সে মাতা মেনকা নাহি পড়ে তোমার মন।
স্তন পানে তাঁহার জর্জ্জর কৈলা হিয়া,
পালন পোষণ করি, তবে দিল বিয়া।
হেন বাপ মায়, তুমি না দেখিলা গিয়া,
কৃষ্ণ যেন পাসরিল যশোদা পাইয়া।
দেবের সম্বন্ধ নাই মায়া কি মমতা,
বিয়া হলে জনক পুরে নাহি গেল সীতা।
দেখ পুনঃ দুহিতা অদৃষ্ট-বন্ত হলে,
দয়া করি মাতা পিতা রাখয়ে কুশলে।
সে পুনঃ সামান্য কিবা তুমি রাজ রাণী,
বৎসরান্তে মাতা পিতা দেখ্‌তে হয় থানি (১),
তিনিও তোমাকে দেখুন তুমি দেখ তাঁরে,
স্বপ্নে দরশন পায়, তাহে কেবা ধরে।
যেমত বিচিত্র বেশ সেই মতে যাও,
স্বর্গে মর্ত্ত্যে বার্ত্তা পাউক, দেখ বাপ মাও।
পাষাণের মেয়ে তুমি এনেকে কঠিন,
তব লাগি কান্দিয়া মেনকা উদাসীন।
নারদের বচনে পাষাণ বিন্ধে ঘুণে,
দৈবকী নন্দনের যেন, গোকুল হইল মনে।
শিশুকালের কথা শুনি পুলকিত তনু,

(১) থানি—বারেক।

তিমিরে ঢাকিছে যেন, শিশিরের ভানু।
ততক্ষণে মাতা পিতা দেখ্‌তে হ'ল মনে,
বার্ত্তা দিতে ব্যগ্র করে নারদের স্থানে।
নাগ মুক্তা রামে বলে মায়ের পদ বন্দি,
শোকানলে ডুবাইলা, মা বলিয়া কান্দি।

শিবের নিকট দেবীর বিদায় প্রার্থনা ও শিবের ক্রোধ।

গীত মালসী।

আহারে নারদ মুনি, তোমাকে বলিহে পুনি।
দেখি আইস জনক জননী॥
শিশুকালে যত দুঃখে, জননী পালিছেন মোকে, অমৃত সমান স্তন দিয়া,
অসুরের সনে রণে, এথেকে নাছিল মনে, এখনে দগধে মোর হিয়া॥
পুনঃ মুনি তথায় যাও, দেখি এসো বাপ মায়, কেমনে আছেন শূন্য ঘরে।
দ্বিতীয় ভগিনী ভাই, মায়ের আর কেহ নাই,
গৌরী বিনে কোলে লবে কারে॥
এত বলি কান্দি নিত্য,প্রবোধ না মানে চিত্ত, অবিলম্বে আসি আমি ঘরে;
দূত পাঠাইয়া এথা, শিবেরে জানা'ক বার্ত্তা, আমন্ত্রণ ব্রহ্মা বিষ্ণুরে॥
নারদ বলে ভগবতি, শিবের লওগো অনুমতি, কি বলেন উনমত্ত হর,
ভণে মুক্তা রাম নাগে, চণ্ডী গেলেন শিবের আগে,
বিদায় মাগে যাইতে নাইওর॥

গীত মালসী।

শুন গৌরীর নিবেদন, মহাদেব ! গৌরীর নিবেদন ।

দুই পুত্র সঙ্গে করি, ঘরে আইলা ত্রিপুরারি, বসিছে সন্তোষে সিদ্ধি খাইয়া,

চণ্ডিকা দাঁড়াইয়া তথা, মনে মনে কন কথা,

শিবে জিজ্ঞাসেন বুঝাইয়া ॥

শিবের অঙ্গীকার শুনি, কহিতে লাগে ভবানী,

যাইতে চাই বাপমায়ের দেশে ;

খণ্ডুক মনের তাপ, দেখি আসি মাও বাপ,

বহুকাল গোঁয়াইলাম কৈলাসে ।

আমার লাগি কান্দি মায়, যত কায় ক্লেশ পায়, তাহা আমি শুনি পরম্পরে

কৈলে কে রাখিবে কথা, কে ঘুচাবে মন ব্যথা,

মুখে ত না আনি তোমার ডরে ॥

এক্ষণে না মানে চিত্ত, শয়নে স্বপনে নিত্য,এ থেকে তোমার আজ্ঞা চাই,

নাগ মুক্তা রামে গায়, আজি কালি দিন যায়,

বিদায় দিতে শিবের মনে নাই ॥

দিশা । ওগো মা গৌরী,

এইবার করুণাকর ভব সিন্ধু যাই তরি ।

পদ ।—লহ রে ভবানীর নাম কেবল সুধাময় ।

ব্রহ্মহত্যাধিক পাপ যার নামে ক্ষয় ॥

চণ্ডীর নাইওরের কথা শুনিয়া শঙ্কর,

ক্রোধ-নয়নে তাঁরে তর্জ্জিলা বিস্তর ।

শিব বলে চণ্ডি, তোমার লজ্জা নাহি আ'সে,

কোন লাজে যে'তে চাও, মা বাপের দেশে ?
কেবা মাতা কেবা পিতা, কার বাপ ভাই,
সার শাস্ত্র বিচারে সম্বন্ধ কিছু নাই।
কোন শক্তি মুক্তি তার, কিবা সুখ শয্যা,
মূল কথা কইতে এখন আমার হয় লজ্জা।
অচল পর্ব্বত সে যে ধরণীতে ধরে,
হস্ত নাই পদ নাই, বাপ বল কারে ?
করিনু সম্বন্ধ ইহা, আছিলেক কর্ম্মে,
কোথায় শুনেছে কেবা পর্ব্বতে কন্যা জন্মে ?
তরুলতা বেষ্টিত, তার নাম হিমাল'গিরি,
মর্ত্ত্যে গঙ্গা গিয়াছে তার অঙ্গ বিদারি।
হীন অকুলীন জানি, নিন্দে সব দেবে,
তার ঘরে যেতে চাও, পূজা খাবার লোভে।
কিবা সুখভোগ তথা ? কর যে বড়াই,
ভাঙ্গ ধুতূরা তার পাপীষ্ঠ দেশে নাই।
কি ধন সামগ্রী আছে ? থাবে রাগ রঙ্গে,
তার মাঝে দুই পুত্র নিতে চাও সঙ্গে।
দূষিবে দেবতা তোমা, আমি করি মানা,
কে তোমারে নিতে এ'ল করিয়া অর্চ্চনা ?
কহিব উচিত কথা না করিও রোষ।
যাচিয়া নাইওর গেলে পরিণামে দোষ।
সতী নামে দক্ষ কন্যা পূর্ব্বে কইনু বিয়া,

আচম্বিতে প্রমাদ ফলিল তাঁরে দিয়া ।
নিষেধ না মানি গেল মা বাপের তথা,
কহিতে অনেক আছে পূর্ব্বাপর কথা,
পুনঃ আর তাঁর সনে নৈল দরশন,
পিতা সনে দ্বন্ধ করি ত্যজিল জীবন ।
তাঁর শোকানলে মোর অন্তর হ'ল কালা,
অদ্যাবধি ব'য়ে ফিরি সেই হাড়ের মালা ।
এ'থেকে নিষেধ আমি করি যে তোমাকে,
হারা ধন পেলে কেনা গেঁটে বেন্ধে রাখে ।
আর না কহিও তুমি, নাইওরের কথা,
কহিলে উচিত ফল দিব সে সর্ব্বথা ।
বারে বারে কোপচিত্ত করে ভোলানাথ,
চণ্ডীর চক্ষের জল, হয়ে যায় পাত ।
শিবের তর্জ্জনে হ'ল গগনে গর্জ্জন,
সাজে উনপঞ্চাশ বায়ু নাচে যক্ষগণ ।
চণ্ডিকার রোদনে নামিল মেঘ ধার,
কম্পবান পৃথিবী প্রলয় মাত্র সার ।
একে অন্যে রাগ রঙ্গ কৈল দুই জন,
দেখিয়া পাইল ভয়, নারদ তপোধন ।

হিমালয় যাইবার জন্য নারদ:কে অনুরোধ।

রাত্রি পহাইয়া হ'ল প্রভাত সময়,
নারদেরে ডাকি চণ্ডী তখনে বলয়।
যাইব, শিবের আমি না মানিব মানা,
তাঁর আক্ষেপেতে আমার কিসের ভাবনা।
হিমালয় ঘরে তুমি যাও এই ক্ষণ,
দূতমুখে জানাইতে কও দেবগণ।
সর্ব্বথা যাইব আমি, মনে হ'লো সাধ,
মা বাপের স্থানে কহ এতেক সংবাদ।
জনক জননীর আমি হরিয়াছি মায়া,
এতেকে আমার প্রতি নাহি তাঁর দয়া।
স্বপ্নে দরশন দিব কহিলাম আমি,
বিলম্ব না কর সেথা শীঘ্র যাও তুমি।
তথা গেলে তুমি তার পাবে পরিচিন।
শুনি যাও, প্রস্থান করিবা যেই দিন।
বসন্তের শুক্ল পক্ষে সুরথের পূজা,
শরৎকালে আমাকে পূজিল রাম রাজা।
দশরথের ঘরে বিষ্ণু হলেন অবতার,
রাবণ বধিয়া সীতা করিলেন উদ্ধার।
আশ্বিনের শুক্লপক্ষ শরতের শশী,

শরতসপ্তমী তিথি শ্রীরামে প্রশংসি।
সাগরের পারে পূজা করিলেন মোরে,
সীতা লয়ে রামচন্দ্র চলি গেলেন ঘরে।
হেমন্তাদি পঞ্চঋতু হইয়াছে গত,
বৎসরান্তে আসিয়াছে সেই ত শরত।
একালে যে পূজে মোরে সুখস্বসম্মান,
শরতে রামের পূজা এ থেকে প্রধান।
যে কালে সে কালে পূজে সকলই ভাল,
মর্ত্ত্যলোকে যে'তে আমার এই দুই কাল।
এ থেকে যাইব আমি সপ্তমী শুভদিনে,
দুই পুত্র সঙ্গে করি সিংহের বাহনে।
রাজা রাজপ্রজাগণ যত মর্ত্ত্যে বৈসে,
সকলে দেখিব যেয়ে মা বাপের দেশে।
তিন রাত্রি তিন দিবা রহিব যে তথা,
দশমী তিথিতে আমি আসিব হে এথা।
এ বলিয়া নারদেরে করিলা বিদায়।
হিমাল' নগরে মুনি অবিলম্বে যায়।
পথে পরবাস তাঁর হইল আচম্বিত,
হিমাল' নগরের কথা, শুন দিয়া চিত।

মেনকার স্বপ্ন-দর্শন।

রাজারাণী দুই জন সুখে নিদ্রা যায়,
হেন কালে স্বপন দেখিল মেনকায়।

গীত মালসী।

কান্দিয়া বলে ভবানী, মা জননি! একবার নাইওর আন মোরে।
পিতা হিমালয়, পাষাণ হৃদয়, মায় কি পাসরে ঝিয়েরে (গো মা) ॥
মা তোমার জঠরে, জন্মেছি সংসারে গো,
যোগ সাধি নিরাহারে, (পাইলাম) পতি মহেশ্বরে,
পাগল দিগম্বর, থাকে সে কৈলাস পুরে (গো মা) ॥
পাগল শঙ্করে, কুচনী নগরে গো, ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে,
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়, শ্মশানে বেড়ায়, আমি থাকি অন্নশূন্য ঘরে ;
বৎসরান্ত পরে, না জিজ্ঞাস মোরে গো, কেমনে বিস্মরিছ মোরে,
দ্বিজরাজের বাণী, শুন গিরিরাণী, রহিয়াছ কঠিন অন্তরে ॥

স্বপনে চণ্ডিকা আসি বসি তাঁর কোলে,
কান্দিয়া কহিছে কথা সকরুণ বোলে।
বড় নিদারুণ তুমি হয়েছ জননি!
আমারে বলিয়া তোর দয়া নাই খানি।
বৎসরেও একবার না জিজ্ঞাস মোরে,
আমা ছাড়ি জননি! কি মতে আছ ঘরে।

সাক্ষাৎ জননী আছ বিদ্যমানে বাপ,
একবার নাইওর আন যা'ক মনস্তাপ।
এ বলিয়া চণ্ডী তথা নাই অকস্মাৎ,
কান্দিয়া উঠিছে রাণী রজনী প্রভাত।
হস্তে ধরি জিজ্ঞাসিছে হিমাল' গিরিবর,
আর্ত্তনাদে গড়াগড়ি ভূমির উপর।
ভাইবন্ধু আসিয়া মিলিল সর্ব্বজন,
ধরিয়া তুলিল তাঁরে যত সখিগণ!
সান্ত্বাইয়া হিমালয় পুছে তাঁর ঠাঁই,
কি কারণে কান্দ রাণি! কহ শুনি তাই।
কতক্ষণ পরে তাঁর শান্ত হ'লে মন,
কান্দিয়া কহিতে লাগে স্বপ্নের কথন।
নাগমুক্তারামে কহে হে'লে গেল দিন,
আমাকে যে দয়া আছে না পাইনু চিন।

গীত মালসী।

স্বপনে ভুলা'য়ে গেল আসি, মাকে কোলে ল'য়েছি নিশি।
সুচারু সুরঙ্গ কেশে, উলঙ্গ হইয়া শিশুর বেশে, উমা হেরিয়াছে আমার পানে আসি॥
কি দেখিলাম অকস্মাৎ, স্বগৃহেতে গর্ভজাত, ভবানী আসিছে হেন বাসি॥

হর ইন্দু কোটীবিন্দু, তায় মিশিছে সুধাসিন্ধু, নিবিল বহ্নি সে
অঙ্গ পরশি ॥
নাগ মুক্তা রামে বলে, ক্ষণিক আছিল কোলে, মাকে না দেখিয়া
দারুণ মন উদাসী।

গীত মালসী।

কে শুনিবে গো, স্বপনের কথা কে শুনিবে।
কে শুনিবে, শুনিবে হিমালয় গিরি, আমি জাগিয়া না
দেখলেম মাকে, এই সে দুঃখে মরিগো ॥
সুরঙ্গ বেশে, চাঁচর কেশে, চন্দ্র চ্ছটা তাহে হেরি,
মাণিক্য খোপা (হে), তাহাতে চাম্পা বিরাজে কবরী,
মণি রত্নে, হার যত্নে, ঝল মল বেশর নাসায়ে পরি,
দশহাতে (হে) শঙ্খ তাতে, কোলে বসে'ছে গৌরী ॥
কেয়ূরকঙ্কণ, কিঙ্কিণী ভূষণ, লজ্জিতইন্দু বদন হেরি,
আর না যত (হে) কহিব কত, কহিতে বিস্মরি ॥
আমারি পাশে, করুণ ভাবে, ডাক্‌ছে মা মা করি।
আমি মনের খেদে (হে) বইয়াছি সাধে, নাইওর আসিবেন গৌরী ॥
শেষে নাগ মুক্তারামে ভাবে অবিশ্রাম, কবে যাব ভব তরি,
ছিল কাল নিদ্রা, ভেল হে ঐ কইয়া গেল চঞ্চলা শঙ্করী ॥

দিশা। বালকেরে কর দয়া পতিতপাবনী,
তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি জানি।
পদ। ভবানী ভবানী বাণী বল মুখভরি,
এড়াবে শমন দায় ভব যাবে তরি।

কতক্ষণে মেনকার শান্ত হল মন,
কান্দিয়া কহিতে লাগে স্বপ্নের কথন।
মেনকা বলেন ওহে, শুন গিরিবর,
চণ্ডীকে দেখায়ে আমার প্রাণরক্ষা কর।
অনেক কান্দিয়া আসি কৈল আমাস্থানে,
নাই ওর আনাতে তাঁরে এই শুভদিনে।
সেই কেশ সেই বেশ সেই শিশুবুলি।
কোলে লয়ে রঙ্গ চাইনু ননীর পুতলী।
মৃদুমন্দভাষে মোরে যত বুলাইল,
শুনিয়া শ্রবণশান্ত দুঃখ দূরে গেল।
পাইতে সে চিন্তামণি মনে করি আশা,
জাগিয়া না দেখি মাকে কি মোর দুর্দ্দশা।
সংসারজঞ্জালজ্বালা ভাল নাহি বাসি,
ধৈরয না মানে মনে কেবল উদাসী।
সুহৃদ যে হও মোর প্রাণরক্ষা চাও,
ত্বরিতে আনিয়া মোর গৌরীরে দেখাও।
যাবৎ মায়েরে আমি না দেখিব ঘরে,
তাবদন্নজল আমি না দিব উদরে।
এই কথা শুনি তবে হিমাল' রাজায়,
মহাচিন্তান্বিত হ'ল ধরণ না যায়।
ভাইবন্ধু আসিয়া মিলিল একে একে,
সকলে ব্যাকুল হ'ল মেনকার দুঃখে।

কেহ বলে বিলম্ব করিয়া কার্য্য নাই,
দূত পাঠাইয়া তথা বার্ত্তা আনা চাই।
কেহ বলে সর্ব্বারম্ভে যাই চল তথা,
গণ্ডগোল করি লোকে কয় নানা কথা

হিমালয়ে নারদের আগমন।

মেনকা ক্রন্দন আর নয় নিবারণ,
হেনকালে আসিলেন নারদ তপোধন।
চক্ষুমেলি নারদেরে দেখিয়া নিকটে,
হিমাল' মেনকার যেন প্রাণ আইল ঘটে।
বহুভক্তিভাবে তাঁরে করিয়া পূজন,
বসিবারে আনি দিল নিকটে আসন।
চামরে বাতাস করে শান্ত হইবার,
তাম্বূলের বাটা দিল জলের ভৃঙ্গার।
চরণ পাখালি মুনি বসিছে আসনে,
তখন মেনকা জিজ্ঞাসেন সকরুণে।

গীত মালসী।

কোথায় ছিলে হে, নারদ মুনি। আমায় দুর্গাহারা ক'রে
রাখলে হে, যেমন মণিহারাফণী॥

বিয়ার কালে ব'লেছিলে হে, মায়েরে দেখাবে আনি,
কোলে ক'রে মাকে নিলে হে, আমায় ক'রে অনাথিনী॥
দেবের দেব মহাদেব হে, তাহে জামাই হেন গণি,
ভূতসঙ্গে মনরঙ্গে হে, ভুলায় কুচনী॥
দূত মুখে শু'নে মায়ের দুঃখ হে, আমার আকুলপরাণী,
কি করিব কোথায় যাব হে, কান্দি দিবসরজনী॥
গোসাঞি রামানন্দে বলে গো মা, দুর্গা জগতজননী ভক্ত
জনকে শান্ত কর গো মা, দিয়ে চরণ দুখানি॥

সন্তুষ্ট হইনু মুনি তোমারে দেখিয়া,
চণ্ডীর কুশল মোরে কহ বিবরিয়া।
মুনি বলে কুশল তথা, দিতে আইনু বার্ত্তা,
অসন্তুষ্ট হইনু দেখি তোমার অবস্থা।
তথাকার বিবরণ কহিব গো শেষে,
কহ তুমি কান্দ কেন বিপরীত বেশে।
হিমাল' বলেন মুনি করি নিবেদন,
পূর্ব্বাপর যত কথা জানহ আপন।
দেবেরদেব মহাদেবে বরিয়া জামাই,
চণ্ডীকে বিবাহ দিয়া দেখার আশা নাই।
জাতিতে পর্ব্বত আমি তিনি যে দেবতা,
বিনা আজ্ঞায় আনিবারে কি মোর যোগ্যতা।
ভাগ্যে ছিল পুত্রীভাবে পাইনু শিশুকালে,
এখন না দেখি তাঁরে মনে অগ্নিজ্বলে,

বহুকাল কাটি গেল না দেখিল আমা,
নৈরাশ হইয়া আছি চিত্তে দিয়া ক্ষমা।
আচম্বিতে আজি আসি স্বপ্নে দিল দেখা,
জাগিয়া না দেখি দুঃখী হইল মেনকা।
আনিতে করিছে আজ্ঞা কিবা সত্য মিথ্যা,
তেকারণে আমাদের এতেক অবস্থা।
রন্ধন ভোজন নাই যত সবলোক,
কে আনি দেখাবে মোরে সেই চান্দমুখ।
মেনকা বলেন আর কে যাইবে তথা,
মুনির চরণে ধরি করয়ে ব্যগ্রতা।

উমাকে আনিয়া দিতে নারদের প্রতি মেনকার অনুরোধ।

পূর্ব্বে ত বিবাহ দিনু সংবাদে তোমার,
তুমি বিনে এ কার্য্য কে সাধিবে আমার।
নারদ বলেন শুন লয়ে ধৈর্য্যজ্ঞান,
সর্ব্বথা আসিবেন তিনি দিতে এলাম জান।
তোমার ভাগ্যের রাণী, নাহিক অবধি,
যাহাকে কামনা কর তাহা হবে সিদ্ধি।

আমারও সাফল্য তোমা দরশন করি,
উদরে ধরেছ তুমি জগত-ঈশ্বরী ।
অহর্নিশি তাঁকে তুমি কর পরশন,
হস্তে ধরি কোলেকরি মুখে দি'ছ স্তন ।
সেই উমা বিস্মরিছ বিধির বিপাকে,
অন্তরে নাহিক মায়া আবিষ্কার মুখে ।
কন্যাভাবে পরশিয়া বুঝিয়াছ কাজে,
তুমি কি পাইবে অন্ত ব্রহ্মায় না বুঝে ।
স্বর্গে গিয়া যতেক অসুর কইলা ক্ষয়,
ইন্দ্রচন্দ্র দেবতা পলায় যার ভয় ।
মৈষাসুর বধে তাঁর যত হৈল শ্রম,
সে কারণে তোমায় হইল মনভ্রম ।
সংসার শাসিয়া দেবী ইন্দ্র কৈলেন স্থিতি,
প্রথমে পূজিল তাঁরে দেব যত ইতি ।
যাকে তাঁর দয়া হয় কিঞ্চিৎনয়নে,
অসাধ্য নাহিক তার এ তিনভুবনে ।
জন্মে জন্মে সুখভোগ বিভব অপার,
কোপ কিঞ্চিত যারে নিমিষে সংহার ।
সুরথে কামনা কৈল থাকি বনবাসে ।
রাজ্য পেয়ে তাঁহাকে পূজিল চৈত্র মাসে ।
সীতা উদ্ধারিতে পূজা করিলা শ্রীরাম,
সফল করিলেন দেবী তাঁর মনস্কাম ।

সেই ত আশ্বিনমাস সপ্তমী শুভতিথি,
মাতাপিতা দেখিতে আসিবেন ভগবতী।
শঙ্করে ইহার পুনঃ শুনিলা সংবাদ,
রাত্রদিন তাঁর সঙ্গে হয় বিসম্বাদ।
দূতমুখে শিবেরে করিবা আমন্ত্রণ,
ব্রহ্মাবিষ্ণু আদি করি যত দেবগণ।
এথাকার কার্য্য তুমি করিবা যতনে,
দোলা ঘোড়া না পাঠাও আসিবেন আপনে।
যে বেদবিহিতে পূজা করিলা শ্রীরামে,
তুমিও করিবা সেবা সেই অনুক্রমে।
কেবল ভবানী হেন না করিবা জ্ঞান,
ব্রহ্মাবিষ্ণুআদির পূজা হইবে স্বস্থান।
এতেকে পাঠালেন আমা জানাইতে বার্ত্তা,
দূত ডাকি আনি দেও শীঘ্র যাউক তথা।
নারদের মুখে শুনি এ সব কাহিনী ;
হিমালয়মেনকা নাচে জয় জয় ধ্বনি।
আঁখির পলকে হলো আনন্দঅপার,
নারীলোকে গীত গায় মঙ্গল জোকার।
মিষ্টঅন্ন নারদেরে করায়ে ভোজন,
দূত আনিবারে আজ্ঞা করিল রাজন।

হিমালয় কর্ত্তৃক দেবগণের নিমন্ত্রণ।

শিখীকণ্ঠ শ্রুতিকণ্ঠ দুই অনুচর,
ত্বরিতগমনে আইল রাজার গোচর।
সন্তুষ্ট হইল তারা শুনি এই কথা,
জাতিতে গন্ধর্ব্ব তারা বাস করে তথা।
মেনকার অতিপ্রিয় চণ্ডী জানে ভাল,
তাঁরে তারা কোলে কাঁখে নি'ছে শিশুকাল।
তার স্থানে হিমালয়ে জানাইল বার্ত্তা,
স্বর্গে গিয়া শীঘ্র তুমি জানাও দেবতা।
সপ্তমীতে ভবানীকে আনাব নাইওর,
কৃপাকরি তাঁর সঙ্গে আসিবেন শঙ্কর।
দেখিবারে সাধ মনে কার্ত্তিকগণপতি
দিনত্রয় থাকি তাঁরা যাবেন সম্প্রতি।
ব্রহ্মাদিরে বৈকুণ্ঠে জানাও "দয়াময়,
চরণ দেখিতে ইচ্ছা, যদি কৃপা হয়"।
আর যত দেবগণে জানাও যথোচিত,
যে মতে সন্তুষ্ট হয় মহেশের চিত।
এত বলি পান * দিল কর্পূর সহিতে,
আমন্ত্রণপত্র ল'য়ে চলে দুই দূতে।
নারদের সঙ্গে গেল কৈলাসভবন,
প্রথমে করিল গিয়া চণ্ডীদরশন।

* নিমন্ত্রণোপলক্ষে পূর্ব্বে পান পাঠান হইত।

দূত দেখি ভগবতী হরষিত চিতে,
বাপ মায়ের কুশল লাগে জিজ্ঞাসিতে।
দূত বলে কুশল মা, দিতে আইনু জান,
তুমি গেলে মেনকার স্থির হবে প্রাণ।
চণ্ডী বলে আগে জানাও চন্দ্রশেখরে,
ব্রহ্মাবিষ্ণু সাক্ষাতে যাইও তারপরে।
নারদের সঙ্গে তবে পুনঃ দুই দূতে,
তাঁরে প্রণমিয়া গেল শিবের সাক্ষাতে।
বিষখেয়ে মহাদেব হালি ঢলি পড়ে,
প্রণাম করিয়া দূত রহিল করযোড়ে।
কতক্ষণে তাহাকে নেহারি ত্রিনয়নে,
জিজ্ঞাসা করিলা তবে চিনি অনুমানে।
শিব বলে চণ্ডীর চক্রের অন্ত নাই,
কি লাগি এসেছ দূত কহ মোর ঠাঁই।
অঙ্গীকার পে'য়ে দূত হরষিত চিতে,
হিমালয়ের নিবেদন লাগিল কহিতে।
সাবধানে পত্র পড়ি জানিয়া কারণ,
মনে মনে সন্তুষ্ট হইল ত্রিলোচন।
নন্দীরে ডাকিয়া তবে কহে নীলকণ্ঠে,
ব্রহ্মাবিষ্ণু আনিবারে চলহ বৈকুণ্ঠে।
আদ্যন্ত কহিবা তুমি সকল সংবাদ,
হিমালয়ের নিবেদন গৃহবিসম্বাদ।

একে একে দেবগণ জানাও যথোচিত,
বিলম্ব না কর নন্দি, চলহ ত্বরিত।
শিবের আজ্ঞায় নন্দী চলে শীঘ্রগতি,
নিমিষে জানাল গিয়া দেব যত ইতি।
ব্রহ্মাবিষ্ণু সাক্ষাতে আসিলেক পুনি,
প্রণাম করিয়া কয় সে সব কাহিনী।
আমন্ত্রণ পান পত্র দিয়া দুইদূতে,
হিমালয়ের নিবেদন লাগিল কহিতে।
শিবের সংবাদ নন্দী কহিলেক শেষে,
শিব আজ্ঞা হইয়াছে যাইতে কৈলাসে।
চণ্ডিকা বিদায় চাইলেন যাইতে নাইওর,
তাহা শুনি কটু বাক্য কহিছে শঙ্কর।
তেকারণে চণ্ডীদেবী মনেতে অসুখী,
নানান উৎপাত হয় বিপরীত দেখি।
মহাগণ্ডগোল হবে মনে অনুমানি,
তথা গিয়া শান্ত করি রাখিতেন ভবানী।

নিমন্ত্রণ পাইয়া হিমালয়ে যাইবার জন্য দেবগণের কৈলাসে গমন।

হরগৌরীর বিসম্বাদ শুনি অকস্মাৎ,
গরুড়বাহনে চলেন বৈকুণ্ঠের নাথ।
সিদ্ধাগণ সঙ্গে ব্রহ্মা চলেন হরষিতে,
আর যত দেবগণ চলিল পশ্চাতে।
সব আসি উত্তরিল শিবের সাক্ষাৎ,
সভা মাঝে করি বসালেন ভোলানাথ।
অতিবৃষ্টি অতিরৌদ্র অশুভের চিন।
জীবজন্তুর কায়ক্লেশ দগ্ধি যায় তৃণ।
আচম্বিতে সপ্তনদীর উথলিছে জল,
অন্ধকার শিলাবৃষ্টি মরুৎ চঞ্চল।
মহাবায়ু একত্র হইয়া ডাক ছাড়ে,
প্রলয়পৃথিবী হেন স্বর্গমর্ত্ত্য নড়ে।
চন্দ্রের সূর্য্যের দেখা কেহ নাহি পায়।
তিনরাত্রি তিনদিবা এই মতে যায়॥
প্রলয় নিকটে হেন বেশবিপরিত,
দেখিয়া দেবতাগণ হইল চিন্তিত।
তখনে কহিলা ব্রহ্মা শঙ্করের স্থানে,
বাপের ঘরে যাবে ঝি নিষেধ কর কেনে।

তুমি আমি সব যেতে দূতমুখে বার্ত্তা,
বিসম্বাদ করি কেন কও কটুকথা।
এ সকল বিপরীত তাঁর মনস্তাপে,
প্রলয়পৃথিবী হেন স্বর্গমর্ত্ত্যে কাঁপে।
আপনার দোষে যায় আপনার বিষয়,
যত ইতি দেবগণ শিবেরে ভৎ´সয়।
শিব বলে কি উচিত বলহ আপনে।
যত্ন করি আনাইয়াছি এই সে কারণে॥
ব্রহ্মা বলে চণ্ডিকারে সন্তুষ্ট করিয়া,
দুইপুত্র সঙ্গে তাঁরে দেও পাঠাইয়া।
শ্রদ্ধা করি বাপমায় নাইওর নিবে ঝি,
কেন বা জঞ্জাল বাড়াও তাতে দোষ কি ?
ধ্যানআহ্বানে তাঁরে যে করে সন্তোষ,
তুমি আমি সকল দেবতার পরিতোষ।
এতেক যাইব আমি ল'য়ে দেবগণ,
বিলম্বের কার্য্য নাই চল এইক্ষণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি দেবগণ সব,
হিমালয় নগরে গিয়া দেখিব উৎসব।
ব্রহ্মার বচন শুনি কহে শূলপাণি,
আপনার কি ইচ্ছা হয় কহ চক্রপাণি।
বিষ্ণু কন আমি চাই ভক্তজনহিত,
তার আশা না পূরা'লে স্থির নহে চিত।

যে কার্য্য করিবে ভক্তে আমা উদ্দেশিয়া,
তার চেষ্টা করি আমি ব্যাকুল হইয়া।
অবশ্য সে কার্য্যসিদ্ধি করি যত্ন করি,
স্মরণ করিলে আমি রহিতে না পারি।
এতেকে আমার গতি হইবে নিশ্চয়,
তাহা শুনি মহাদেব হাসিয়া বলয়।
চণ্ডীকে বিদায় দিব হরষিতচিত্তে,
তোমাদের সঙ্গে আমি যাইব পশ্চাতে।
শ্বশুর শ্বাশুড়ী সনে করিতে যাব দেখা,
সংগোপনে যাব যেন না জানে চণ্ডিকা।
এ কথা কাহারে নাহি কও কদাচিত,
না জানিয়া মন্দ কৈয়া হ'য়েছি লজ্জিত।
এত মত আলাপন দেবগণ সনে,
সভায় বসিয়া তাহা নারদমুনি শুনে।
ধাইয়া গিয়া চণ্ডিকার স্থানে দিল বার্ত্তা,
দেব সভায় হইয়াছে যে সকল কথা।
নারদে বলেন দেবী যাও এই কালে,
অবিলম্বে বিদায় পাইবা কুতূহলে।
নারদ বচনে চণ্ডী আসিলা সভাতে,
মেলানি (১) মাগয়ে তবে শিবের সাক্ষাতে।
রামনারায়ণ স্থত কহে মুক্তারামে,
ত'রে যে'তে তরণী হইল তোমার নামে।

নাইওর যাইতে চণ্ডীকে শিবের অনুমতি দান।

গীত মালসী।

আজ্ঞা কর হর যাইতে নাইওর।
কি মতে আছেন দেখি বাপ মাও মোর।
আমার লাগি কান্দে মায়ে লুটাইয়া ধরণী।
একবার সদয় হইয়া দেহত মেলানি।
দূত মুখে বার্ত্তা আইল যাইতে আমি তথা।
গমন বিরোধি মোর না হইও সর্ব্বথা॥
তোমার ঘরের যত ধন রাখ লেখা করি।
সুধু হাতে আমি যাব দুই পুত্র সঙ্গে করি।
নাগমুক্তরামে ভনে গৌরীর নাইওর।
শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিছেন শঙ্কর॥

গীত মালসী।

নাইওর যাইবা বাপের ঘরে গো ভবানী।
নাইওর যাইবা বাপের ঘরে গো ভবানী।
ভাঙ্গ ধুতুরা ইন্দ্রাসন, কে করিবে যতন।
ডাকিলে নিকটে পাব কারে॥
কার্ত্তিক গণেশ যাবে, আমার হেথা কে রহিবে,
জয়া বিজয়া যাবে সঙ্গে, অন্ন নাই শূন্য ঘরে,
রাখি যাইবা একেশ্বরে, কুল মজাইবা উৎসবের রঙ্গে॥

ত্রিভুবনে যথা যাই, তাতে যত ধন পাই,
খাইনা বিলাইলা নানা মতে।
তোমার দারিদ্র দোষে, সকলে আমাকে হাসে,
এখানে চলিছ শূন্য হাতে ॥
লোকে জিজ্ঞাসিবে পুণি, কি আনিছ ভবানী,
বচনে বুঝাইও সর্ব্ব জন।
শিবের ঘরে কিবা দুঃখ, কারে করেন বিমুখ,
আনিতে যাচিলেন নানা ধন ॥
আজ্ঞা দিলাম যাও, দেখি আইস বাপ মায়,
শুনেন সকল দেবগণে
নাগমুক্তারামে ভনে, তারিয়া রজনী দিনে,
চণ্ডিকা সন্তুষ্ট হইল মনে ॥

দিশা— কোন গুণে তরিব ভবসিন্ধু গো, তারিণী মা।
পদি— মনযজ্ঞ ধনযজ্ঞ দুইমতে ধর্ম্ম,
ধনযজ্ঞ হইতে মনযজ্ঞ মুখ্যকর্ম্ম।
স্থির হ'য়ে ভজিবারে বেদশাস্ত্রে লেখা,
মনযোগ করিলে পরম পাইবে দেখা।
সাত পাঁচ ভাবি তবে দেব মহেশ্বর,
আজ্ঞা দিলেন চণ্ডিকারে যাইতে নাইওর।
না গেলে নিস্তার নাই বুঝিলাম চিন,
কহ শুনি তথায় থাকিবে কতদিন ?
চণ্ডিকা উত্তর দিলেন হইয়া হরিষ,
পূর্ব্বাপর জানাজানি অমৃতে ঢাল বিষ।

কে না যায় বাপের ঘরে এমন কারে দিয়া,
রাত্রদিন খোঁটায় দহিবে মোর হিয়া।
সাক্ষী করি ক'য়ে যাই দেবতাসকল,
অবিলম্বে আসিব বিলম্বে কিবা ফল।
দুইপুত্র সঙ্গে আমি সপ্তমীতে যাব,
অষ্টমী নবমী মাত্র তথায় বঞ্চিব।
দশমী প্রত্যুষে আমি আসিব তৎকাল,
তার লাগি বিসম্বাদ এতেক জঞ্জাল ?
যত মন্দ কইলা মোরে তুলি বাপ মাও,
কহিতে ক্রন্দন আসে না করিলাম রাও।
আপনার বস নহ কিসের দেবতা,
বুঝিয়াছি যারে খেয়ে কর চপলতা।
ভাঙ্গ ধুতূরা খে'লে লজ্জা নাহি থাকে,
বস্ত্রশূন্য হ'য়ে থাক হাসে দেবলোকে।
যদি কিঞ্চিৎ জ্ঞান হয় ব্যাঘ্রচর্ম্ম টান।
পিন্ধিবারে চাও তারে লজ্জা নাহি মান।
এ সকল দেখিয়া আমার লজ্জা করে,
তোমার সাক্ষাতে কেবা কথা কৈয়া সারে।
তাহা শুনি ব্রহ্মাবিষ্ণু হাসিয়া বলয়,
হরিষের মধ্যেতে ক্রন্দন যুক্ত নয়।
কি জানি কি কথা পুনি তাঁর মনে পড়ে,
ত্বরিত বিদায় হও কৈলে কথা বাড়ে॥

দূত সঙ্গে চণ্ডিকার যুগল শ্রীফল প্রেরণ।

দেবগণ মুখে দেবী এই কথা শুনি,
শিবেরে প্রণাম করি চলিলা আপনি।
যা কহিলা দেবগণ ইহা মিছা নয়,
কি জানি তাঁর মনে আবার কোন কথা লয়।
দুই দূত ডাকি দেবী নিকটেতে আনি,
সভা ছাড়ি প্রান্তরেতে চলিলা ভবানী।
দুই দূতসঙ্গে দেবী বসিলা নির্জ্জনে,
সন্তোষে শীতল ছায়া বিল্ব বৃক্ষ তলে।
তথায় বসিয়া দেবী হরষিত মন,
বার্ত্তা কহি বিদায় করেন দূতগণ।
বাপ মায়ের স্থানে দূত কইও সাবহিতে,
আপনে যাইব আমি রজনী প্রভাতে।
শিব আদি দেবগণ যাইবেন নিশ্চিত,
করিও সেখানের কার্য্য যেমত বিহিত।
মায়েরে কহিও দূত এমত বচনে,
দোলা না পাঠান আমি আসিব আপনে।
আপন সম্ভারে আমি যাইব হে তথা,
কিছুমাত্র সন্দ নাহ কইও এই কথা।
দূত বলে আমার বিলম্ব হইল আইয়া,
উম্মাযুক্ত (১) আছেন তথা বর্ত্তা না পাইয়া।

(১) উম্মাযুক্ত—ক্ষোভিত।

দণ্ড তিল পলকে মেনকা উদাসীন,
তাঁরে শান্ত করিবারে লইব কি চিন্।
চণ্ডী বলে কিবা নিতে লয় তোমার চিত্তে,
বৃক্ষেতে যুগল বেল দেখিল সাক্ষাতে।
দূতে বলে এই ফল মঙ্গল হেন জানি,
পাড়িয়া তাহার হস্তে দিলেন ভবানী।
প্রণাম করিল দূত বেল লইয়া হাতে,
হিমালয় নগরে চলি যায় হরষিতে।
আপন বাসরে গেল যতেক দেবতা,
মন দিয়া শুন কই সেখানের কথা।
উত্তরিল দুই দূত হিমালয় নগরে,
আদি অন্ত কহিলেন রাজার গোচরে।
সন্তুষ্ট হিমালয় রাজা শুনি এ সকল,
মেনকার হস্তে দিল যুগলশ্রীফল।
দূতে বলে কন্যা তোমার আসিবেন মেয়ে,
প্রত্যয় যাইতে বেল এনেছি চেয়ে।
চণ্ডিকা দিয়াছেন বেল শুনিয়া তখনে,
মেনকা রাখিলেন তাহা পরমযতনে।
রাজ্য জুড়ি হইলেক আনন্দউল্লাস,
পুরোহিত আনালেন ক'র্ত্তে অধিবাস।

পূজার আয়োজন

হরিষে হিমাল রাজা বসিয়া সভাতে,
তালিকা করিতে লাগে যত দ্রব্যজাতে।
নানা দেশের নানা দ্রব্য হ'ল উপস্থিত,
কর্পূর তাম্বূল এল যজ্ঞ হেতু ঘৃত।
আতপতণ্ডুল রাখে করিয়া প্রচুর,
নারিকেল কাসিয়ারি বিচিত্র অঙ্কুর।
চিনি ননী ক্ষীর গুড় কলা মধু দধি,
আর যত মিষ্ট রাখে নাহিক অবধি।
তিল যব মুসুরী ও মাস আর মুগ,
অদৈন্য করিয়া রাখে যত উপভোগ।
ভাণ্ডার ভরিয়া রাখে করি পরিপাটী,
শত শত মেষ মৈষ ছাগ কোটী কোটী।
তখনে বসিয়া রাজা সভা বিদ্যমান,
পান দিয়া সকল দেবেরে দিল জান।
বার্ত্তা পেয়ে ঋষিমুনি চলে এল যত,
দেবতাগন্ধর্ব্ব এল কব আমি কত।
রাজকন্যা মুনিকন্যা পার্ব্বতিয়া নারী,
জ্ঞাতিকুটুম্ব এল যতেক অপ্সরী।
ভাট নর্ত্তকী বাজুনিয়া (১) বাজিকর,
যন্ত্র লয়ে যন্ত্রিগণ আসিছে বিস্তর।

(১) বাজুনিয়া—বাদ্যকর, প্রাদেশিক।

রাজাপ্রজাগণ যত আসিল তথাই।
একান্ত লোকের ঘটা রাজ্যে নাহি পায় ঠাঁই।
হেনকালে হ'ল তবে বেলা অবসান,
মুনিগণে জিজ্ঞাসিছেন হিমালয় স্থান।
অধিবাস করিবার স্থান হবে কোথা,
দ্রব্য সামগ্রী সব লয়ে যাও তথা।
রাজা বলে বিয়া যখন হইল গৌরীর,
নির্ম্মাণ করেছি এই রতন মন্দির।
বাসরশয্যায় তথা ছিলা হরগৌরী,
তথা গিয়া অধিবাস কর শীঘ্র করি।
দুইটী প্রকোষ্ঠ তথা দেখ বিদ্যমান,
শিব আদি দেবগণ হবেন অধিষ্ঠান।
বসাও কনক পাট আপনি মন্দিরে,
চক্ষুভরি আনন্দে দেখুক সর্ব্ব নরে॥
এই মত আজ্ঞা তবে পাইয়া রাজার,
সিদ্ধাগণে করিলেক মন্দির পরিষ্কার।
মুক্ত করিল স্থান শুদ্ধগঙ্গাজলে,
নানাচিত্র আলিপন হিঙ্গুল হরিতালে।
সেই যে মন্দির তার কি কব বাখান,
শক্তি নিক্ষেপিয়া বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
মরক্ত (১) পাথরে গড়ি' স্ফটিকের স্তম্ভ,

(১) মরক্ত—মকরত, লালবর্ণের মণি।

রজত নিন্দিয়া সে যে কনক আরম্ভ।
পঞ্চপল তুলিয়া বান্ধিছে এক খুরা, (১)
মণিমাণিক্য তাতে লাগিয়াছে হীরা।
রঙ্গিয়া পাথর তাতে লাগিয়াছে ভাল,
তরুণকনকে বান্ধা চারিটী দেওয়াল।
উপরে দেখিবে তার নানাচিত্র রঙ্গি,
সেই খণ্ড ছাড়িয়া উপরে তিন টঙ্গি (২)
বিদ্যুৎ সঞ্চারে তথা শশিকলা তারা,
চারিদিকে লাগিয়াছে মুকুতার ঝারা।
শরতে মলয়বায়ুমৃদুল তথা বয়,
নিশি দিশি পঞ্চমে কোকিলগণে গায়।
মধুপানে মত্ত হইয়া ভ্রমরা ভ্রমরী,
চকোর চন্দ্রমা সনে নাচে ফিরি ঘুরি।
তথা আনি বসাইল কনকের পাট,
উপরে চান্দোয়া টানে মুকা'য়ে কপাট।
দ্রব্যসামগ্রী যত আনিছে অপার,
পুরোহিতে রাজারে জিজ্ঞাসে পুনর্ব্বার।
কন্যাভাবে মহামায়া আসিবেন ঘরে,
অধিবাস করাইব কিমত প্রকারে॥

(১) খুরা—স্তম্ভের নিম্নস্থ বেদী।
(২) টঙ্গি—তল।

পূর্ব্বমত ভাব যদি ব্রাহ্মণে কি কাজ ?
অতএব ভাবি রাজা দেখ মনমাঝ।
জনকের অপরাধ কন্যা নাহি লয়।
বেদছাড়া কার্য্যে কিন্তু মোরা পাই ভয়।
রাজা বলে কহিয়াছ উচিত বচন,
বেদ ছাড়া কার্য্য আমি কর্ব্ব কি কারণ।
তিনি কি আমার কন্যা, আমি কি তাঁর পিতা ?
অতএব এই জ্ঞান না কর সর্ব্বথা।
পেয়েছি পরমজ্ঞান যাঁহাতে জন্মিয়া,
তাঁরে তুষ্ট কর্ব্বো আমি কোন দ্রব্য দিয়া।
প্রাণপণ করিয়া পূজিব ভক্তিভাবে,
সেতুবন্ধে যেই মতে পূজেন রাঘবে।
মেনকা করিবেন অন্যকার্য্য কন্যাভাবে,
সাবধানে কার্য্য মাত্র কর তোমা সবে।
ইহারে শুনিয়া তবে যত ভক্তগণে,
করযোড়ে জিজ্ঞাসিছে মুনিগণের স্থানে।
হইবে তাঁহার দৃষ্টি সকল সংসারে,
মর্ত্যলোকে পূজা হবে কেমন প্রকারে ?
তাহা শুনি হাসিয়া বলিছে মুনিগণ,
ভক্তি হ'তে অবশ্য পাইবা দরশন।
কেহবা প্রতিমা, কেহ ঘট কর স্থিতি,
যার তার শক্তিমতে পূজ ভগবতী।

মেনকার মনোসাধ পূরিবে সর্ব্বথা,
যথা তিনি তথা যান সকল দেবতা।
ইহারে শুনিয়া যত পুরবাসী লোকে,
আরম্ভ করিল পূজা মনের কৌতূকে।
হেনকালে দিবাঅন্ত আইল যামিনী,
শঙ্খঘণ্টা নানা বাদ্য লোকে জয়ধ্বনি।
দীপ ধূপ গন্ধ আনি জ্বালিলেক কাছে,
গন্ধর্ব্বে বাজায় তান বিদ্যাধরী নাচে।
দশদণ্ড রাত্রি গেল মন কুতূহলে,
মেনকা আসিলেন তবে দেখিবার ছলে।
আগে যে যুগলবেল আনিয়াছে দূতে,
মেনকা দিলেন তাহা পুরোহিতহাতে।
এই সে ভবানী মোর আজুকার প্রতি
ইহাকে স্থাপিয়া কার্য্য কর যত ইতি।
এই কথা শুনি তবে যত মুনিগণে।
অষ্টদ্রব্য সনে তাহা রাখিলা যতনে॥
নবপত্রিকার কালে করিতে স্থাপন,
বিল্বষষ্ঠীনাম হ'ল এই সে কারণ।
সারি সারি নৈবেদ্য পাতিয়া চারিভিত,
অধিবাস করিবারে বসে পুরোহিত।
অর্ঘ্য দূর্ব্বা জল ফুল লইয়া অপার,
নারীগণে গীত গায় মঙ্গলজোকার।

মুনিগণে বেদপাঠ করে চারিপাশ,
নাগ মুক্তারামে গায় মঙ্গল অধিবাস।

বিল্বষষ্ঠী অধিবাস।

নাচাড়ি।

অধিবাস করে মুনিগণ।
দিব্যঘট বসাইয়া, চন্দন সিন্দূর দিয়া
রত্নবস্ত্রে কৈল আচ্ছাদন।
অর্ঘ্য দূর্ব্বা বিল্বদলে, নির্ম্মল গঙ্গার জলে
প্রথমে পূজিল গণপতি।
শিব আদি দেব সঙ্গে, পঞ্চদেব পূজে রঙ্গে
তবে পূজে দেব যত ইতি॥
এই কর্ম্ম অবসান, চণ্ডিকারে করে ধ্যান,
মনে মনে স্মরে ভগবতী।
চণ্ডীর যুগল বেলে, রম্ভা কচু মিশা'লে
সঙ্গে দিল অশোকজয়ন্তী॥
হরিদ্রা দাড়িম্ব মান, ধান্য আদি সমাধান
নব দ্রব্য বুঝি লও লেখা।
সারি সারি বসাইয়া, গন্ধপুষ্প জল দিয়া,
পূজিলেক নব-পত্রিকা॥

আসিতে বাপের পুরে, স্তুতি মিনতি করে
মর্ত্ত্যে দেবী হও অধিষ্ঠান।
কল্য অবধি পূজা, সঙ্কল্পিত রাজাপ্রজা
আজি দিবা অধিবাস জান॥
ডাকিনী যোগিনীগণ, পূজিলেক মুনিগণ
ঘৃত মধু পুষ্প চন্দনে।
সুগন্ধ চূর্ণক করি, তৈলে দিয়া যত্ন করি
গন্ধতৈল করিল যতনে॥
মূলমন্ত্রে আবাহন, করে যত দেবগণ,
বিল্বষষ্ঠী কৈল অধিবাস।
আনন্দের হুলস্থূল, না শুনে কাহার বোল,
বাদ্য ভাণ্ড বাজে চারি পাশ॥
এই কর্ম্ম করি লোক, অনেক রঙ্গ কৌতুক,
নিদ্রা যায় মিষ্ট অন্ন খাইয়া।
ভণে মুক্তারাম দাসে, মেনকার নিদ্রা নাইসে
অস্থিরা গৌরীর পন্থ চাইয়া॥

গীত মালসী।

ঘরে আইস গো মা, দেখি শান্ত হউক পরাণ।
তোমার পন্থ খিয়াইয়া রইয়াছে নয়ান॥
বারে বারে ডাকে তোমায় গিরিরাজনারী,
দিবস গইয়া গেল ঘরে না আইল গৌরী॥

মোর ঘর শূন্য করি রইলা গো কৈলাসে,
দেখি দেখি সেরূপ আমার নয়ন মধ্যে ভাসে ॥
প্রভাতে আসিবা বুঝি দুই দূতে কয়,
শুনিয়া দারুণ মন অনল পোড়য় ॥

সপ্তমী আগমনে।

দিশা—কোন গুণে তরিব ভবসিন্ধু গো তারিণী মা
পদ—ভজন সাধন আমি না জানি সাঁতার।
নামের তরণী হ'তে ভব হৈব পার ॥
এই মত ভাবিয়া গৌরীর ধ্যান করি,
জাগিয়া পোহাইল নিশি মেনকা সুন্দরী।
হেনকালে হইলেক রজনী প্রভাত,
রাজায় তালিকা করে যত দ্রব্য জাত।
পবিত্র করিল রাজ্য আদি গঙ্গাপার,
পূর্ণকুম্ভ বসাইল মুসারি বাজায়।
দধিবদরি যত যাত্রাকালে লাগে,
আলিপনা দিয়া তাহা রাখে ভাগে ভাগে।
চৌখণ্ডির চারি পাশে রোপিছে কদলী,
বসাইল শ্বেত ঘট তার পর তুলি।

ভৃঙ্গরাজ ময়ূর তার উপরেতে গতি,
অকালে ফুটিছে ফুল ফল নানাজাতি।
চন্দনে ভূষিত কৈল চৌখণ্ডির ঠাঁই,
কুঙ্কুমকস্তুরী ঢালে তার অন্ত নাই।
কেহবা আবির ফেলে কেহ করে মানা,
গগন ঢাকিয়া তুলে তাম্বুসামীয়ানা।
চান্দুবানা তারাবানা পতাকা তরুণ,
উষার কোলেতে যেন প্রভাতঅরুণ।
তখনে করিল স্নান রাজাপ্রজা যতি,
নারীলোকে স্নান কৈল মেনকা প্রভৃতি।
মুনিগণে স্নান করি করে বেদপাঠ,
রঙ্গদেখে প্রজালোকে হস্তীঘোড়া ঠাট।
পুষ্পাদুর্ব্বা আনিলেক কান্দে করি ভার,
কেহ কেহ করিলেক মন্দির পরিষ্কার।
কেহ বাছে বিল্বপত্র দুর্ব্বা ও তুলসী,
গঙ্গাজল আনে কেহ চন্দন গন্ধফেঁশি॥
যে কার্য্যে দিয়াছেন যারে হিমালমহারাজ,
প্রাণপণ করি তারা করে সেই কাজ।
চণ্ডীর বিলম্ব দেখি মেনকার শোক,
আগুসারি আনিবারে পাঠাইল লোক।
ভাইবন্ধু আদি করি প্রিয়লোক যত,
আদেশ করিলা রাজা নিরখিতে প:.।

এই মতে আছে তারা পন্থ নিরখিয়া,
চণ্ডীর গমন কথা শুন মন দিয়া॥

দেবীর হিমালয়ে গমনোদ্যোগ।

অরুণউদয়ে দেবী প্রাতঃকর্ম্ম শেষে,
স্নান করিবারে রত্ন সিংহাসনে বৈসে।
সখীগণ ধাইলেক জল আনিবারে,
বার ক্ষেত্র গণে আসি সিংহ সাজ করে।
সুন্দামেথী হরিদ্রা পিঠালি আমলকী,
তাহা দিয়া অঙ্গ মাঞ্জে যত সব সখী।
বিষ্ণুতৈলে গন্ধরাজ লেপি সর্ব্বগায়,
কেহ কেহ হস্তে মাঞ্জে কেহ দুই পায়।
বাপের ঘরের সখী যারে বেশী দয়া,
অলঙ্কার মাঞ্জে সেই জয়া ও বিজয়া।
শঙ্খকঙ্কণ মাঞ্জে হ'য়ে আগুসার।
কেয়ূরকুণ্ডল মাঞ্জে মণিরত্নহার॥
শতঝারি আসিলেক মন্দাকিনীজল,
নানা তীর্থের জল আইল দেখিতে নির্ম্মল।
সহস্রেক ঝারি আসি হ'ল আগুসার,
শরীরে ঢালিতে জল কৈল অঙ্গীকার॥

যেখানে যে উচিত ঢালে সেই ঝারি,
শিরেতে ঢালিলেন জল নিজে হস্তে ধরি।
স্নান আহ্নিক করি বড় হরষিতে,
সখীগণে অঙ্গ জল মুছে শুঙ্কনেতে।
আনিল রতন-সাড়ী অতি দীপ্তিময়,
রবিশশী সঙ্গে যেন নক্ষত্র বৈসয়। (১)
আঁচলেতে পুষ্পরঙ্গি কুসুম ভাগে ভাগ,
দুইপাশে শিখীপুচ্ছ মধ্যে কালীনাগ।
সেই সারি হস্তে করি পরিলা যতনে
আগুসারি ভিজা বস্ত্র নিল সখীগণে।
অতসীকুসুম বর্ণ অরুণ নিন্দিত,
দ্বিতীয় আসনে আসি বসিলা ত্বরিত।
কাঁকই (২) করিয়া করে বিষ্ণুতৈল শিরে,
জয়াবিজয়া তাঁর কেশ বেশ করে।
চাঁচরচিকুরে তবে বান্ধিছে কবরী,
দুই মতে সাজাইল ত্রিভঙ্গিম করি।
মণিমুক্তা তাহাতে লাগিছে দোলনি,
উর্দ্ধে কামটঙ্গি ঘর হেঁটে দোলে বেণী।
নানা পুষ্পহার মালা তাহাতে সুন্দর,
বসন্তে সাজিল যেন নব জলধর।

(১) বৈসয়—বসে।
(২) কাঁকই—চিরুণী।

সম্মুখে দর্পণ দৃষ্টি ছায়া আলোকন,
দেখিতে নয়নসুখ শ্রবণমোহন।
সীমন্তে দিলেক কামসিন্দূরের ফোঁটা,
ডাইনে সিঁতি রত্নপাতি বামে চন্দ্র ছটা।
পরিলা তরুণচন্দ্র সীমন্তের আগে,
লবঙ্গ লাগিয়া আছে তার অগ্রভাগে।
চতুর্দ্দিকে ফলপাত শতদল ফুল,
তরুণকনকে যার জড়িয়াছে মূল।
কুসুমেতে খণ্ড খণ্ড চিত্রময়ঘর।
মণিমুক্তা হীরা কলি লাগিছে বিস্তর।
নিশিপতি দিবাকর একত্রে বসতি,
অনিমিষে চাহিতে চোক্ষের হানে জ্যোতি;
কেশেতে বান্ধিছে তাহা পেচি কানপুত,
ঝিকি মিকি করে যেন সহস্র বিদ্যুৎ।
ভালে বিরাজিত সে যে সীমন্ত আগে দোলে।
আছয়ে উজ্জ্বল তাহা ভুরু যুগ মূলে।
দুই পাশে কেশেতে কেঁচুয়া (১) সারি সারি,
রঙ্গিয়া পাথরের কলি (২) মাণিক্যের ঝুরি॥
ভুরুতে অঞ্জন দিল কাজলের কনা,
কুঙ্কুম কস্তুরী আর চন্দন গোরোচনা।
মণি চুরি যতি চুরি করিলা বন্দন,

(১) কেঁচুয়া—ফিঙ্গা (পাখী)। (২) কলি—ফলক।

সারি সারি দুই পাশে অলকা নির্ম্মাণ।
নাসায় বেসর দোলে বহুমূল্য নিধি,
তুলনা দিবার যোগ্য না নির্ম্মিল বিধি।
মাণিক্য পাথর তাতে দেখিতে সুন্দর,
উড়ি পড়ি নৃত্য করে নিস্বরিতে স্বর (১)।
কনক জড়িত পদ পরিলেন গ্রীবা,
স্বর্ণেতে কুণ্ডল মণি তিমিরের আভা।
তুস্তুতি মুকুতা পাঁতি কণ্ঠে মোহন মালা,
তারবাজুবন্ধ ভুজে অধিক উজ্জ্বলা।
শঙ্খ কঙ্কণ পরে সুবর্ণঅঙ্গুরী,
পরিলা কেয়ুর হার দুসারি তেসারি।
কটিতে কিঙ্কিণী শোভে ভুবনমোহন,
অঙ্গুষ্ঠেতে রত্নাঙ্গুরী সুবর্ণ দর্পণ।
তালপত্রে মণি মুক্তা কনক খাড়ুয়া,
নূপুর পঞ্চম পরে বিচিত্র লালুয়া।
সকল অলঙ্কার পরি বসিলা হরিষে,
তুলনা দিবার যোগ্য লিখনে না আসে
পুষ্পমালা বিরাজিত পদ্মপুষ্প গায়,
চন্দ্ররশ্মি ছাড়ি তথা চকোরেরা ধায়।
মকরন্দ গন্ধে তথা ভ্রমরার গতি,
কিঙ্কিণীর ধ্বনি শুনি ঝঙ্কারে আরতি.

(১) স্বর—শ্বাস।

প্রকাশ করিলা রূপ তরঙ্গতরুণ,
বাম পাশে পলাইল ভরমে অরুণ।
লজ্জা পেয়ে গঙ্গা শিবের আচ্ছাদিছে জটা,
চন্দ্র লুকায়িছে লাজে মেঘে করি ঘটা।
পরিলা মুকুটমণি বিচিত্র উড়াণী,
সন্তোষে সাজিছে দেবী হরের ঘরণী।
সেই রূপে দশদিক্ আলোকিত হৈল,
তুলনা দিবার নারি এই দুঃখ রইল।
শশধর যোগ্য নহে অন্তরে কলঙ্ক,
যেইরূপ দেখিয়া হরের যোগ ভঙ্গ।
লক্ষ্মী সরস্বতী যোগ্য কেন মনে লয়,
তুলনা না আইসে তারা দশভুজা নয়।
অলঙ্কার রতন লিখিতে নাই সীমা,
সংক্ষেপে রচিনু অপরাধ কর ক্ষমা।
নাগ মুক্তারামে বলে ও পদ কমলে,
আর ত বাসনা নাই জীবন কঙ্কালে।

গীত মালসী।

মা বিনে ভরসা নাই, জীবন উপায়।
যখনে শরণ লইল, মনে মোর গরিমা ছিল,
নিদান কালে নিস্তারিবে মায়॥
না দেখি সে সব রীত, কাতর হইয়াছে চিত্ত,
ছলে মোরে ছাঁড়িলা হেলায়॥

সঙ্কটে করিতে পার, মা বিনে কে আছ আর,
ঠেকিলাম জঞ্জাল জ্বালায় ॥
নাগ মুক্তারামে গায়, ধরিলাম রাঙ্গা পায়,
অন্তকালে শমনে না পায় ॥

গীত মালসী।

কার ঘরে যাইতে মনোরঙ্গে সেজেছ দেবী,
কার ঘরে যাইতে মনোরঙ্গে।
যোগীন্দ্রে দেখি মুদিত আঁখি, এই রূপ তরঙ্গে ॥
কোটী জলধর, তাহে বিধুবর, চাঁচর চিকুর ছান্দে,
চকোর ভূষিত, দেখিয়া স্থকিত, চান্দ পড়িয়াছে ফান্দে ॥
শঙ্খ কঙ্কণ, দশদরপণ, সিঁদূরে অরুণ ঘটা,
অলকা ভরিয়া,সুবাসিত করিয়া,ইন্দুবিন্দু রাঙ্গিয়া, রঞ্জিত ছটা।
পরি যথোচিত, মণি বিরাজিত, রূপের কি তুলনা আছে,
সে রূপ দেখিয়া, আমার ভাঙ্গিয়া, গঙ্গা না রইল তাঁর কাছে।
চরণযুগল, অতি সুশীতল, নাগ মুক্তারামে গায় ;
নূপুর কিঙ্কিণী, রুনু ঝুনু শুনি, সেই রবে মোর চিত্ত ধায় ॥

পদ—ভবানী ভবানী বাণী বল বদন ভরি,
এড়াবে শমন দায় ভব যাবে তরি।
সুবেশে সাজিয়া দেবী বসিছে আসনে,
নারদে আসিয়া বলে ব্যাজ কর কেনে।
তাহা শুনি সখীগণে আভরণ পরে,
নানা জাতি দ্রব্য লইয়া সাজিল সত্বরে।

কার্ত্তিক গণেশ গিয়া মন্দাকিনীর কূলে,
স্নান আহ্নিক আদি কইল শুদ্ধজলে।
দুই ভাই আসিয়া হইলেন বিদ্যমান,
মায়ের আজ্ঞায় তারা ক'রলেন জলপান।
ভবানী বলেন আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই,
অবিলম্বে চল সবে গৌণের কার্য্য নাই।
এত বলি কার্ত্তিকের আসিয়া সাক্ষাতে,
রত্ন আভরণ পরান আপনার হাতে।
পরান নেতের (১) ধুতি ক্ষীণ কটীতটে,
মাথায় বিনোদ পাগ (২) চন্দন ললাটে।
বিচিত্র বন্ধিস (৩) দিয়া তার উপর পোচে,
চন্দ্রচ্ছটা নেত দিয়া বীরকাচ কাছে।
তার তুরল পরায় চরণে নূপুর,
কটিতে পরাইলা মায় বিচিত্র ঘাঘুর।
নানাচিত্র হার মালা তাহাতে দুসর,
অলকা পরায় তাতে দেখিতে সুন্দর।
অধিক পরিতে তাঁরে করিলেন মানা,
কাজল কিঞ্চিৎ দিলেন করিয়া বাসনা।
দেখিতে সুন্দর তনু অপরূপ ঠান্,
সুবিশাল তূণ পৃষ্ঠে হাতে ধনুর্ব্বাণ।

(১) নেত—বস্ত্র খণ্ড। (২) পাগ—পাগড়ী, উষ্ণীষ
(৩) বন্দিস—বাঁধন।

শিখিধ্বজে আরোহিয়া অঙ্গভঙ্গ গতি,
আপনার আভরণ পরে গণপতি,
শ্বেতনেত পরিলেন দেখিতে সুন্দর,
গলায় উত্তরী অঙ্গে রত্ন পট্টাম্বর।
চন্দন সিঁদূর মুণ্ডে শোভা করে অতি,
ধবল বলিত ভুজে রতনের পাতি।
কর্ণেতে কুণ্ডল মণি হরইন্দু হনে (১),
সিদ্ধাসম সাজিলেন মূষিক বাহনে।
ইহারে দেখিয়া সব বার ক্ষেত্রগণে,
আনিয়া ভেটাইল (২) রং চণ্ডীর সদনে।
দেখিতে সিংহের সাজ অতি মনোহর,
গলে শোভে দিব্য ঘণ্টা কটিতে ঘুঁঘর।
চরণে নূপুর বাজে অতি রুনু ঝুনু,
রত্ন পট্টাম্বর দিয়া ঢাকিয়াছে তনু।
সিঁদূর কাজল শোভে হিঙ্গুল হরিতালে,
চান্দপাতি হার দোলে মণিমালা গলে।
কনকশিকলে সিংহ বান্ধিয়াছে রথে,
রথের বিচিত্র সাজ না পারি কহিতে।
হিঙ্গুল পাথর চিড়ি করি চারিখান,
সোণার বিম্বকী কিবা চৌখণ্ডিনির্ম্মাণ।

(১) হইতে।

(২) উপনীত করিল।

উপরে পতাকা রঙ্গী উড়াইছে বায় ।
দেখিতে চৌচালা বঙ্ক অৰ্দ্ধচন্দ্র প্রায় ।
হীরামণি মাণিক্যেতে করিছে নির্ম্মাণ,
পুষ্পশয্যা ঢালি তাতে নেতের বিছান ।
রথ দেখি ভগবতী হরষিত চিতে,
ডাক দিয়া নারদেরে আনেন ত্বরিতে ।
চণ্ডী বলেন তথা গমন কৈনু আমি,
শিব আদি দেব লইয়া শীঘ্র আস তুমি ।
এ বলিয়া যাত্রা করি বামস্বরে হাত (১),
সখীগণে লইলেক যত দ্রব্যজাত ।

দেবীর হিমালয়ে যাত্রা ।

শিবেরে প্রণাম করি তাঁরা তিন জনে,
অবিলম্বে আরোহণ করিলা বিমানে ।
ধ্বজ পতাকা উড়ে রথের চান্দোয়ানা,
দক্ষিণে চালাইতে রথ করিলেন মানা ।
ক্ষেত্রগণে ডাকি দেবী কহে হরষিতে,
পশ্চিমে চালাও রথ বৈকুণ্ঠের পথে ।

(১) যাত্রাকালে স্ত্রীলোকেরা বাম নাসা দিয়া নিশ্বাস বহে কি না দেখিয়া থাকেন। ইহাই শুভ চিহ্ন ।

বহুদিনে যাব আমি বাপমায়ের পুরী,
পূর্ণব্রহ্ম নিরঞ্জনে যাব দেখা করি।
এত শুনি সিংহ গুটা অলক্ষিতে ধায়,
স্বর্গে হইল জয়ধ্বনি নানা বাদ্য বায় (১)।
কার্ত্তিক গণেশের রথ চলিলেক পাছে,
সখীগণ ক্ষেত্রগণ কিঙ্কর যত আছে।
শঙ্খ ঘণ্টা নানা বাদ্য আর বাজে ভেরী,
নিমিষে ছাড়ায়ে যায় আপনার পুরী।
বারক্ষেত্র যক্ষগণ আগে পাছে ধায়,
রথে থাকি সখীগণে চামর দোলায়।
চন্দ্রমণ্ডল ছাড়াইল বৈকুণ্ঠ ডাইনে রাখি,
সম্মুখে পরম স্থান যায় দেখা দেখি।
কার্ত্তিক গণেশে দেবী সাদরে ডাকিয়া,
কহিতে লাগিলা সব সৈন্য সম্বোধিয়া।
এখানে বিলম্ব কর কিঞ্চৎ পলিকা।
নিরঞ্জন নির্ব্বাণে করিয়া আসি দেখা॥
রথ রাখি তথায় রহিলা সর্ব্বজন।
পদগতি হাটি দেবী করিলা গমন॥
সেইস্থান দেখি তবে করিলা ভকতি।
তার ভেদ কই শুন স্থির হইয়া মতি॥

(১) বায়— বাজায়।

প্রকৃতির সেবায় পুরুষ হলেন বশ ।
তার অর্থে লিখিলা এবে ভুবন চতুর্দ্দশ ॥
সপ্ত পাতাল সপ্ত দ্বীপ স্বর্গ সাথে ।
এ তিন ভুবন হইল এক ডিম্ব হ'তে ॥
খণ্ডে খণ্ডে লিখিয়াছে দেখিতে কৌতুক ।
সকলের উৰ্দ্ধে স্বর্গ যাতে সত্য লোক ॥
অরুণ দেখিয়া যেন পুষ্প অষ্টদল ।
সপ্তখণ্ডে সপ্তপুরী দক্ষিণ মুখল ॥
নীচ খণ্ড লিখিতে সহস্র খণ্ড আছে ।
মহাস্বর্গের কথা কিছু কহিতেছি পাছে ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল যাহা হতে যোড়া ।
সুমেরুর শৃঙ্গে সেই উৰ্দ্ধে পঞ্চচূড়া ॥
মহাযত্ন করি তারে নির্ম্মিছে বিধাতা ।
সপ্তস্বর্গে বাস করেন দশটী দেবতা ॥
উত্তরে বৈকুণ্ঠ যথা বিষ্ণু করেন বাস ।
পশ্চিমে ব্রহ্মার পুরী পূর্ব্বেতে কৈলাস ।
বায়ব্যে বিচিত্র পুরী মরুত আলয় ।
নৈঋতে অমরাবতী বাসব বৈসয় ॥
দুই প্রকোষ্ঠের পুরী শোভে ঈশান কোণে
করয়ে একত্রে বাস শশাঙ্ক বরুণে ॥
অগ্নিকোণে সূর্য্য বৈসে আর হুতাশন ।
দ্বারের দক্ষিণ ভাগে বৈসয়ে শমন ॥

রবিস্থত মহাযম তাম্রবর্ণ সাজ।
অন্তকের মূল তিনি নাম ধর্ম্মরাজ।
দশদেব বাস করে পুষ্প পত্র আগে।
অতি উচ্চ পুষ্প আছে তার মধ্যভাগে॥
সেই সে স্বর্গের মূল জ্যোতির্ম্ময় স্থান।
অধো উর্দ্ধে শূন্য সে যে নির্ম্মূল নির্ব্বাণ॥
পুষ্পমধু লোভে যেন পড়িয়া ভ্রমর।
সৌরভ ভেদিয়া যেন পশিছে অন্তর॥
কোটী চন্দ্র সম কান্তি মণি রত্ন হীরা।
অবয়ব দেখি যেমন পুষ্প ধুতুরা॥
রূপ ভেদ নাই তার লক্ষণ না পায়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে যাহাকে ধিয়ায়॥
পরম পুরুষ সে যে আত্মা অবিনাশী।
অনন্ত বাহন তার ক্ষীরোদনিবাসী॥
যত দেব পূজা কর তাতে আসি মিশে।
প্রলয় পৃথিবী হ'লে নৈরাকারে ভাসে॥
ধর্ম্ম অধর্ম্ম কিবা জ্ঞান আর অজ্ঞান।
পাপ পুণ্য তাঁর কাছে সকলি সমান॥
ধরিলে ধরণ না যায় আছয়ে গহিনে।
আচম্বিতে নাদ হ'ল শক্তি দরশনে॥
তাঁর ইচ্ছা নাই সৃষ্টি রইতে এই মতে।
সকল ভাঙ্গিয়া চান সেই রন্ধ্রে নিতে॥

জপা অজপা ভাঙ্গি একই কাহিনী।
একাক্ষরে এক নাম ব্রহ্মে উঠে ধ্বনি ॥
এ সকল মর্ম্ম ভেদ কাহাকে না কই।
পাইলে মনের ন্যাস যত্ন করি লই ॥
একেতে অনন্ত হয় অনন্তে হলো এক।
সে নামের তুলনা নাই ভজন করি দেখ ॥
অনাহতে সেই ধ্বনি উঠে সেই রন্ধ্রে।
যাকে জপি মায়া ত্যাগ করিছে যোগীন্দ্রে ॥
কঠোর তপস্যা কইলে দেখি তাঁর আভা।
উদ্দেশে তপস্যা করে যত দেবী দেবা ॥
শব্দেতে আলস্য তাঁর নিঃশব্দেতে সার।
কেবল শক্তির কাছে রাখিছেন সংসার ॥
তাঁর মায়ায় মোহ হইলে দয়া হয় খানি।
এতেকে বলি যে তিনি ব্রহ্মনিবাসিনী ॥
তিনি জাগাইলে হয় তাঁহার চেতন।
সংসারেতে কত দুষ্ট করেছেন নিধন ॥
এতেকে জনিবা ভাই শক্তি হলে হাট।
আঁখির পলকে ভাঙ্গি যাবে সব ঠাট ॥
জীবন যৌবন বৃথা মিছা গর্ব্ব করি।
চেতন থাকিতে মুখে বল হরি হরি ॥

গীত মালসী।

কর অজপা সন্ধানে যোগাসন, ভবের আশা নিশির স্বপন ॥
গুরুতত্ত্ব না জানিলে বিফল এ জীবন ॥
হেঁট পদ্ম উপরেতে মণিপুর স্থানে,
তাহে বসি অবিনাশী আছে যোগ ধ্যানে।
অলক্ষ্য বেধিয়া কর সুপথে গমন,
পরম ঈশ্বর গুরু ভজ নিরঞ্জন ॥
এ ভবে আসিয়া, মায়ালোভেতে মজিলে,
ষড়চক্র গুরুতত্ত্ব তাহে না জানিলে।
ভুরু মধ্যে আজ্ঞাচক্র আছে নিরূপণ,
ধ্যান কর যোগেশ্বর পাবে শ্রীচরণ ॥
যোগীগণে ধ্যান মনে যোগ চিন্তা করে,
যোগ সিদ্ধি করি যায় চলি, আনন্দময়ীপুরে।
মায়ায় ভুলে না সাধিলে গুরুতত্ত্ব ধন,
দণ্ড হাতে শিওরেতে রবির নন্দন ॥
ছাড়িয়া কায়ার মায়া যোগ চিন্তা কর,
(কেন) আত্মতত্ত্ব না জানিয়া মিছা মায়ায় ঘোর।
দ্বিজরাজে বলে বৃথা গেলরে জীবন,
কর্ম্ম দোষে না ভজিলে ঐ রাঙ্গা চরণ ॥

আজ্ঞা পেয়ে ভগবতী হরিষ অপার।
প্রদক্ষিণে প্রণাম করিলেন সাত বার ॥
চলিলা বাপের দেশে হরষিত মন।
পুনিঃ আসি করিলেন রথ অরোহণ ॥

বিদ্যুৎসঞ্চার গতি বড়ই কৌতুক ।
হরষিতে রঙ্গ চায় যত নর লোক ॥
রাজদ্বারেতে আসি হইল উপস্থিত ।
নীচ খণ্ডে তৎক্ষণাৎ নামিলেন ত্বরিৎ ॥
তাহাতে করয়ে বাস যতেক দেবতা ।
মন দিয়া শুন কই সে সকল কথা ॥
হেঁটে (১) বৈসে সেই স্বর্গ বড়ই বিস্তার
মহাস্বর্গ বেড়িয়া আছয়ে চক্রাকার ॥
তাহাতে করয়ে বাস দেব ঋষি মুনি ।
দক্ষিণেতে যমালয় তাড়া করে প্রাণী ॥
বসুগণ রুদ্রগণ খণ্ড খণ্ড পুরী ।
দিক্‌পাল বিদ্যাধর যতেক অপ্‌সরী ॥
বৈসয়ে যতেক গ্রহ রাহু কেতু শনি ।
নবগ্রহ কাল বৈসে ডাকিনী যোগিনী ॥
কৈলাস উত্তরে পুরী অতি মনোহর ।
কুবের বৈসয়ে তথা ধনের ঈশ্বর ॥
ব্রহ্মালোকের পশ্চিমে কাশ্যপ মুনি বৈসে
আছয়ে দক্ষের পুরী তার বাম পাশে ॥
আছে সপ্ত ঋষি সিদ্ধা নারদ প্রভৃতি ।
বৈকুণ্ঠের পৃষ্ঠভাগে শুক্র বৃহস্পতি ॥

(১) হেঁটে—নিম্নে ।

দৈত্য দানব আদি নাগ লোক যত।
অপদেব যত আছে কব আমি কত॥
সেই সব দেবগণে দেখিয়া ভবানী।
কেহ স্তবস্তুতি করে কেহ জয়ধ্বনি॥
শান্ত করি তা সবারে হইলেন বিদায়।
দক্ষিণবাহিনী রণ অলক্ষিতে ধায়॥
অবিলম্বে পাইলেন সে খণ্ডের দ্বার।
তরু লতা বৃক্ষগণ মন্দাকিনীর পার॥
গহিন কুণ্ডলী তাতে গহিন প্রভিন্ন।
পুলিনে আছয়ে তার ভগীরথের চিহ্ন॥
দেব দ্বার বাহিরিয়া করিলা গমন।
কুণ্ডমন্দাকিনী হৈল প্রথমে দরশন॥
তাহা শুনি জন্মেজয় জিজ্ঞাসিছে পুনি।
পূর্ব্বে গঙ্গার কথা কহিছেন আপনি॥
কুণ্ডমন্দাকিনী কেন না কল্লেন প্রচার।
সন্দেহ হইল মোর চাহি শুনিবার॥

ভাগীরথীর মর্ত্ত্যাগমন ও সগরবংশ উদ্ধার।

মুনি বলে পূর্ব্ব কথা শুনিছ পুরাণ।
সংক্ষেপে কহিব পুনঃ কর অবধান॥
সূর্য্যবংশে মহারাজা সগর আছিল।
তার ঘরে ষাইট হাজার তনয় হইল॥
যজ্ঞ হেতু অসমঞ্জ ছাড়িছে ঘোটক।
সঙ্গে যায় পুত্রগণ হইয়া কটক॥
আচম্বিতে ঘোড়া নাই করে অন্বেষণ।
কপিল মুনির সঙ্গে পথে দরশন॥
তুমি কি দেখিছ ঘোড়া গেছে কোন্ ভিত (১)
ধ্যানে আছে মুনিবর জ্ঞান বিবর্জ্জিত॥
বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে মুনি না দিল উত্তর।
ক্রোধ করি বিড়ম্বনা করিল বিস্তর॥
দুঃখ পাইয়া মুনিবরের স্থির নহে চিত্ত।
শাপ দিতে উঠিলেন হইয়া কুপিত॥
অভিমানে চক্ষু হ'তে শ্রবিলেক নীর।
ব্রহ্মশাপে ভস্ম হ'ল ষাইট হাজার বীর॥
অমুক্ত হইয়া রৈল মুক্তি নাই তার।
সে বংশেতে কেহ নাই রাজ্য রাখিবার॥

(১) ভিত—দিক।

অরাজক হৈল রাজ্য অযোধ্যা নগরে।
স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রহ্মা আর পুরন্দরে॥
শুনিয়াছি জন্মিবেন বিষ্ণু সূর্য্যকুলে।
কি মতে হইবে বংশ নির্ম্মূল হইলে॥
ভাবেন সকল দেব যুক্তি মনে মনে।
অযোধ্যাতে পাঠাইলেন প্রভু ত্রিলোচনে॥
দীলিপের দুই নারী আছে নিজ দেশে।
শঙ্কর গেলেন তথা আরোহিয়া বৃষে॥
দোঁহাকার প্রতি তবে কহে ত্রিপুরারি।
মম বরে পুত্রবতী হও এক নারী॥
শিব বাক্য কদাচন না হইবে বৃথা।
কতদিনে একজন হৈল অন্তঃসত্বা॥
দশ মাস আসি যবে উপস্থিত হৈল।
মাংস পিণ্ড মাত্র পুত্র প্রসব করিল॥
পুত্র কোলে লইয়া কান্দেন দুই জন।
হেন পুত্র বর কেন দিলা ত্রিলোচন॥
অস্থি নাই মাংস পিণ্ড চলিতে না পারে।
দেখিয়া হাসিবে লোক সকল সংসারে॥
কান্দিতে কান্দিতে তারে চুপরিতে ভরে।
ফেলিবারে লয়ে গেল সরযূর তীরে॥
হেন কালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন।
ধ্যানেতে জানিল তার সব বিবরণ॥

মুনি বলে রাখি যাও পথে শুয়াইয়া।
করুণা করিবে কেহ আতুর দেখিয়া॥
পুত্র পথে শোয়াইয়া দোঁহে গেল ঘরে।
অষ্টাবক্র মুনি যান স্নান করিবারে॥
এক দৃষ্টে অষ্টাবক্র তার প্রতি চায়।
মনে ভাবে দেখিয়া এ আমারে ভেংচায় (১)॥
আমারে দেখিয়া যদি করিস্ উপহাস।
ব্রহ্মশাপে হউক তোর শরীর বিনাশ।
যদ্যপি শরীর তোর স্বভাবে এমন।
মম বরে হও তুমি মদনমোহন॥
অষ্টাবক্র মুনি হয় বিষ্ণুর সমান।
যারে বর শাপ দেয় কভু নহে আন॥
অষ্টাবক্র মুনির মহিমা চমৎকার।
দাণ্ডাইয়া উঠিল সে রাজার কুমার॥
ডাকিয়া আনিলেন মুনি উভয় রাণীরে।
পুত্র পাইয়া হরষিত দোহে গেল ঘরে॥
আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ।
বিচারি রাখিল তবে ভগীরথ নাম॥
জ্ঞানী হইয়া রাজ্য পাট রক্ষা কৈল পুনি।
মাতা সবের মুখে শুনে এ সব কাহিনী॥

(১) ভেংচায়—উপহাস করে।

ভস্ম হ'য়ে রহিয়াছে পিতৃলোকগণ।
নিরাহারে করিলেক ব্রহ্মা আরাধন।
করিল কঠোর স্তব করি বায়ু পান।
স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা হইলা বিদ্যমান॥
বর দিতে প্রজাপতি করেন ব্যগ্রতা।
ভগীরথ কহিলেন পূর্ব্বাপর কথা॥
কি মতে বা পিতৃলোক মুক্ত হয়ে যায়।
আপনি কহিয়া দিবেন তাহার উপায়॥
ব্রহ্মা বলেন ভগীরথ শ্রম হবে বড়।
সাধিতে পারিবে কার্য্য জ্ঞান আছে দড় (১)॥
স্বর্গে আছেন মন্দাকিনী শঙ্করের প্রিয়া।
মর্ত্ত্যলোকে আন তাঁরে যতন করিয়া॥
সেই স্থান পাখালিলে তাঁর জলস্রোতে।
মুক্ত হইয়া তারা সবে যাবে বৈকুণ্ঠেতে॥
তিনি ভিন্ন এই কাজ কার সাধ্য নয়।
ব্রহ্মহত্যা আদি পাপ যার নামে ক্ষয়॥
জিজ্ঞাসিছে ভগীরথ গোচরে ব্রহ্মার।
কিমতে জন্মিল গঙ্গা তনয়া কাহার॥
কিমতে যাইব তাঁরে আনিব কি মতে।
বিবেচিয়া এ সকল কহিবা আমাতে॥

(১) দড়—উপযুক্ত, বিশেষ।

ব্রহ্মা বলেন কহি আমি গঙ্গার জন্ম কথা ।
শুনিলে বিশেষ ফল পাইবা সর্ব্বথা ॥
এক দিন নারদ মুনি বীণা যন্ত্র হাতে ।
গাইতে লাগিল গীত শিবের সাক্ষাতে ॥
সকল বেরাগা গায় যন্ত্রে নাহি মিলে ।
শিবের সাক্ষাতে মুনি গর্ব্ব করি বলে ॥
যে রাগ যেমত গাই সেই মতে বাদ্য ।
ইহাকে গাইতে হর তোমার নাই সাধ্য ॥
শিব বলে এথা আর না কর বড়াই ।
বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর স্থানে চল গিয়া গাই ॥

নারদের গানে রাগ রাগিণীগণের কোপ ।

এ বলিয়া দুইজন তথা হ'তে চলে ।
রাগরাগিণীগণে নারদেরে বলে ॥
তা সবার অঙ্গহীন নারদের রাগে ।
ক্রোধ করি মারিবারে ধাইলেক আগে ॥
কি কারণে গীত গাও রাগ না জানিয়া ।
আমা সবে দুঃখ পাই অঙ্গহীন হইয়া ॥

নারদে পাইল ভয় দেখি মহেশ্বর।
শান্ত করি রাগ লোক গাইল বিস্তর॥
শিবের গানেতে হইল পূর্ব্ব অনুরূপ।
ভঙ্গ দিল রাগ লোক পরিহরি কোপ॥
ত্বরিতে মিলিলা আসি বৈকুণ্ঠ নগর।
অম্বরু কোঠায় আছেন দেব দামোদর॥
তথায় নারদ শিব গেলা শীঘ্র গতি।
বাম পাশে বসিয়াছেন লক্ষ্মী সরস্বতী॥
প্রণাম করিলা দোঁহে জোড় করি হাত।
ভক্তি ভাবে স্তবন করিলা জগন্নাথ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান নাই অবিদিত।
বুঝিলা নারদ শিব আইলা যে নিমিত্ত॥
বসিবারে আজ্ঞা কৈলা দেব চক্রপাণি।
ভাল হইল আসিয়াছ গীত গাও শুনি॥

গঙ্গার জন্ম বৃত্তান্ত কথন।

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা দেব পঞ্চানন।
মেঘ মাল্লার রাগ কৈলেন আলাপন।
ভকত বৈষ্ণব ভাবে গড়াগড়ি যায়।
থাকুক সজীব, শিলা পাষাণ মিলায়॥
একান্ত ভাবুক হয়ে গায় শূলপাণি।
অম্বরুর কোঠায় দ্রবিলা চক্রপাণি॥
না দেখি আকৃতি তাঁর কেবল জলময়।
হরিষ নারদ মুনি শিবে পাইল ভয়॥
নারদে বলেন হর ক্ষমা কর তুমি।
হরিষ হইতে প্রভুর গীত গাই আমি॥
এতেক বলিয়া তবে নারদে বীণা টানে।
সকল বেরাগা গায় রাগ নাহি জানে॥
তাহা শুনি চেতন পাইলা চক্রপাণি।
অঙ্গ জলে কন্যা জন্মে ত্রৈলোক্যমোহিনী॥
গঙ্গা নাম তাঁহার থুইলা ভগবান।
তুষ্ট হইয়া তাহাকে শিবেতে কৈল দান॥
হরি অঙ্গে জন্মিয়াছে পরমকারিণী।
জটায় নির্ম্মাল্য ভাবে থুইলেন শূলপাণি।

শির হ'তে নামাইয়া দেব মহেশ্বর।
পুনি রাখে অম্বরুর কোঠার ভিতর॥
শিব বলে সহসা ত না নিব কৈলাস।
এথায় থাকিয়া কতদিন কর বাস॥
এ বলিয়া শিব গেলেন রাখিয়া সম্ভ্রমে।
জল রূপে গঙ্গা আছেন বিষ্ণুর আশ্রমে॥
তাঁরে স্তব করি আন এ মর্ত্ত্য ভবনে।
ত্রাণ হবে পিতৃ তব জল পরশনে॥
মোর রথে এইক্ষণ কর আরোহন।
লইব বৈকুণ্ঠ পুরে গঙ্গার সদন॥
একথা শুনিয়া তবে রাজা ভগীরথ।
চলিলা বৈকুণ্ঠপুরে ব্রহ্মার সহিত॥
সাক্ষাতে পাইল গিয়া গঙ্গা দরশন।
আরম্ভ করিল স্তব বন্দিয়া চরণ॥
রাম নারায়ণ সুত কহে মুক্তারাম।
তরিতে তরণী গঙ্গা হলে তোমার নাম॥

গীত মালসী।

নমো গঙ্গা পতিতপাবনী।
তরাইতে ত্রিভুবন, জন্ম হইল তেকারণ,
হরিসুতা জগতজননী॥
চতুর্ম্মুখে প্রজাপতি, তোমাকে করেন স্তুতি,
স্মরণেতে ঘোর পাপনাশিনী॥

বেদে দিতে নারে সীমা, কে পারে স্তবিতে তোমা,
তুমি সে হরের মনোমোহিনী ॥
পিতৃলোক যত ছিল, মুনিশাপে ভস্ম হ'ল,
তাসবে তরাও আপনি ॥
ভণে মুক্তারাম দাস, শুনি গঙ্গা মৃদু হাস,
ভগীরথে সাফল্য বাখানি ॥

গীত মালসী।

নিবেদন শুন একবার গো, করুণাময়ী।
চরণ করেছি সার ত্রাণ কর একবার,
মাও বিনে কে আছে আমার ॥
ভস্ম হ'ল পিতৃলোক, এতে মোর মনদুঃখ
ধাইয়া আইনু চরণে তোমার,
মর্ত্ত্যেতে করিয়া গতি, তা সবার কর মুক্তি
অন্য মতে না দেখি নিস্তার ॥
আমি হেন নরাধম, পাপ করি মনভ্রম,
গুপ্ত ব্যক্ত রহিয়াছে তুই।
লোকেতে গুপত রহে, তোমাতে ব্যকত হ'য়ে
এতেকে শরণ মাগি মুই ॥
তোমার কারণ জল, নিয়ে যাব মহীতল,
ত্রাণ পাবে কত কোটী জীবে।
সাফল্য জনম আমা. চরণ দেখিনু তোমা,
ভাগ্যে সে রাখিয়া গেছে শিবে ॥

ভগীরথের স্তুতি, শুন গঙ্গা ভগবতী,
অবিলম্বে মর্ত্ত্যে কর গতি।
গজমুণ্ডে জন্ম নাম (১) তাহার উপরে রাম (২)
ভণে সেই সর্প (৩) গো পদ্ধতি॥

দিশা—গঙ্গা তোমার পরম পদ জলে।
নিস্তার পাই যেন অন্তকালে॥
পদ—পাপে লিপ্ত রহিলাম অনিত্য সংসারে।
হরি সুতা বিনে আর কে তরাবে মোরে॥
গঙ্গা বলে ভগীরথ করিছ সাহস।
তোমার স্তবনে আমি হইলাম বশ॥
মর্ত্ত্যলোকে যেতে শ্রদ্ধা আছয়ে আমার।
আসিয়া শঙ্করে যদি করেন অঙ্গীকার॥
তবে সে যাইতে পারি করিয়া কৌতুক।
অবশ্য উদ্ধার তব হবে পিতৃলোক॥
স্বর্গে মর্ত্ত্যে ঘোষিবেক তব কীর্ত্তি যশ।
পুনর্ব্বার স্তবিয়া শিবেরে কর বশ॥
শুনিয়া গঙ্গার কথা রাজা ভগীরথ।
শিব আরাধিতে গেল কৈলাস পর্ব্বত॥
অনেক কঠোর স্তব করিল বিস্তর।
তার স্তবে তুষ্ট হ'ল শশাঙ্কশেখর॥

(১) মুক্তা, (২) রাম, (৩) নাগ।

হাসিয়া বলিলা তবে দেব ত্রিপুরারি ।
মনে যাহা বাঞ্ছা হয় লও শীঘ্র করি ॥
বুঝিয়া শিবের মন বড় হরষিত ।
ভগীরথে সব কথা করিলা বিদিত ॥
কপিল মুনির শাপে পিতৃলোক যত ।
ভস্ম হয়ে রহিয়াছে না হইল মুক্ত ॥
তেকারণে গঙ্গাদেবী মর্ত্ত্যে নিতে চাই ।
তিনি বিনে উদ্ধারিতে আর কেহ নাই ॥
শঙ্কর বলেন তোমার পূর্ণ হউক আশা ।
হেন অল্প কাজে কর এতেক তপস্যা ॥
তোমার শ্রমের কথা কহিতে না পারি ।
দিলাম গঙ্গারে তুমি নেও হস্তী ধরি ॥
তাহা শুনি ভগীরথে কর্ণে দিল হাত ।
কর যোড়ে নিবেদন করিল সাক্ষাৎ ॥
বৈকুণ্ঠ নগরে প্রভু চলহ সত্বরে ।
আজ্ঞা করি দেন তারে কহিয়া সাদরে ॥
রাজার স্তবনে শিব বড় হরষিত ।
বৈকুণ্ঠ নগরে চলি গেলেন ত্বরিত ॥
শিবে দেখি গঙ্গা রইল লজ্জাযুক্ত হইয়া ।
কহিতে লাগিলা শিবে গঙ্গারে তর্জ্জিয়া ॥
শিব বলে গঙ্গা তুমি কেন নাহি যাও ।
মায়াচক্র করি কেন আমাকে আনাও ॥

ইচ্ছা না থাকিলে কেবা কাজে করে বল।
আগে আশা দিয়া কেন বিচারেতে ছল॥
পূর্ব্বেতে সংবাদ দিয়া আনিছ আপনে।
এক্ষণে চঞ্চলা হও বুঝি অনুমানে॥
গঙ্গা বলে এ সকল সব মিথ্যা কথা।
যথায় রাখিয়া গেছ রহিয়াছি তথা॥
ভাল মন্দ না কহিনু রাজার বচনে।
এক্ষণে যা আজ্ঞা কর পালিব যতনে॥
শিব বলে মর্ত্ত্যে যাও ভগীরথের সঙ্গে।
ত্রাণ কর পিতৃলোক তরল তরঙ্গে॥
গঙ্গা বলে যেতে মোর বড়ই সঙ্কট।
উপদেশ কহি দেও এসেছ নিকট॥
সম্মুখে পরমস্থান তারে করি ভয়।
এথা হইতে চলি যেতে স্বর্গ ভঙ্গ হয়॥
স্বর্গ ছাড়া হ'তে পারি আকাশ গমনে।
ভার না সহিবে মোর পড়িব যেখানে॥
উথলিয়া প্রথমে যখনে পড়ে নীর।
রসাতলে যাবে পৃথ্বী না হইবে স্থির॥
শিব বলে পূর্ব্বে তোমায় লই শিরে করি।
এক্ষণে যৌবনে পড়ি হলে বুঝি ভারী॥
কি কারণে পৃথিবী করিবে রসাতল।
মোর শিরে পড় আসি যত থাকে বল॥

গঙ্গা বলে হেন কথা না কও দড় করি।
তীক্ষ্ণ জল ধারে তোমার মুণ্ড যাবে ছিঁড়ি।
খণ্ড খণ্ড হয়ে জটা জলে যাবে ভাসি।
শব্দেতে ব্রহ্মাণ্ড পুরী দেব হবে ত্রাসী ॥
শিব বলে এই ভয় না দেখাও আমা।
যত শক্তি থাকে তোমার না করিও ক্ষমা ॥
ভগীরথের পুণ্য ফলে এ সকল ঘটে।
শঙ্করে পাতিলেন মাথা স্বর্গপুরীর হেটে ॥
অম্বরুর কোঠা হ'তে গঙ্গা কৈলেন গতি।
আকাশবাহিনী হইয়া জলবিম্বমূর্ত্তি ॥
গভীর গর্জ্জন করি চলিছেন প্রচণ্ডে।
মহাশব্দে পড়ে আসি মহাদেবের মুণ্ডে ॥
পর্ব্বত পাথর ছিঁড়ে সেই জলধারে।
জটায় ঠেকিয়া রইল নিঃসরিতে নারে ॥
মহাদেবে ডাকি বলে ভগীরথের ঠাঁই।
কোন পথে গেছে গঙ্গা উদ্দেশ না পাই ॥
মাথা তুলি শিবে তবে দিয়া তিন পাক।
চারিদিকে চাহিয়া গঙ্গারে পাড়ে ডাক ॥
তাহা দেখি কাতর হইল ভগীরথ।
গর্ব্ব চূর্ণ হয়ে গঙ্গা হইলেন লজ্জিত ॥
ভগীরথে বলে মাগো, হবে কোন গতি।
জটে থাকি হাসিয়া বলিছেন ভগবতী ॥

শিব আরাধন কর ছাড়ি দেউক মোরে।
জটা টিপি ফেলাইলে চলিব সত্বরে॥
ইহা শুনি ভগীরথ শিবে করে স্তুতি।
শুনিয়া উত্তর তারে দিলা পশুপতি॥
শিব বলে পুনি কেন আসিছ নিকটে।
ভগীরথ বলে গঙ্গা ঠেকিয়াছে জটে॥
শিরে হাত দিয়া শিব টিপে মহা জটা।
কেশাগ্রেতে কিঞ্চিৎ শ্রবিল জল ফোঁটা॥
হরশির হ'তে জল যেখানে পড়িল।
বিশুদ্ধ কাঞ্চন ভাঙ্গি মহাকুণ্ড হইল॥
আড়ে পাশে মধ্যেতে ভাঙ্গিয়া সপ্ততাল।
প্রথমে পড়িয়া কইল পরশ পাতাল॥
তল বিতল সুতল ভেদিয়া উঠে পাক।
যুগান্ত কালেতে যেমন প্রলয়ের ডাক॥
গহিন গর্জ্জন শুনি দেবের লড়া পড়ি।
পর্ব্বত পাথর তরু ডাকে যায় পড়ি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ডাকে কাঁপে ভাবে দেবগণে।
ত্রিপথগামিনী হ'য়ে চলিলা দক্ষিণে॥
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ লইয়া হাতে।
আসিয়া মিলেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে॥
সুমেরুর চুড়া ষাটি সহস্র যোজন।
বত্রিশ সহস্র তার গুঁড়ার পত্তন॥

এই আদি কহিলাম এই তার মূল ।
তার মাঝে আছে এক ধুতূরার ফুল ।
তার মাঝে আছে এক দারুণ গহ্বর ।
তাহাতে ভ্রমেণ গঙ্গা দ্বাদশ বৎসর ॥
গঙ্গা বলে শুন কই বাছা ভগীরথ ।
কোন দিকে যাব আমি না পাইনু পথ ॥
যদ্যপি আনিতে পার ঐরাবত হাতী ।
তবে সে পর্ব্বত হ'তে পাব অব্যাহতি ॥
ঐরাবতে পর্ব্বত চিরিয়া দিবে দাঁতে ।
তবে সে বাহির হয়ে যাব সেই পথে ॥
শুনিয়া গঙ্গার কথা রাজা ভগীরথে ।
ইন্দ্রপুরে চলি গেল ঐরাবত আনিতে ॥
প্রণাম করিয়া বন্দে যোড় করি হাত ।
কহিতে লাগিল ঐরাবতের সাক্ষাৎ ॥
ব্রহ্মলোক হইতে আসিয়া কোনমতে ।
ঠেকিয়া আছেন গঙ্গা সুমেরু পর্ব্বতে ॥
যদি তুমি পর্ব্বত চিরিয়া দাও দাঁতে ।
তবে সে বাহির হয়ে যাবে সেই পথে ॥
শুনিয়া কহিছে হস্তী গর্ব্বিত অন্তরে ।
আমার সংবাদ গিয়া জানাও গঙ্গারে ॥
মম সহ গঙ্গা যদি বঞ্চে এক রাতি ।
তবে সে পর্ব্বত হ'তে পাবে অব্যাহতি ॥

এই কথা ঐরাবতে যখনে কহিল।
মলিন বদনে রাজা ফিরিয়া আসিল॥
মুখে বাক্য নাহি সরে চক্ষে বহে পানি (১)।
জিজ্ঞাসেন তাহারে দেখিয়া সুরধুনী॥
রাজা বলে যা কহিল আমার গোচরে।
পুত্র হ'য়ে কেমনে তা কহিব মায়েরে॥
জাহ্নবী বলেন তার বুঝিয়াছি অর্থ।
রাজ ভোগে ঐরাবত হইয়াছে মত্ত॥
যদ্যপি আড়াই ঢেউ সহিতে সে পারে।
কও গিয়া সপ্ত রাত্রি রব তার ঘরে॥
এই কথা যখনে জানাল ভগীরথে।
গঙ্গার উত্তর পেয়ে ঐরাবত মাতে॥
উল্লাসে চলিল লেজ তুলিয়া আকাশে।
গাছ পাথর উড়ি যায় নাকের নিশ্বাসে॥
হুহুঙ্কার করি দাঁত মারয়ে পর্ব্বতে।
পর্ব্বত চিরিয়া পথ দিলেক মুহূর্ত্তে॥
ডাক ছাড়ি ঐরাবতে কয় হাসি হাসি।
পলাইওনা ওগো গঙ্গে ঢেউ দেও আসি॥
এক ঢেউ মারে গঙ্গা হস্তীর উপরে।
নাকে মুখে উঠে জল হাঁস ফাঁস করে॥

(১) পানি—জল।

আর এক ঢেউ এ তার বাহিরিত প্রাণ।
হস্তী বলে মাগো গঙ্গা কর পরিত্রাণ॥
মা বলিয়া হস্তী যদি দাঁতে নিল খড়।
আর ঢেউ রাখিলেন পর্ব্বত উপর॥
চলিলেক ঐরাবত পরাণ লইয়া।
দক্ষিণে চলিল রাজা গঙ্গাকে লইয়া॥
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
জহ্নুর নিকটে গঙ্গা মিলিল আসিয়া॥
লতায় পাতায় কৃত জহ্নু মুনির ঘর।
গঙ্গা স্রোতে ভাসি যায় দেখিতে দুষ্কর॥
মুনি বলে শুন কই রাজা ভগীরথ।
গঙ্গাকে নিবার আর না পাইলা পথ॥
মম ঘর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন মহত্ত্ব।
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহ ভগীরথ॥
আন গিয়া ব্রহ্মা মোর কি করিতে পারে।
গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গা রাখিনু উদরে॥
যোড় হাতে ভগীরথে করয়ে স্তবন।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি ত্রিলোচন॥
তোমার মহিমা প্রভো! জানে কোন জন।
মনুষ্য হইয়া কিবা করিব স্তবন॥
কপিল মুনির শাপে পিতৃলোক যত।
ভস্ম হয়ে রহিয়াছে না হইল মুক্ত॥

তোমার উদরে গঙ্গা হইল অবতার।
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্ধার॥
ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে বহুক্ষণ।
কৃপা করি কহিলেন জহ্নু তপোধন॥
মুখ দিয়া বাহির করিলে গঙ্গা জলে।
উচ্ছিষ্ট বলিয়া তারে ঘোষিবে সকলে॥
এ বলি দক্ষিণ জানু চিরিলেন মুনি।
জানু দিয়া বাহির হইলেন সুরধুনী॥
ছিলেন কিঞ্চিৎ কাল জহ্নুর উদরে।
জাহ্নবী বলিয়া নাম হইল সংহারে॥
আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
পাছে পাছে যান গঙ্গা মকরে চড়িয়া॥
গঙ্গা বলে ভগীরথ কহ শুনি তাই।
কোথা তোমার পিতৃলোকের ভস্ম করা ছাই॥
ভগীরথ বলে মাগো, নিশ্চয় না জানি।
এই স্থানে আছয়ে হেন মনে অনুমানি॥
এ কথা গঙ্গাকে রাজা যেই স্থলে বলে।
শতমুখী হয়ে গঙ্গা চলে সেই স্থলে॥
আছিল সগর বংশ ভস্ম রাশি হয়ে।
বৈকুণ্ঠে চলিল সবে গঙ্গাজল পেয়ে॥
হস্ত তুলি গঙ্গাদেবী রাজারে দেখায়।
এই তোমার পিতৃলোক স্বর্গবাসে যায়॥

পিতৃলোক মুক্ত দেখি রাজা ভগীরথে ।
গঙ্গাকে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে ॥
স্থানে স্থানে তীর্থালয় ঠাঁই ঠাঁই নাম ।
শতমুখী হয়ে গিয়া করিলা বিশ্রাম ॥
দক্ষিণে গঙ্গার নাম হলো ভাগীরথী ।
ভগীরথের পিতৃলোক যথা হৈল মুক্তি ॥
আর মুখে স্বর্গে গেলেন আকাশবাহিনী ।
তথায় বাখানি তাঁর নাম মন্দাকিনী ॥
পশ্চিমে চলিয়া গেল করিয়া কামনা ।
যার পরশনে জন্ম লইল যমুনা ॥
সূর্য্যের নন্দিনী সে যে ছায়া গর্ভজাত ।
তাতে বিপরীত শুন ঘটিল দৈবাত ॥
ইন্দ্রসুত জয়ন্তেতে পরিণয় হ'তে ।
তপলোকে নামিয়াছে তপস্যা করিতে ॥
ধ্যানে মগ্ন আছে কন্যা নাহিক অন্যথা ।
বৃহদ্দন্ত মুনি আসি জিজ্ঞাসিছে বার্ত্তা ॥
কার কন্যা কিবা নাম উত্তর না দিল ।
পাষাণ হইতে তারে মুনি যে শাপিল ॥
চেতন পাইয়া কন্যা ধরে তাঁর পায় ।
উপায় বলিল মুনি শাপান্তের দায় ॥
কত দিন এই মতে থাকে এই স্থানে ।
মুক্ত হয়ে নদী হবে গঙ্গা পরশনে ॥

গঙ্গা হতে যমুনার পুনঃ হ'ল জন্ম।
কন্যা ভাবে আজ্ঞা কইলেন বুঝিতার মর্ম্ম ॥
গঙ্গাকে প্রণাম করি সেই চন্দ্রমুখী।
পশ্চিমেতে চলিল অলকা ডাইনে রাখি ॥
ইন্দ্রপুরী ডাইনে রাখি চলিছে অলকা।
মহাবেগে তরঙ্গেতে সাগরে পায় দেখা ॥
স্বর্গ হ'তে নামি গঙ্গা তিনপথে গতি।
মন্দাকিনী অলকা দক্ষিণে ভাগীরথী ॥
তিন পথে চলি গেলা এই তিন নাম।
মধ্যে হ'ল গঙ্গাকুণ্ড সিদ্ধি মনস্কাম ॥
সেই তিথি যোগে তথা দেবতার তীর্থ।
সিদ্ধাগণে স্তব করে ভক্ত করে নৃত্য ॥
সেই তীর্থ সম আর নাহিক সংসারে।
ছায়ামূর্ত্তি ভগীরথ দাঁড়াইছে পারে ॥
সজীব সদৃশ সেই শঙ্খ হাতে লইয়া।
ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে দক্ষিণে চাহিয়া ॥
বিপরীত কেশ লোম উত্তরীয় গলে।
দূরে থাকি দৃষ্ট হয় কাছে ধান্ধা গেলে ॥
মর্ত্ত্যে হ'তে স্বর্গে যে'তে দেবসাঁকো তথা।
ধর্ম্মের রক্ষণ তথা বড় কঠিনতা ॥
হরিষে পার্ব্বতী ছাড়ালেন সেই ঘাট।
গঙ্গা বামে রাখিয়া চলিছে সব ঠাট ॥

ইহাকে শুনিয়া রাজা ব্যাস স্থানে পুছে ।
হরিঅঙ্গে গঙ্গা হ'য়ে যমুনা জন্মেছে ॥
সেই হ'তে মন্দাকিনী স্বর্গের ভিতর ।
নিকটে না ছিল জল সিন্ধু দিগন্তর ॥
স্বর্গপুরে বাস করে যতেক দেবতা ।
যখনে না ছিল গঙ্গা, জল পাইল কেথা ॥
মুনি বলে বড় কথা জিজ্ঞাসিছ শেষে ।
জল হ'তে স্থল হয়ে নৌকামত ভাসে ॥
স্বর্গের ঈশান কোণে বরুণের পুরী ।
সপ্ত সমুদ্রের তিনি হন অধিকারী ॥
সেই স্থানে জলকোঠা আছে অতি ভাল ।
ঊৰ্দ্ধে উঠিতেছে সপ্ত সমুদ্রের নাল ॥
সেই সে কর্ত্তার কর্ম্ম বড়ই বিস্ময় ।
জলে আর অনলেতে একসনে রয় ॥
সমুদ্রে বাড়বঅগ্নি তপ্ত করে জল ।
তেকারণে হইয়াছে মাধুর্য্য শীতল ॥
জল পে'লে অগ্নি নিবে না রহে জীবিত ।
সেই জল বেড়িয়া অগ্নির গতাগত ॥
একই শরীর যেন জলে আর প্রাণে ।
তেমতি একত্রে আছে জলহুতাশনে ॥
অন্যে অন্যে আছে কেহ কাহাতে না লাগে
একই অরণ্যে যেন ব্যাঘ্রে আর মৃগে ॥

সেই সুরে উঠে সপ্তসমুদ্রের মুখ।
তাহাতে বলহ স্বর্গে জলের কি দুঃখ॥
মেঘগণে জল নেয় সেই কোঠা হ'তে।
জগৎ পালিতে বৃষ্টি চালায় মরুতে।
এথেকে বরুণ বলি জলের ঈশ্বর।
সদায় যোগায় জল দেবের বাসর॥
যখনেতে যেই কার্য্য করে দেবগণ।
বরুণ স্মরণে জল হয় উৎপাদন॥
স্বর্গ হেঁটে (১) সরোবর মাধবী নদী আছে।
থাকিতে সমুদ্রজল তারে কেবা পুছে॥
এই মত কইনু আমি পুরাণের মতে।
পার্ব্বতীর গমন কথা শুন এক চিত্তে॥
গঙ্গার পুলিনে চলে করিয়া কৌতুক।
নিমিষে ছাড়ায়ে যায় যত তপোলোক॥
দুইকূলে বাস করে সিদ্ধ বিদ্যাধর।
স্থানে স্থানে তীর্থালয় অতি মনোহর॥

---

(১) হেঁটে—নিম্নে।

ভদ্রানন্দ উপাখ্যান।

রথের উপরে উড়ে সুন্দর পতাকা।
হিমালয় নগর সম্মুখে যায় দেখা॥
আচম্বিতে গণ্ডগোল হইল তথায়।
যমদূতগণে একপ্রাণী লয়ে যায়॥
দেখিয়া চণ্ডীর রথ ভয়যুক্ত হইয়া।
পথছাড়ি অরণ্যেতে যায় পলাইয়া॥
বিপত্তি করিয়া নেয় দেখি দয়া লাগে।
বারক্ষেত্রগণে কয় চণ্ডিকার আগে॥
ভবানী বলেন মোর মর্ত্ত্যে হ'লো গতি।
এ কালে যে মরে তার কৈলাসেতে স্থিতি॥
তাতে কেন প্রাণী ল'য়ে যায় যমপুরী।
ছাড়িয়া না দিও তারে শীঘ্র আন ধরি॥
তাহা শুনি ক্ষেত্রগণ রুষিল ত্বরিত।
পাপিসঙ্গে দূত আনে মায়ের বিদিত॥
ঘোর তাড়না পাইয়া করে ধড়পড়ি।
হাতপায় বান্ধিয়াছে দিয়া চর্ম্মদড়ি॥
সর্ব্বঅঙ্গ রক্তময় মুখে নাই রাও।
খণ্ড খণ্ড অঙ্গ হ'লো মুদ্গরের ঘাও॥

দেখিয়া চণ্ডিকাদেবী হইলা কুপিত।
ভয় পে'য়ে যমদূত হইল স্থকিত॥
বুঝিয়া চণ্ডীর মন বারক্ষেত্রগণ।
যমদূতে মারিয়া করিল বিড়ম্বন॥
কেশে ধরি টানে কেহ, কেহ দেয় ফাঁসি।
মানা কৈলা ঈষৎ ইঙ্গিতে দেবী হাসি॥
দূতডাকি ভগবতী জিজ্ঞাসেন বার্ত্তা।
কহ শুনি কেন কৈলা এর এ অবস্থা॥
করযোড়ে দূত বলে মোর দোষ নাই।
শঙ্করে বিষয় দিছেন শমনের ঠাঁই॥
তাঁর আজ্ঞায় ভ্রমি আমি দিগ দিগন্তর।
পাপী পে'লে নিয়া দেই যমের গোচর॥
দেখিনু মগধপুরে ইহার বসতি।
চিত্রগুপ্ত তার পাপ লেখে দিবা রাতি॥
ভদ্রানন্দ নাম তার সর্ব্বলোকে কয়।
আয়ু শেষ হইয়াছে নেই যমালয়॥
তাহা শুনি দেবী বড় কুপিত হইয়া।
চিত্রগুপ্তে ডাকি আন চাহি জিজ্ঞাসিয়া॥
ধে'য়ে গেল এক দূত জানাইতে বার্ত্তা।
প্রান্তরেতে ঘটিয়াছে যে সব অবস্থা॥

গীত মালসী।

আমার মনোবাঞ্ছা না পূরণে, মনের দুঃখ রইল মনে।
তুমি মর্ত্ত্যলোকে যাবে, আনন্দিত সবে,
আমারে নেয় কালশমনে॥
যমের দূতে বান্ধিছে হাতে, মূষল মুদ্গরে হানে,
তাতে রক্ত বয়, বিষে তনু দয়, এ যন্ত্রণা সয়না প্রাণে॥
মনে ছিল সাধ, খাইব প্রসাদ, মা যাবে সপ্তমী দিনে,
মনে এই ছিল মা, দেখিব প্রতিমা, গন্ধ পুষ্প দিব শ্রীচরণে
জগন্নাথ হীন, বৃথা যায় দিন, শমনে বান্ধিছে গলে,
যখন যমরায়, প্রাণী লয়ে যায়, না দেখি উপায় তুমি বিনে

তাহা শুনি চিত্রগুপ্ত হইল স্থকিত।
আয়ুপত্র সঙ্গে আসি হ'ল উপস্থিত॥
চণ্ডী বলে চিত্রগুপ্ত কহ শুনি তাই।
সপ্তমীতে মৃত্যু হ'ল যাবে কোন ঠাঁই॥
সকলে শুনেছ আমি যাই মর্ত্ত্যলোকে।
কামনা করিয়া লোকে রয়েছে কৌতুকে॥
কেহবা করিবে পূজা কেহ লবে নাম।
ভক্তজনে পুরাইবে নিজ মনস্কাম॥
কেহ পুষ্পদূর্ব্বা মোরে দিবে নানাবর্ণে।
কেহবা নামের ধ্বনি শুনিবেক কর্ণে॥
সন্তোষিতে ভক্তলোকে করি রাগ রঙ্গ।
হেন মহা উৎসবেতে যম দিল ভঙ্গ॥

স্বরগে থাকিতে যদি হতো বিদ্যমান।
সাক্ষাৎ যমেরে আমি দিতেম অপমান॥
মর্ত্ত্যলোকে যমদূত না যাও সর্ব্বথা।
শুনিলে অবশ্য তার মুড়াইতাম মাথা॥
তখনে করিল আজ্ঞা চিত্রগুপ্তের ঠাঁই।
এ প্রাণীর দোষগুণ বিচার কর চাই॥
তাহা শুনি চিত্রগুপ্ত কহে খাতা দেখি।
শঙ্কাবাসি কৈতে মাগো, যত পাপ লেখি
অমায়া পুরুষ এ যে পাষণ্ড দুর্জ্জন।
চুরি ডাকাতি করি নি'ছে পরধন॥
অসত্যেতে দিব্য করি মিথ্যা সাক্ষ্য দি'ছে
জ্ঞাতি ব্রহ্ম হিংসা করি সীমানা হরেছে॥
স্বপ্নেও না জানে মাগো, ধর্ম্ম বলে কারে
স্ত্রী বিনে জীবন কাটাইছে পরদারে॥
তাহা শুনি হাসি বলে হিমালয়ের ঝি।
সমস্ত পাতক লিখ পুণ্য লিখ কি॥
চিত্রগুপ্ত বলে পুণ্য করিল কিঞ্চিৎ।
নিবেদন করি মাগো, তাতে দিও চিত॥
আপনি যাইবেন মর্ত্ত্যে এই কথা শুনি।
আরম্ভ করিছে পূজা যত লোক ধনী॥
এ পাপী নির্ধন ছিল তার আশ পাশ।
দেখিতে তোমার পূজা কৈল অভিলাষ॥

উল্লাসিত মনে সে যে করেছিল সাধ।
নানা মিষ্ট উপহারে খাইবে প্রসাদ ॥
নানা দ্রব্য আনিবে যে তার নাই সীমা।
রাগ রঙ্গ নৃত্য গীত দেখিবে প্রতিমা ॥
এই যে ভরসা মাত্র করেছিল চিতে।
আয়ুশেষ পাইয়া আনিছে যমদূতে ॥
এই পুণ্য হ'তে যদি পাপ হয় ক্ষয়।
আপনি জননী বুঝ উচিত যা হয় ॥
চণ্ডী বলে মহাপুণ্য কৈল উপার্জ্জন।
এত দুঃখ দিলা তারে কিসের কারণ ॥
সপ্তমী আদি দশমী এ চারি দিবসে।
মহাপাপী মরিলেও যাইবে কৈলাসে ॥
ইহাতে নাহিক কিছু যম অধিকার।
যদি যমে নিতে চায় শাস্তি দিব তার ॥

গীত মালসী।

দূত, তোর সনে আর যাব নারে,
যাই যাব মায়ের কাছে যাব।
যার মা তারা ব্রহ্মময়ী, তার সুতে কি অন্তে নিবে।
যম রাজা তোর ছেলে ধরা, কোথায় ছিলরে
পাষণ্ড চোরা (দূত হে), মায়ের কাছে যেয়ে
বল্লে পরে, নন্দী এসে বেন্ধে নিবে ॥

মায়ের নামে ডঙ্কা মারি, কাল কাটাব খুসী করি,
(দূত হে) মায়ের কাছে যেয়ে, চরণ পেয়ে,
কালের উপর কাল হইব ॥
বল যে'য়ে তোর যমরাজাকে, (সে যে)
চুপ করে সাবধানে থাকে (দূত হে),
মায়ের কাছে যেয়ে, হুকুম পেয়ে,
ভাল মতে শাস্তি দিব ॥
বলে মুক্তারাম নাগে, যা থাকে যার কর্ম্ম ভাগে
(দূত হে), মায়ের হুজুর দ্বারে তলব হ'লে,
ইচ্ছা যেমন তাই করিব ॥

এতেক বলিয়া দেবী দয়া কল্লেন তারে।
কৈলাসে লইয়া গেল শিবের কিঙ্করে ॥
তনয় সন্তোষে রইল জননীর সুখ।
অপরাধ ক্ষমি তারে নিলা স্বর্গলোক ॥
পাপ না করেও কেহ যে'তে নারে সারি।
করিয়া অঘোর পাপ কেহ যায় তরি ॥
তপস্যা করেও কেহ না পায় তাঁর দেখা।
অজপা জপিয়া পায় যার কর্ম্মে লেখা ॥
স্থির হ'য়ে এক স্থানে না করেন স্থিতি।
এক ভাঙ্গি আর স্থানে করেন বসতি ॥
এই মত কইনু আমি পাপীর কৌতুক।
অপরাধ ক্ষমি তারে নিলা স্বর্গলোক ॥

শুনিলা ভকতগণ তাঁহার সন্ধান।
ছায়া বাজি প্রায় যেন ভাঁড়াল অজ্ঞান ॥
এ সকল যত গুণ, সব তাঁর মায়া।
ছিঁড়িল যমের তন্ত্র পড়ি রইল কায়া ॥
কেবা যম কেবা প্রাণী কেবা কারে বান্ধে।
কায়াতে থাকিলে মায়া ব্যথা পে'য়ে কান্দে ॥
ইহাতে সর্ব্বথা তুমি জে'ন পুনঃপুনঃ।
জীবিত থাকিতে ভোগে যত দোষ গুণ ॥
মৃত্যু হ'লে মহাবায়ু শূন্যেতে মিশায়।
নিঃশব্দে গরাসে শব্দ কেবা তারে পায় ॥
দেখিলে অনেক পন্থ হারা হয় দিশ।
বুঝ দেখি চিত্তেতে করিয়া পরামিশ ॥
এতেকে জনিবা তিনি বড়ই চঞ্চলা।
হরিষে বাপের দেশে করিছেন মেলা ॥
হেনকালে স্মরণ পড়িল নরলোক।
ইঙ্গিতে বুঝিলা মর্ত্ত্যে লোকে পায় দুঃখ ॥
ইহারে জানিয়া দেবী ভাবিয়া পশ্চাৎ।
কনক কোঠায় তবে দিলা বাম হাত ॥
ধনধান্য কিছু দুই অঙ্গুলীতে করি।
যাচিয়া সখীর হস্তে দিলা যত্ন করি ॥
মর্ত্ত্যলোক প্রতি তারে ফেলিল মেলিয়া।
তাহাতে অদৈন্য হলো সংসার ভরিয়া ॥

দেবীর হিমালয়ে অবতরণ।

হরিষ হইয়া দেবী চলিলেন ঠাটে।
পাইলা হিমালের লোক পুরীর নিকটে॥
দুইসৈন্যে মিশামিশি হ'য়ে করে নৃত্য।
রাজ্যের দ্বারেতে আসি হইলা উপস্থিত॥
নারীতে পুরুষে তাঁরে দেখে আঁখিভরি।
দণ্ডবৎ হইল সবে ভূমিতলে পড়ি॥
জোকার (১) মঙ্গল গীত নানা বাদ্য বাজে।
প্রবেশ করিলা দেবী অন্তঃপুরী মাঝে॥
পায়েতে চলিলা তবে ছাড়িয়া বাহন।
দুপাশে মঙ্গল ঘট করি দরশন॥

---

(১) জোকার—হুলুধ্বনি।

সপ্তমীর আগমনী।

বিংশতি আশ্বিনে গৌরী আইলা বাপের দেশে,
শুভক্ষণে লগ্ন করি মন্দিরে প্রবেশে।
মূলা নক্ষত্রেতে হ'ল বড়ই অদ্ভুত,
সপ্তমীতে সিদ্ধিযোগ বারে চন্দ্রসুত।
আসিতে আসিতে হ'ল দেড়প্রহর বেলা,
শুভক্ষণে বসে পাটে লগ্ন হলো তূলা।
কার্ত্তিক গণেশ দুই বসিলেন পাশে,
পুরবাসী নারীলোক দেখিবারে আসে।
চামর লইয়া হস্তে কেহ করে বাও,
হেন কালে সাক্ষাতে আসিলা বাপ মাও।

গীত মালসী।

জয় জয় ধ্বনি হ'ল হিমালয়ের পুরীতে।
গৌরী আইল, শব্দ হইল লোক ধাইল দেখিতে॥
বার্ত্তা শুনি গিরিরাণী, বাহির হ'ল ত্বরিতে।
দীপ হস্তে, অতি ব্যস্তে, ধান্য দূর্ব্বা সহিতে॥
ডাইনে বামে প্রদক্ষিণ, ভ্রমায়ে চতুর্ভিতে।
জয়জোকারে অর্ঘ দিল, ধান্য দূর্ব্বা শিরেতে॥
বাহুমেলি, কোলে তুলি, চুম্বিল কপালেতে।
প্রিয়বাণী, বলে রাণী, গৌরী লয়ে কোলেতে॥

ধনধান্য কিছু মাত্র নাই গো, শিবের গৃহেতে।
কি মতে বঞ্চ গো উমা, দুটি নাতি সঙ্গেতে॥
জন্মিয়াছ রাজকুলে, রইতে সুখ ভোগেতে।
কি মতে বঞ্চ গো উমা, দীন ভিখারীর গৃহেতে॥
কথার দোসর নাই গো, জামাই থাকে ভিক্ষাতে।
দিনান্তরে আসে ঘরে, কি দিয়া যায় গো খাইতে॥
ক্ষুধা হ'লে দুঃখ পে'লে খাবার কি পাইতে॥
কে আছে তোর, সকলেই পর, কে দিত গো খাইতে
পরের বেদন, পরে কখন, বুঝে কি গো কথাতে।
ক্ষুধা ত্রাসে ছাড় শ্বাস, ভাস চোকের জলেতে॥
শঙ্কর বলে, অন্তকালে শিব দুর্গা জপিতে।
যায় যেন মম প্রাণ, এই বাসনা মনেতে॥

জনক জননীর পদে কৈল নমস্কার।
আশীর্ব্বাদ করিলেক অনেক প্রকার॥
মেনকা হিমাল'রাণী, করি অতিযত্ন।
নিছিয়া ফেলিল তাঁরে সহস্রেকরত্ন।
ঘৃতকাঞ্চন দীপ লয়ে বামহাতে,
ধান্য দূর্ব্বা রাশি রাশি রাখিলা শিরেতে।
নিছিয়া লইল তাঁর ও চাঁদ বদন,
উরে কাছাইয়া কৈল ললাটে চুম্বন।
পাছে দু'নাতিরে রাণী কইল এই রীত,
গণেশেরে দেখি রাণী হাসিলা কিঞ্চিৎ।

ততক্ষণে শান্ত হ'ল, মেনকার মন,
ডাকিয়া আদেশ কৈল যত সখীগণ।
তাম্রকুণ্ড আগে করি পঞ্চঝারি জলে,
সখীগণে ধরি তাঁর চরণ পাখালে।
তুলিল চরণ জল মুছি শুদ্ধ নেতে,
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রইল সখী শতে শতে।
কার্ত্তিক গণেশ তবে পাখালি চরণ,
মনঃস্নান করিয়া করেন আচমন।
শ্রমশান্তি করি দেবী বসিলা হরিষে,
কার্ত্তিক গণেশ দুই বসে তাঁর পাশে।
মেনকা করিছে আজ্ঞা চণ্ডী বিদ্যমান,
শ্রম পেয়ে আসিয়াছ কর জলপান।
জামাতা রহিল কোথা, ঘরে আইলা মাও,
বচন না রাখ যদি মোর মাথা খাও।
তাঁরে সম্বোধিয়া তবে কহিলা চণ্ডিকা,
বিলম্ব মু'র্ত্তেক কর শিবের অপেক্ষা।
ভক্ষ্য দ্রব্য আদি যত পূজার আরম্ভ,
শিবের অপেক্ষা চাহি করিবা বিলম্ব।
সে রাজ্যেতে বাস করে যত নারীলোক,
বালবৃদ্ধযুবা আইল দেখিতে কৌতুক।
রাজকন্যা প্রজাকন্যা মুনিকন্যা সনে,
শিশুকালের সখিগণ খেলা রসমনে।

কেহ দণ্ডবৎ কইল কেহ গলাগলি,
তুষ্ট কইল তা সবারে অঙ্গে অঙ্গে মিলি।
চারিদিকে নারীগণ বসিল তথায়,
কার্য্যছাড়ি মেনকা গৌরীর মুখ চায়।
যাহাকে পরশ কৈল তার স্বর্গে গতি,
সংসারে ডুবিয়া রইলাম আমি পাপমতি।
নাগ মুক্তারামে কহে মেনকা প্রসঙ্গ,
মোর ঘরে চান্দের হাট দেখি লও রঙ্গ।

গীত মালসী।

চল যাই, মায়ের কাছে বসি।
আমার ঘরে উদয় শশী॥
আঁখির পলকে ভুবন ভুলায়ে ঈষৎ ইঙ্গিতে হাসি॥
মাণিক্য রতনে, পরিয়া যতনে, উজ্জলিত চিত্ত তুষি ;
বদন হেরিয়া মোর মন মোহিত, কোটী অনঙ্গ যায়ে াসি।
তরুণ অরুণ, দেখিয়া দারুণ, লাজে কাজে মজে তেজ নাশি,
নিশিপতি এখন মন্দ, আদর আমার গৌরী ঘরে আসি॥
অরুণ নয়ন, কমল বয়ান, চন্দ্রচ্ছটা ঘটা রাশি রাশি,
বরুণ কিরণে প্রকাশ ভুবনে অভেদ কৈল দিবানিশি॥
দেখে তাকে লোক, যাবে মন দুঃখ,
সুধাসিন্ধুবিন্দু অন্তরে পশি,
নাগ মুক্তারামে কয় এই নিবেদন
ভবভীতে মাগো আমি ত্রাসি॥

দিশা—মা বিনে কে করিবে ভবসিন্ধু পার।
ও রাঙ্গা চরণ বিনা গতি নাহি আর॥
পদ—বুঝিয়া না বুঝ মন জঞ্জালে গেল কাল।
পরকাল না চিন্তিলা ছিঁড়ি মায়া জাল॥
রাজার আদেশ পে'য়ে যত দ্রব্যজাত।
রচনা সামগ্রী সব আনিল সাক্ষাৎ॥
মন্দিরের চারিভিতে রাখে সারি সারি।
অতিমিষ্ট ফলগুলা কত কইতে পারি॥
চাম্পা সবরী আর মর্ত্তমাইন কলা।
আম্র কাঁটাল আর যত সব ফলা॥
ঝোঁকা সহ বান্ধি রাখে ঝুনা নারিকেল।
নারেঙ্গ কমলা আদি সুপক্ক শ্রীফল॥
পাকাতাল কুশিয়ারি মৃণালের লতা।
করঞ্জা বদরি আর পুরাণ চালিতা॥
অমৃতের ফল রাখে লক্ষ যার মূল।
আনারস দড়িম্ব রাখে যত ফল মূল॥
সিঙ্গরা মাখনা রাখে কমলের চাকি।
শীতল সাপলা রাখে সুগন্ধি সালুকী॥
মন পবন রাখে সফরিয়া আম।
আর যত মিষ্ট রাখে কত কব নাম॥
চিনি ননী ক্ষীর মধু আন পারে পার।
যতনে বন্ধিয়া রাখে অমৃতের ভার॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু পাকা ইক্ষু রস।
রতন শকট ভরি গোটা আট দশ॥
ক্ষীরা পাতি লাড্ডু রাখে তিলুয়া মধুর।
জিলাপি বাতাসা আর লাড়ু মতিচুর॥
ফেণী মুণ্ডা মনোহরা শর্করা নির্ম্মল।
নারিকেলে বানাইয়েছে লাড়ু গঙ্গাজল॥
যত জাতি লাড়ু রাখে কব আমি কত।
সারি সারি পার্ব্বতীয় ফল নামে যত॥
কর্পূর তাম্বুল রাখে রাঙ্গি ছড়া গুয়া।
যুতি যাতি ফল রাখে চন্দন আর চুয়া॥
সিঁদূর কাজল রাখে ক্ষুদ্র বাটা ভরি।
লবঙ্গ এলাচি আর কুঙ্কুম কস্তুরী॥
শুদ্ধ বিন্নি খৈ খাসা রাখিল প্রচুর।
আদা লবণ সঙ্গে নানান অঙ্কুর॥
ডাবর ভৃঙ্গার ঘুইল গোটা সাত আট।
হরিতকী আদি করি আর দন্তকাঠ॥
মন্দিরের চারি পাশে সারি সারি বান্ধে।
ভূমি হ'তে উঁচু করি নিয়ারের ছান্দে॥
পাক দণ্ডে কিছু রাখে কিছু ত্রিপদীতে।
অগ্রভাগে রাখিলেক পূজাকালে দিতে॥
নানা পুষ্প হার গাঁথি রাখিলেন তাতে।
মধুপানে মত্ত হ'য়ে অলি ঘুরে যতে॥

ইহাকে দেখিয়া দেবীর হরিষ হৃদয়।
হিমাল’ মেনকা বলে করিয়া বিনয়॥
রচনার দ্রব্য মাগো, থুইনু সারি সারি।
যখনে যা ইচ্ছা হয় খাবে শ্রদ্ধা করি॥
আমার মাথার দিব্য যদি কর হেলা।
এতবলি হিমাল’ রাজা তথা হ’তে গেলা॥

দেবগণের আগমন।

রচনা বান্ধিয়া তাঁরা হ’ল অবসর।
ব্রহ্মাবিষ্ণু দেব সঙ্গে আসিল শঙ্কর॥
রাজ্যের বাহিরে হইল বড়ই কৌতুক।
দেখিবারে ধাইলেক রাজ্যে যত লোক॥
কম্পবান দশদিক্ শব্দে তোল পাড়ে।
অনুবর্জ্জি (১) আনিবারে হিমাল’ আগুসারে॥
তাঁর সঙ্গে ধাইলেক যত প্রজাগণ।
রাজ্যদ্বারে পাইলেন বিষ্ণু দরশন॥
গরুড়বাহন হরি পীতাম্বর গায়।
অষ্টতাল পঞ্চরাগ সিদ্ধাগণে গায়॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ মণি হৃদয়ে শোভিত।

---

(১) অনুবর্জ্জি—অভ্যর্থনা করিয়া (প্রাদেশিক ?)

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম করে বিরাজিত ॥
ভুবনমোহন রূপ সাক্ষাতে দেখিয়া।
প্রণাম করিল গিরি অঙ্গপুলকিয়া ॥
তখন দেবতাগণে করে পুষ্পবৃষ্টি।
তবে গিরি করিলেন ব্রহ্মা প্রতি দৃষ্টি ॥
রতনে ভূষিত তনু চড়ি হংসরথে।
দিব্য পট্টাম্বর গায় কমণ্ডলু হাতে ॥
একান্ত অন্তরে করে মনোগত ধ্যান।
প্রণাম করিয়া গিরি রহে বিদ্যমান ॥
ব্রহ্মায় সাদরে তাঁর করিলা সন্তোষ।
ভক্তিতে হিমাল'রাজা কইলা পরিতোষ ॥
তখনে শিবের রথ হ'ল উপস্থিত।
চণ্ডিকা জানিবে ভাবি অন্তরে লজ্জিত ॥

গীত মালসী।

হর গঙ্গাধর আইলা, (বাজে) টুন্নুরু টুন্নুরু বাজিছে ঘণ্টা, বসুয়ার কণ্ঠ মালা।
শিঙ্গা বাজে ডম্বুর বাজে নুপূর বাজে ভালা,
সর্পে করিছে ফুঁফূর ফুঁফূর উগারে গরলজ্বালা ॥
পঞ্চমুখে গান করে ভালে শশিকলা,
শিব দোলে বসুয়ায় হিলে চৌদিকে ভৈরবী মেলা ॥
শিরোপরে সুরধুনী গঙ্গা তরঙ্গিনী মেলা,
ডুম্বুরা করিছে ভবভম্ ভবভম্ ভম্ ভম্ ভম্ ভোলা ॥
নাগ মুক্তারামে বলে ঘরে আইল ভোলা,

অনলে গরলে শ্রবিত হয় চামরে চুমরে ঢোলা॥
শ্বশুর দেখিয়া শিব আগে আ'সে ধাইয়া।
শিঙ্গা ডুম্বুরু বাজায় ক্ষণে ক্ষণে রইয়া॥
বৃষপৃষ্ঠে বসিয়াছে গলে হাড়ের মালা।
শিরে গঙ্গা শোভে ভালে জ্বলে শশিকলা॥
গলায় হাড়ের মালা সর্পে ধরে ফণা।
চতুর্দ্দিকে বসিয়াছে যত ভূতগণা॥
নেতের কৌপীন পরে বাঘাম্বর গায়।
পঞ্চমুখে অবিরত ভৈরবী গুণ গায়॥
বিভূতি ভস্মের গুঁড়া শ্রীঅঙ্গে ভূষিত।
বৃষ হ'তে আচম্বিতে নামিলা ত্বরিত॥
প্রণাম করিলা শিব শ্বশুর উদ্দেশে।
হিমালে গৌরব তাঁরে ক'রিল বিশেষে॥
চণ্ডিকার মন্দিরের উত্তরে দিব্যস্থান।
তিনটি প্রকোষ্ঠ তাতে আছয়ে নির্ম্মাণ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর নিয়া গেলা তথা।
চরণ পাখালি সব বসিছে দেবতা॥
দক্ষিণে বসিলা বিষ্ণু বামে প্রজাপতি।
সম্মুখে কিঙ্করগণ মধ্যে পশুপতি॥
যতেক বাহনবর্গ বসে চারিপাশে।
রঙ্গ দেখে মুনিগণে মনের উল্লাসে॥
হেনকালে নারদেরে দেখি সেই স্থানে।

শঙ্কর কহিতে লাগে তাঁর বিদ্যমানে ॥
আমার প্রণাম কহ শ্বাশুরীর স্থানে।
আমি যে এসেছি, ইহা চণ্ডী যেন না শুনে ॥
তুমি আমি ভিন্ন নাহি জানে অন্য জনা।
চপল চরিত্র দেখি আগে কৈনু মানা ॥
নারদ মুনি বলে কহিয়াছ বুঝায়ে বিষয়।
গুপ্তকথা ব্যক্ত কবে আমা হতে হয় ?
নিষেধিলা চণ্ডীস্থানে না জানাব বার্ত্তা।
গহিনে ডুবিছে শব্দ জানিবা সর্ব্বথা ॥
সেইক্ষণে বার্ত্তা দিল না করিল ক্ষমা।
ভূতগণ সঙ্গে করি এসেছেন 'মামা' ॥
তবে গিয়া বার্ত্তা দিল মেনকার ঠাঁই।
দেবগণ সঙ্গে করি আসিছে জামাই ॥
শুনিয়া মেনকা হইল আনন্দে বিভোল।
সুগন্ধ চন্দন দিল কর্পূর তাম্বূল ॥
ভরিয়া রত্নের বাটা ধান্য দূর্ব্বা সনে।
দূতগণে নিয়া দিল শিব বিদ্যমানে ॥
মেনকা চলিলা পুনঃ জামাই দেখিবার।
যত নারী সঙ্গে চলে সংখ্যা নাই তার ॥
অন্তরে থাকিয়া দৃষ্টি করিলা কিঞ্চিৎ।
দেখিয়া দেবের সভা বড় হরষিত ॥
ব্রহ্মাবিষ্ণু দুই দেবে করিলা প্রণাম।

সাফল্য মানিলা রাণী সিদ্ধমনস্কাম ॥
অমৃতে করিল স্নান আজি শুভ দশা।
আসিয়া চণ্ডীরে বড় করিলা প্রশংসা ॥
দেখাইলা চাঁদের হাট তুমি ঘরে আসি।
ধন্যরে শরৎ ঋতু তোমাকে প্রশংসী ॥
ধন্যরে আশ্বিন মাস সপ্তমী শুভ তিথি।
যার অধিকারে আমি দেখিনু পার্ব্বতী ॥
রাম নারায়ণ সুত মুক্তারাম নাগে।
কলিভব তরিবারে অভয় পদ মাগে॥

গীত মালসী।

শরতের সপ্তমীতে আসিলা ভবানী।
তোমার লাগি মা ও বাপ, পাইল অন্তরে তাপ,
এখনে ভুবন প্রকাশিলা ॥
শুভক্ষণে মর্ত্ত্যে স্থিতি, সঙ্গে সিদ্ধা গণপতি,
শিখিধ্বজ সহিতে তাঁহার,
ভালে উজ্জ্বল শশী, পঞ্চ বয়ানে হাসি,
মহাদেব হ'ল বিদ্যমান ॥
মেষ মৈষ ঘৃত রাশি, যাহা দিয়া তোমা তুষি,
এ সকল জামায়ে না খায়,
কপটমূরতি বুড়া, শ্রদ্ধা করে ভাঙ্গের গুড়া,
বসুয়া বলদে তৃণ চায় ॥
মেনকা বলে গৌরী ঝি, এক্ষণে করিব কি,

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এক ঠাঁই,
যজ্ঞে তুমি ব্রহ্মার মন, উপভোগে নারায়ণ,
বিষলাড়ু বিচারি (১) না পাই ॥
নন্দী ভিরিঙ্গী সঙ্গে, জয়া বিজয়া রঙ্গে,
সুর নরে দিবে জল ফুল
নাগ মুক্তারামে কয়, বিষম জঞ্জাল ভয়,
বারেক হওগো, অনুকূল ॥

গীত মালসী।

মা ভাল কর, বিষম কলির ভব।
না লইনু তোমার নাম, না করিনু পুণ্য কাম,
জীবন জঞ্জাল মিছা সব ॥
ভাবিয়া তোমার পদ, আছিল মনের সাধ,
ঠেকিয়া দারুণ মায়া জালে,
দিনে দিনে হ'ল হীন, জীবন আর কতদিন,
না জানি কি হয় অন্তকালে ॥
সুখ সম্পদ জয়, তোমা হতে সব হয়,
ভাবিয়া বুঝিনু নিজ মনে,
সেবকেরে দয়া কর, মাও বিনে কেবা আর,
আমি বা বঞ্চিত তাতে কেনে ॥
চিন্তিতে চঞ্চল আঁখি, পলকে শঙ্কট দেখি,

শমন দারুণ কাল পাছে ;

(১) বিচারি—অন্বেষণ করিয়া।

আমি বড় অপরাধী, বিপাকে ঠেকালো বিধি,
তোমাতে গোচর সব আছে ॥
গজমুণ্ডে জন্ম নাম, তাহার পরেতে রাম,
ভণে সেই ফণী গো পদ্ধতি,
মিনতি করিয়া কর, না যায় মনের ভয়,
উপায় বল হবে কোন গতি ॥

সপ্তমী পূজা।

দিশা—তোরা দেখি যা গো রইয়া।
যশোদায় ননী দেয় চাঁদ মুখ চাইয়া ॥
পদ—হেনকালে আদেশ করিল গিরিবর।
অবিলম্বে কর পূজা বিলম্ব না কর ॥
পুরোহিত মুনিগণ আর কর্ম্মচারী।
স্নান করি পরিলেন ধুতি ও উত্তরী ॥
তাম্রকুণ্ডে তণ্ডুল পাখালি গঙ্গাজলে।
রত্ন পাত্রে কিছু থুইল কিছু পদ্মদলে ॥
একেকে সহস্র ভোগ করিল নির্ম্মাণ।
এক পাত্রে এক ভোগ মণ পরিমাণ ॥
সেই পরিমাণে জল মিষ্টউপহার।

চিনি ননী কলা গুড় অনেক প্রকার ॥
দধি দুগ্ধ আদি করি আর নারিকেল।
নারেঙ্গ কমলা আর সুপক্ক শ্রীফল ॥
শর্করা সন্দেশ দিয়া করিছে প্রচণ্ড।
বিচিত্র অঙ্কুর তাতে ইক্ষু খণ্ড খণ্ড ॥
কর্পূর তাম্বূল দিল রত্নবাটা ভরি।
যত সব দেবভোগ রাখে সারি সারি ॥
মিষ্টউপহার দিয়া সেই পরিমাণে।
প্রথমে গণেশের ভোগ রাখিল দক্ষিণে ॥
এই মত কৈল যত নৈবেদ্যের ঠাট।
শতে শতে মুনিগণে করে চণ্ডীপাঠ ॥
সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া জ্বলয়ে আগর।
আমোদিত গন্ধবহ বহে দিগন্তর ॥
যন্ত্রিগণে যন্ত্র বায় গন্ধর্ব্বে কীর্ত্তন।
পূজা হেতু বসিলেন যত মুনিগণ ॥
শঙ্খ ঘণ্টা কাঁস বাজে সংখ্যা নাহি তার।
নগরী নাগরগিণে মঙ্গলজোকার ॥
অবিলম্বে বরণ পরিয়া মুনিগণ।
সর্ব্বারম্ভে করিলেন স্বস্তি স্তবাচন ॥
প্রথমে প্রলয় অংশ পূজে গণপতি।
চন্দন সিঁদুর দিয়া পুষ্প নানাজাতি ॥
অর্ঘ্য দূর্ব্বা আচমনী আর বিল্বদল।

একে একে সমর্পয়ে দিয়া গঙ্গাজল ॥
তার শেষে পূজিলেক নবগ্রহ কাল ।
পঞ্চদেব পূজে আর দশ দিক্‌পাল ॥
দীপ ধূপ নৈবেদ্য শ্বেত পুষ্প দানে ।
বিষ্ণুকে করিল পূজা অতি ভক্তিমনে ॥
তার পরে মহাদেব লাগিল পূজিতে ।
দ্রোণ ধুতূরা দিয়া শ্রীফলের পাতে ॥
পূর্ণ পাত্রে সন্তুষ্ট করিয়া প্রজাপতি ।
একে একে তুষিলেক দেব যত ইতি ॥
জপে তপে সন্তুষ্ট করিয়া একে একে ।
করিতে দুর্গার পূজা বসেন কৌতুকে ॥
মনে মনে স্নান করি শুচি করি কায়া ।
গন্ধ স্পপু জল দিয়া পূজে মহামায়া ॥
পুনঃ আচমন করি করিলেক ভক্তি ।
রাঙ্গাপদে সমর্পিল পুষ্প যত ইতি ॥
জলপদ্ম স্থলপদ্ম পুষ্প শতদল ।
চন্দনে মণ্ডিত করি দিয়া গঙ্গাজল ॥
যুগলচরণে দিয়া করি নিবেদন ।
গন্ধপুষ্প জল দিয়া করিছে পূজন ॥
শ্বেতজবা রক্তজবা কুসুম অতসী
বিল্বদলে গঙ্গাজলে দেয় রাশি রাশি ॥
উরুপুষ্প কুণ্ডপুষ্প কাঞ্চন চম্পক ।

অঞ্জলি ভরিয়া দেয় মিশালে কনক ॥
কাল অকাল নাই পুষ্প যথোচিত।
চণ্ডী আগমনে সব হ'ল বিকশিত ॥
সেই সব পুষ্প গুলা লয়ে মনঃ সাধে।
স্তুতি করি মুনিগণে দেয় রাঙ্গাপদে ॥
অবিলম্বে এ সকল কর্ম্ম অবসানে।
বলিদান হেতু সব পশুগুলা আনে ॥
মৈষ মেষ ছাগ আদি না পারি কহিতে।
স্নান করাইয়া আনে গঙ্গাঘাট হ'তে ॥
চন্দন সিঁদূর দিয়া পুষ্প মালা পরি।
দেবীর সাক্ষাতে সব রাখে সারি সারি ॥
কেহ বা উৎসর্গ করে কেহ পূজে অসি।
চন্দন সিঁদূর দিয়া দূর্ব্বা ও তুলসী ॥
ছেদন করিতে বাহির হইলেক লোক।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে জয়ধ্বনি পরম কৌতুক ॥
খড়্গ ঘায়ে পশু সব হইল বিদার।
গঙ্গার বাহিনী চলে রুধিরের ধার ॥
অর্ঘ্যভাগ রুধির লইয়া রত্নথালে।
সুধামধ্যে রম্ভা দিল ঘৃতের মিশালে ॥
সারি সারি বসাইল দেবীর সম্মুখে।
সখী সঙ্গে পূজা খায় পরম কৌতুকে ॥
দ্বারেতে কপাট দিল অন্যে নাহি গতি।

যজ্ঞ হেতু আনিলেক দ্রব্য যত ইতি॥
কুণ্ড করি যজ্ঞ হোম করে পুরোহিতে।
সর্ব্বলোকে তুষিলেক প্রসাদ চরণামৃতে॥

দেবগণের বিশ্রাম।

শয়ন করিল দেবী আপন আসনে।
দেবগণে শয়ন করিল অন্যে অন্যে॥
খাইয়া সপ্তমী পূজা পরম কৌতুক।
নিদ্রা হ'তে জাগি দেবী পাখালিলা মুখ।

গীত মালসী।

গিরি পাইয়াছি আজি মোর হারাণ মণি,
মম ভবনে আইলা ত্রিলোচনী।
উমা আগমনে, আমার ভবনে, অভেদ দিবস রজনী॥
যিনি জলধর কবরী বাঁকা, সিঁন্দুর প্রভাত নলিনী সখা,
অলকা ঝলকে যেন স্থির সৌদামিনী।
অজপার ভরে, নাছে উড়ে পড়ে, নাসারে ঝাঙ্কুর ঝুলনী॥
কর্ণেতে কুণ্ডল তিমির হরা, অধরে বহিছে অমৃত ধারা,
বাণ যুগ্ম ভুজ কমল মৃণাল যিনি, তাহে শঙ্খ ছটা,
যেন ইন্দু ঘটা, চটকে চমকে দামিনী॥
ফণিশিরোমণি দুলাইছে গ্রীবা, তাতে হর ইন্দুবিন্দুশোভিছে
আভা॥
বাস দেশ পাশে কিঙ্কিণী সুনাদ শুনি, হার বিরাজিত,
সরোজ চরণে দেখ হে গিরি, হেম বঙ্কমলে রহিয়াছে জড়ি

তাল পত্র চিত্র বিচিত্র মুকুতা মণি, জগন্নাথে বলে
পূজনীয় কুলে পাইয়াছি অদ্বৈতমোহিনী ?
চপলা বিদ্যুত, ভুরু যুগে নব নাগিনী ॥

নাতি লয়ে মেনকার হাস্যপরিহাস।

হেনকালে হইলেক অপরাহ্ণ বেলা।
মেনকা আরম্ভ কল্লেন নাতি লয়ে খেলা ॥
হরিষে বসিয়া রাণী চণ্ডিকার পাশে।
দুই নাতি নিছিয়া লইল পরিহাসে ॥
সেনাপতি ষড়ানন বীর অনুপম।
রূপে বেশে কার্ত্তিকেরে করিল সম্ভ্রম ॥
হরিষে করিল দৃষ্টি গণেশের প্রতি।
ইঙ্গিত করিল রাণী দেখি খর্ব্ব মূর্ত্তি ॥
হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে চণ্ডিকার তথা।
তবে কেন হস্তিদন্ত বিপরীত মাথা ॥
দিব্য নাসিকা ভূমি পরশিছে শুণ্ডে।
কি কার্য্যে চন্দন সিঁন্দুর পরিয়াছে মুণ্ডে ॥
বৃথা পরাইছ তারে রত্ন অলঙ্কার।
শরীরে সামর্থ্য নাই ভুঁড়ী মাত্র সার ॥
জপে তপে ধ্যানে তাঁর বড়ই আভুটী।
ব্রহ্মাসম সিদ্ধা হেন দেখায় ভ্রূকুটী ॥
তাহাতে না দেখি আমি দেবতার চিন।

গলে পাশ দিয়া তাঁর মুখে দেও তৃণ ॥
উপহার নানা দ্রব্য তাঁরে দেই ব্র n ।
হস্তিমুখে পদ্মরুচি তারে পাবে কোথা ॥
চণ্ডিকা বলেন মাগো, না করিও হেলা ।
তারে উপহাস করি চন্দ্রে শাপ পাইলা ॥
তার কোপে ভয় পাইল দেবতা সকল ।
শুণ্ডাগ্রে শুষিয়াছিল সমুদ্রের জল ॥
স্মরণে বিপত্তি হরে সিদ্ধি বরদাতা ।
অনাদির অংশ সে যে মুখ্য দেবতা ॥
হস্তিমুখ দেখি তারে নিন্দা কর মায় ।
সর্ব্বদেবের আগে পূজা এই মুখে খায় ॥
তাহা শুনি মেনকা বলিছে পুনঃ পুনঃ ।
দেখিতে মর্কট প্রায় তাতে এত গুণ ॥
চপল পাগল নহে বয়সে আগল ।
অঙ্গ পরশিলে তার বুঝিতাম বল ॥
এতেক বলিয়া তাঁর নিকটেতে গেলা ।
কোলে করি নিতে চায় মনে করি হেলা ॥
মেনকার ইঙ্গিতে কুপিত গণপতি ।
অচল পর্ব্বত সম ভার হ'ল অতি ॥
নাড়িতে না নড়ে সে যে পর্ব্বতের মূল ।
বজ্রসম দৃঢ় লাগে এক আঙ্গুল ॥
বাহু যোগে ধরিয়া মেনকা দিল টান ।

নাড়িতে না পারে তারে তিল পরিমাণ ॥
থাকুক তুলিয়া তাঁরে লইবেক কোলে।
পদভরে ভূমি কাঁপে তবু নাহি হিলে ॥
প্রাণ শক্তি না পারিয়া কোনই সন্ধানে।
দুই হস্ত বাড়াইয়া দাঁতে ধরি টানে ॥
আচম্বিতে দাঁতের ঠেলা লাগে তাঁর গায়।
ধরণী পড়িয়া রাণী গড়াগড়ি যায় ॥
হাসেন কার্ত্তিক, ভয় চণ্ডিকার মনে।
উঠিয়া জননী ধরি তুলিলা আপনে ॥
চণ্ডিকা বলেন মাগো পাইলা প্রত্যয়।
নাতি ভাবে অপরাধ ক্ষমিতে যুক্ত হয় ॥
পরিহাস কৌতুকেতে ঘটিল বিরূপ।
আমার শপথ যদি তারে কর কোপ ॥
ততক্ষণে মেনকার মনে হ'ল ব্যথা।
গণেশেরে জানিলেন মুখ্য সে দেবতা ॥
চমৎকার দেখি তবে নিন্দা পরিহরি।
বদন নিছিয়া লয় গণেশেরে ধরি ॥
ললাটে চুম্বন দিয়া বলে মিষ্ট বোল।
কোলে তুলি লইলেন তূলা সমতুল ॥
বসিলা মেনকা কোলে লয়ে গণপতি।
তখনে জন্মের কথা কহিলা পার্ব্বতী ॥
সেনাপতি ষড়ানন জন্মিল ষড়বন।

মায়েতে কহিলা দেবী এ সব কথন ॥
দেবের দুর্ল্লভ পুত্র আপনে দীর্ঘজ।
অযোনিসম্ভব এ যে শিবের অঙ্গজ ॥
দুষ্ট নাশ হেতু পুত্র হইলা উৎপত্তি।
তারকাক্ষ বধি তিনি দেব সেনাপতি ॥
অসুর নাশিয়া রক্ষা কৈল দেবগণ।

গণপতির জন্ম বৃত্তান্ত কথন।

গণেশের জন্মকথা শুন দিয়া মন।
একদিন গেলাম আমি স্নান করিবারে ॥
হরিদ্রা বিঠালী লইয়া মন্দাকিনীর পারে।
সখীগণে অঙ্গ হইলে তুলিলেক মলি। (১)
তার মধ্যে মিশাইল হরিদ্রা বিঠালী,
নির্ম্মাণ করিল এক বৃষ সম কায়া।
পুত্রজ্ঞান করি তাতে জন্মিলেক মায়া,
স্তন মুখে দিয়া পুত্র বলিল তারে।
জীবিত শরীর হইল মহাদেবের বরে,
মনন করিতে পুত্রের হইল জনম।
গণপতি নাম থুইনু করিয়া সম্ভ্রম ॥
পুত্র কোলে লইয়া আমি ঘরে আইলাম ধাইয়া।

---

(১)—ময়লা।

মহাদেব তুষ্ট হ'লেন গণেশে দেখিয়া॥
দূত মুখে সকল দেবেরে দিনু জান।
সমস্ত দেবতাগণ আইল বিদ্যমান॥

গণেশের প্রতি শনির দৃষ্টি।

শুভকর্ম্মে অমঙ্গল আচম্বিতে ঘটে।
শনি না আসিল তাতে মনের কপটে॥
শনি বলে আমি গেলে না হইবে ভাল।
কুমারের স্কন্ধচ্ছেদ হইবে তৎকাল॥
কুপিত হইনু আমি এই কথা শুনি।
ইঙ্গিত (১) করিয়া বুঝি না আসিল শনি॥
তর্জ্জন গর্জ্জন আমি কৈনু অতিশয়।
নতশির শনি আইল প্রাণে পেয়ে ভয়॥
জিজ্ঞাসা করিনু আমি তাহার সদন।
অধোমুখে শনৈশ্চর কিসের কারণ॥
তাহার কারণ এই শুন মাতা তুমি।
যে কারণে অধোমুখে রহিয়াছি আমি॥
একদিন দৈবযোগে আমার রমণী।

(১) ইঙ্গিত —অবহেলা।

ঋতুস্নান করি এল শুনগো, জননী ॥
মনোহর বেশভুষা করিয়া কামিনী ।
দিব্যবস্ত্র পরিধান নয়ন রঞ্জিনী ॥
মনের বাসনা সতী আমাকে জানাল ।
ঋতুরক্ষা হেতু মোরে যাচ্‌না করিল ॥
অদৃষ্টের দোষে মোর ঘটে অঘটন ।
হরিপদ ধ্যানে রত ছিল মোর মন ॥
মনের বাসনা যত জানাল কামিনী ।
তার প্রতি ফিরিয়া না চাইনু জননী ॥
তাতে সতী কোপ করি অভিশাপ কৈল ।
স্বামী বলি মোরে তাঁর দয়া না হইল ॥
বাহ্য জ্ঞান নাহি রবে অরে দুরাচার ।
সতীর বচন সত্য বিদিত সংসার ॥
মোর প্রতি অহঙ্কারে না চাহিলে যবে ।
যার প্রতি চাবে তার শিরশ্ছেদ হবে ॥
অভিশাপ করি সতী করিল পয়ান ।
ধ্যান ভাঙ্গি পুনঃ আমি যাই তার স্থান ॥
বিনয় করিয়া মাগো, যত কহি তারে ।
শাপ হ'তে মুক্ত দেবী না করিল মোরে ॥
এতেকে র'য়েছি মাগো, মুদিয়া নয়ন ।
দর্শন করিলে মুণ্ড হইবে পতন ॥
আদেশিনু সার হরি প্রভু নিরঞ্জন ।

দরশন কর তাঁকে করিয়া স্মরণ ॥
শনি করিলেন দৃষ্টি কুমারের পাশে।
স্কন্ধচ্ছেদ হ'য়ে মুণ্ড উঠিল আকাশে ॥
তাহা হ'তে জন্মিলেক বারক্ষেত্রগণ।
আমার প্রেষক তারা এই সে কারণ ॥
গণপতির স্কন্ধ নাই দেবতা বিস্মিতে।
আর্ত্তনাদে কান্দি আমি পড়িয়া ভূমিতে ॥
দেবের কপট হেন মনে মনে বাসি।
হেন মনে লয় যেন ত্রিভুবন নাশি ॥
দেখিয়া আমার কোপ ভাবে দেবগণ।
গণপতি জিয়াইতে করিল মন্ত্রণ ॥
ইন্দ্রবলে দূতগণ এইক্ষণে ধাও।
উত্তর শিয়রে যারে শয়নেতে পাও ॥
অশুচি হলেও তারে না করিবা আন।
মুণ্ডগোটা কাটি আন মোর বিদ্যমান,
হাতে অস্ত্র দূতগণ ধাইল সত্বরে।
ঐরাবত শু'য়ে, দেখে উত্তরশিয়রে,
তার মুণ্ড কাটিলেক দিয়া বজ্রখাঁড়া।
মন্ত্রণায় গণেশের স্কন্ধে লাগে যোড়া ॥
জীবিত শরীর হ'য়ে বসে বিদ্যমান।
দুঃখ পরিহরি মোর ঘটে আইল প্রাণ ॥
তেজবীর্য্য পরাক্রম হইল বিস্তর।

আগে পূজা খে'তে তারে দেবে দিল বর ॥
সকল দেবতা তুষ্ট গণেশেরে দেখি।
ঐরাবতের মুণ্ড নাই, বাসব অসুখী ॥
দেবগণে বর দিল ধরি ঐরাবত।
স্কন্ধ হ'তে মুণ্ড হইয়া হইল জীবিত ॥
সেই হস্তিমুণ্ড দেখি কর উপহাস।
অন্যে নিন্দা করিলে হইত সর্ব্বনাশ ॥
এত গণ্ডগোল মোর পুত্রের কারণ।
এতেকে গণেশ মোর বড় প্রাণধন ॥
মেনকা বলেন নাতি অযোনিসম্ভব।
গর্ভজাত পুত্র নইল একি অসম্ভব ॥
চণ্ডী বলে শুন মাগো, কহিব তোমারে।
শিবআজ্ঞা নইল পুত্র ধরিতে উদরে ॥
তাহার কারণ কই শুন মাতা তুমি।
পুত্র হেতু যত যত্ন করিয়াছি আমি ॥
অহর্নিশি শিবে করিলাম প্রাণপণ।
পুত্র হেতু মহাদেব কৈনু আরাধন ॥
তবে শিবে বুঝিলেন অনেক প্রকারে।
কহ শুনি পুত্র হ'লো কোন্ দেবের ঘরে ॥
বিষ্ণুর ঘরণী দুই লক্ষ্মীস্বরস্বতী।
গর্ভজাত তাঁর ঘরে না হলো সন্ততি ॥
মদন মানসপুত্র ত্রিভুবনে জানে।

জগত মোহিতে জন্ম হ'ল রজোগুণে ॥
এ তিন ভুবন দেখ ব্রহ্মায় সৃজিল।
ব্রহ্মাণীর গর্ভে কেন পুত্র না হইল॥
সামান্য দেবতা হ'তে বংশ যায় বাড়ি।
আমা সবের পুত্র হ'লে বিষয় নিবে কাড়ি ॥
তবে যদি পুত্র হ'তে তোমার মনে লয়।
ফলোদয় ব্রত কর জন্মিবে তনয় ॥
বড় যে কঠিন কার্য্য বেদে আছে বিধি।
সন্তুষ্ট হইবে যদি কার্য্য হয় সিদ্ধি ॥
সকল ফলের কার্য্য লক্ষ পরিমাণ।
লক্ষ বর্ণের ফল লাগে যতেক প্রধান ॥
নারিকেল শ্রীফল দাড়িম্ব হরীতকী।
আর যত ফল লাগে পাতে দিব লেখি ॥
শুদ্ধ তণ্ডুল কর আনি শ্বেতধান।
লক্ষবর্ণ পুষ্প লাগে যতেক প্রধান ॥
কলিকা থাকিতে পুষ্প তুলি আন আগে।
ভ্রমরে পরশ কৈলে তাহা নাহি লাগে ॥
লক্ষ গোটা লেখি লও শ্রীফলের পাত।
নবীনপল্লব দেখি অখণ্ড অক্ষত ॥
সেই পরিমাণে লহ দূর্ব্বা ও তুলসী।
উপহার নানা দ্রব্য কর রাশি রাশি ॥
দধি দুগ্ধ চিনি ননী মধু আর ঘৃত।

রজত কাঞ্চন কর দক্ষিণানিমিত্ত ॥
চারিদিকে স্থাপন করহ পঞ্চ ঘট।
অগণিত কনক নির্ম্মাণ কর ঘট ॥
কামক্রোধ ত্যাগ করি লয়ে অতি নিষ্ঠা।
সাবধানে করতে হবে ব্রতের প্রতিষ্ঠা ॥
সঙ্গে আছে ছয় রিপু এসকল কাল।
ইন্দ্রিয় প্রবল হ'লে না হইবে ভাল ॥
এই কথা শুনি আমি পাঠাইনু দূত।
দ্রব্য সামগ্রী সব করিনু প্রস্তুত ॥
দেবঋষি মুণিগণ আইল আধিবাসে।
সঙ্কল্পিত রহিলাম মনের মানসে ॥
শিবের সাক্ষাতে গিয়া যত দেবগণা।
মন্ত্রণা করিল আমার কার্য্যে দিতে হানা ॥
ইন্দ্রে বলে শুন গোসাঞি, দেব শূলপাণি।
ফলোদয় ব্রত কা'ল করিবে ভবানী ॥
তোমা হ'তে পুত্র হ'লে তাঁর গর্ভজাত।
এ বড় দুষ্কর কার্য্য ঘটিবে দৈবাৎ ॥
বিষ্ণু বলে মহাদেব, উত্তর দেও কাজ।
আমাদের কিছু নয় তোমার হবে লাজ ॥
স্বত্ত্ব রজঃ তম তিন ত্রিলোকে বাখানি।
তাহা'তে স্বতন্ত্র দুর্গা ত্রিগুণধারিণী ॥
অনাদ্যের আদ্যা তিনি জগতের মাও ।

সৃষ্টির পত্তন কথা মনে ভাবি চাও ॥
তুমি আমি ব্রহ্মা হইনু যেই গর্ভেজাত।
সেই গর্ভে পুত্র হইলে রাখিবা কোথাত ॥
তিন গুণের এক গুণ যদি নাদেও ছাড়ি।
দেবের হস্তক হয়ে বলে নিবে কাড়ি ॥
মানস চঞ্চল হ'লে বুদ্ধি হবে শেষ।
তুমি তাকে আজ্ঞা দিয়া বাড়ালে আবেশ ॥
শিব বলে আজ্ঞা আমি দি'ছি তাঁর ভয়।
সেই কার্য্য কর যাতে ব্রতনষ্ট হয় ॥
ঘরে গেল দেবগণ এই কথা শুনি।
এ সব বৃত্তান্ত আমি কভু নাহি জানি ॥
প্রভাতে উঠিয়া আমি হরিষ অপার।
দেবঋষি আনিলাম ব্রত করিবার ॥
স্নান আহ্নিক করিশুচি করি তনু।
কামেরে নিষেধ কৈনু না ধরিতে ধনু ॥
পুরোহিত বলিলেন শুক্র বৃহস্পতি।
নানা কার্য্যে নিয়োজিত দেব যত ইতি ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বসিলেন সঙ্গে।
নৃত্য গীত মহোৎসব নানা রস রঙ্গে ॥
দ্রব্য সামগ্রী আমি ল'য়ে যথোচিত।
ব্রতেতে বসিনু মাগো, হইয়া দীক্ষিত ॥
হেনকালে দেবগণে যুক্তি করি সার।

নারদেরে পাঠাইল কাম অনিবার ॥
ভস্ম করিয়াছে কাম হরে করি কোপ।
মন্ত্রণায় দেবগণে করিল স্বরূপ ॥
নারদে জানাল গিয়া তাহার গোচরে।
ভবানী পাঠা’লেন আমা তুমি যাইবারে ॥
ব্রত সাঙ্গ হইয়াছে দণ্ড ছয় চারি।
ধনুর্ব্বাণ সঙ্গে তুমি যাবে সাজ করি ॥
পুত্রবর পেয়ে চণ্ডী হরিষঅন্তরে।
এ থেকে পাঠালেন মোরে তুমি যাইবারে ॥
এত শুনি কাম সাজে অপরূপ ঠান।
ধনুতে টঙ্কার হানি লইল পঞ্চবাণ ॥
আসিতে আসিতে করে বাণ বরিষণ।
যুবক যুবতী যত বিরহিত মন ॥
চিরকালের যোগী যেবা তার যোগ ভঙ্গ।
সংসার জুড়িয়া হ’ল মদন তরঙ্গ ॥
দেবের সভাতে আসি সে ধনু তরঙ্গে।
আসিয়া মদন বাণ পড়ে মোর অঙ্গে ॥
কামে হতচিত্ত হ’য়ে হরমুখ চাইনু।
ব্রহ্মা বলে সিদ্ধি নইল, ব্রত নষ্ট কইনু ॥
লজ্জিত হইনু আমি হরমুখ চাইয়া।
দারুণ দেবের চক্র না বুঝিনু যাইয়া ॥
লজ্জিত হইয়া আমি বড় ভয়বাসি।

ক্রোধ হ'ল কামেরে করিতে ভস্মরাশি ॥
কাম বলে বৃথা ক্রোধ কর মোরে মায়।
নারদ আনিছে মোরে তোমার আজ্ঞায় ॥
ব্রত সাঙ্গ হ'ল বলি কহে মোর ঠাঁই।
এথেকে এসেছি মাগো, মোর দোষ নাই ॥
তখনে জানিনু নারদ দেবতার দূত।
লাজ গালের ডর নাই নির্ব্বংশের পুত ॥ (১)
না রাখে মায়ার লেশ আগাগুঁড়ি কাটা।
কোন্দলের মূল সেই পাগল মুনি বেটা ॥
তারে ছাড়ি কোপ ক'ইনু দেবগণ প্রতি।
মোর কোপে ভয় পাইল দেব যত ইতি ॥
সংসার নাশিতে মোর জন্মে ক্রোধানল।
ভয় পেয়ে স্তুতি করে দেবতা সকল ॥
হর বলে চণ্ডি, ক্রোধ ক্ষমা কর তুমি।
পাইবা মানসপুত্র বর দিনু আমি ॥
দুইপুত্র হ'তে তুমি হইবা সন্তোষ।
ক্ষমা কর দেবতারে না করিও রোষ ॥
দেবগণে বর দিল সেই অনুক্রমে।
ক্রোধ ক্ষমা কৈনু আমি শিবের সম্ভ্রমে ॥
কোপ কল্লে কুল মজাই ভকতিতে বশ।
ঘরে গেল দেবগণ ভাবি অপযশ ॥

(১) পুত—পুত্র।

সেই বরে দুইপুত্র হইল দৈবাৎ।
দেবচক্রে পুত্র মোর নইল গর্ভজাত ॥
কহিলা এ সব কথা মা'র বিদ্যমান।
হেন কালে হইলেক বেলা অবসান ॥

সপ্তমীর আরতি।

সন্ধ্যার সময় আসি হ'ল হেন কালে।
ধূপ দশাঙ্গ দীপ লক্ষে লক্ষে জ্বলে ॥
উথলে আনন্দ সিন্ধু শঙ্খ ঘণ্টা রবে।
ঝমকে জোকার দেয় কুলবধূসবে ॥
বিয়াল্লিশ বাদ্য তবে বাজে ঘরে ঘরে।
কেহ কেহ নৃত্য করে কেহ তান পুরে ॥
গাইল গন্ধর্ব্বগণে মঙ্গল আরতি।
নাগ মুক্তারামে ভণে করিয়া ভকতি ॥

শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

সপ্তমী-সন্ধ্যা।

মালসী,—আরতি

ভবানী শঙ্কর সনে দেখ মোর ঘরে।
দেবগণে ছত্র ধরি দোলায় চামরে॥
দশ হাত দশ চাঁদ সিন্দূরে অরুণ।
কাজলে কালিন্দী হইসে ভুজঙ্গ তরুণ।
চাঁচর চিকুর ঘোর মণি রত্ন দোলে।
বিদ্যুৎ সঞ্চার যেন জলধর কোলে॥
চান্দ কোটী রাতি রাতি তিলক অলকা।
সুভুরু ভঙ্গিমা চারু নয়ন পলকা॥
নাগ মুক্তা রামে কহে নিষ্কলঙ্ক শশী।
ভুবন ভুলালো মায়, সেই বদনে হাসি॥

মালশী,—আরতি।

হর আসিছেন দেখ গৌরীর সঙ্গে।
কার্ত্তিক গণপতি, আর দেব যত ইতি,
জয়া বিজয়া আইল সঙ্গে ॥
মাতাল বেতাল তাল, সঙ্গে পূরিয়াছে গাল,
ভাবে নাচে শিব সঙ্গে রঙ্গে।
তাতালী তাইয়া তাইয়া, ডম্প ডুম্বুর বাইয়া,
মগন হইয়াছে প্রেম তরঙ্গে ॥
নাগমুক্তা রামে কয়, পড়িয়া শমন ভয়,
ত্রাণ করি লহ ভুরু ভঙ্গে ॥

দিশা—জয় কালী মা উগ্র কালী।
অসুর নাশিতে হয়েছ রণে মাতোয়ালী ॥
পদ—ভজন সাধন আমি নাজানি সাঁতার।
নামের তরণী করি, ভবে হবো পার ॥
এই মতে গন্ধর্ব্বেরা করিছে কীর্ত্তন।
সন্ধ্যা করে হর গৌরী পাখালি চরণ ॥
আর যত দেবে সন্ধ্যা, কেহ পঠে গায়ত্রী।
এই মতে গঁইয়া (১) গেল দশ দণ্ড রাত্রি ॥
আগর চন্দন চুয়া তাম্বুল প্রভৃতি।
মেনকা পাঠাইয়া দিল দেবগণ প্রতি ॥

(১) গাঁইয়া—গত হইয়া।

রঙ্গ চাহে সুর নরে আনন্দেতে মজি।
হেন কালে ছাড়ে সব আতসের বাজি ॥
চান্দু-বাজি, তারাবাজি, ধূম্র দেওয়ারা।
শতজাল, কুম্ভিপাক, বাজি লঙ্কাপোড়া ॥
জলচর, সীতাহার, দিবক, দিউটী।
ভূমিচাম্পা, বিষ্ণুবাজি, যত পরিপাটী ॥
এসকল একে বারে ছাড়ে আচম্বিত।
গর্জ্জনে বিদারে ভূমি রাজ্য প্রকাশিত ॥
নানা বর্ণ হইয়া ধরে যার তার জ্যোতি।
কারো কারো চন্দ্র আভা কারো সূর্য্য কান্তি ॥
কেহ হয় জল।সঙ্কু কেহবা কুম্ভিরী।
পুষ্প বৃষ্টি হইয়া কার পড়ে রত্ন ঝুরি ॥
কেহ হয় মূর্ত্তিমান পশু পক্ষী প্রায়।
বিদ্যুতের ছটা কেহ অন্তরীক্ষে ধায় ॥
এই মত রসে মজি করিতেছে খেলা।
রঙ্গ চায় হর গৌরী, দেবতার মেলা ॥
কতক্ষণে এসকল হইল বারণ।
দেবগণে পরিলেন কুসুম চন্দন।
তুষিলা ভকতগণ চরণ-অমৃতে।
পুরবাসী লোক আইল প্রসাদ পাইতে ॥
মন দিয়া শুন যাহা হ'ল তার পরে।
মেনকা জিজ্ঞাসে তবে চণ্ডিকার তরে ॥

আজ্ঞা কর কি কি দ্রব্য করাইব পাক।
যাহা শ্রদ্ধা কর মাগো রান্ধিবেক তাক॥
মন যাতে রুচে মাগো, সেইসে অমৃত।
এ দ্রব্য সামগ্রী যত তোমার নিমিত॥
চণ্ডিকা বলেন মাগো, নারাখিও দ্বিধা।
অপরাহ্ণে খাইয়াছি, আর নাই ক্ষুধা॥
সাক্ষাতে দেখিলা তবু দূর নহে ভ্রম।
রন্ধন করা'তে চাও, বৃথা পরিশ্রম॥
ক্ষুধা কালে শুধা (১) অন্ন, তাতে বাসি প্রীত।
ক্ষুধা নইলে শর্করা, সন্দেশ বিবর্জ্জিত॥
এই মতে থাক্‌তে যদি নাহি বাস ভাল।
ফলা'রের গুটী দ্রব্য করাও তৎকাল।
দূত পাঠাইয়া লও শিবের সম্মতি।
যে যে দ্রব্য পাঠাইবা দেবগণ প্রতি॥
এত শুনি মেনকা যে মন দিলা কাজে।
হিমালয়কে পাঠালেন দেব সভা মাঝে॥
উপহার নানা দ্রব্য মিষ্ট মধু রসে।
ফলাহার করাইয়া দেবতা সন্তোষে॥
কর্পূর, তাম্বুল খাইয়া দেবে নিদ্রাবেশ।
চণ্ডিকার তথা আছেন কার্ত্তিক-গণেশ।

---

(১) শুধা—শুধু।

মেনকা বলেন মাগো, রাত্রি হইল অতি।
তুমিও ফলা'র কর লইয়া দুই নাতি॥
বিলম্ব না কর মাগো, কর অবধান।
দ্রব্য সামগ্রী সব আনি বিদ্যমান॥
চণ্ডিকা বলেন মাগো, নাযাইও তথা।
আমার ফলার দ্রব্য সব আছে এথা॥
রচনার যত দ্রব্য আদি পঞ্চামৃত।
তাহা হ'তে আনিলেন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিত
দুই পুত্র সঙ্গে দেবী বৈসে সিংহাসনে।
ফলার করেন তবে হরষিত মনে॥
খাইয়া শীতল জল করি আচমন।
কর্পূর তাম্বুলে কৈল শ্রীমুখ শোধন॥
রত্নাসনে বসিলেন হরিষ অন্তরে।
নানাক্রিয়া পরিচর্য্যা সখীগণে করে॥
হিমাল মেনকা আর পুরবাসী লোক।
ফলা'র করিল তবে পরম কৌতুক॥
মেনকা সুন্দরী তবে কার্য্য অবসরে।
প্রবেশ করিল আসি চণ্ডীর মন্দিরে॥
রাজকন্যা মুনিকন্যা নগর নাগরী।
ভবানীকে বেড়িয়া বসিছে সারি সারি॥
মেনকা বসিছে তাঁর পরশিয়া অঙ্গ।
আলাপ করেন যত দুঃখের প্রসঙ্গ॥

মালসী।

রাণী আনন্দে মগন, পাইয়া উমাধন, নিছিয়া লইল কোলে।
কায় ক্লেশ মনে, দেব আরাধনে, বিধি তোমায় মিলাইলে,
শিশুকাল হইতে, গেলা কৈলাসেতে, ভাগ্যে উদয় বহুদিনে গোমা॥
অসুর নিধন, করিলে কারণ, হরে তোরে পাঠাইল,
পাইয়া তত্ত্ব তোর, দহে কলেবর, কি মতে দুষ্ট নাশিলে গোমা॥
জামাই মহেশ্বর, পাগল দিগম্বর, সদাই থাকে ভূতের মেলে,
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়, শ্মশানে বেড়ায়, শূন্য ঘরে বঞ্চ কেমনে গোমা॥
দ্বিজরাজ বলে, চন্দন মিশালে, শত বিল্ব পুষ্প জবা,
শুন গিরিরাণী, সাফল্য জীবনী, দেও রাঙ্গা চরণ কমলে গোমা॥

মেনকার মহিষাসুর দর্শন।

মেনকা বলেন আমি অন্ধ কূপে রইনু।
আজিকে আমার জন্ম সাফল্য মানিনু॥
পাষাণের মেয়ে তুমি ত্রিভূবনে জানে।
স্থান গুণে কি করিবে? জলের দোষে টানে॥
তোমা হেন কঠিন হিয়া আছে কার ঝি।
কইলে নাকি মন্দ বাস বুঝাইব কি॥
সতত দেখিব বলি নিকটে দিনু বিয়া।
কে জানে এমন হবে মা, তোমারে দিয়া॥

সদায় পাগল জামাই লোক মুখে শুনি।
তোমারে সমরে দিয়া, রঙ্গ দেখেন তিনি॥
বামা হইয়া প্রবেশিলা অসুর-সগরে।
এবড় দুষ্কর কার্য্য দেবেও না পারে॥
অসুর নাশিয়া দেবের সাধ মনস্কাম।
মৈষাসুর বধে তোমার বড়ই সংগ্রাম॥
শুনিলাম সাত রাত্রি আছিলে গগনে।
শুনিয়া সইল আমার দারুণ পরাণে॥
যেই মৈষাসুর রণে কৈলা বিনশ্যতি।
দেখা'তে কি পার তার কেমন মূরতি॥
কেমন আকৃতি তার অঙ্গ ভঙ্গ ঠান।
শুনেছি গর্জ্জনে তার দেব কম্পবান॥
কেমনে করিলা যুদ্ধ দেখাও আমাকে।
বচন পালিবা মাগো, যদি দয়া থাকে॥
পুরবাসী নারীলোক বসেছিল যতি।
কেহ পায় ধরে, কেহ করয়ে মিনতি॥
ইন্দ্র আদি দেব যার ভয়ে পলাইলা।
বামা হইয়া হেন বীর কি মতে বধিলা॥
কোন অস্ত্রাঘাতে তারে করিলা নিশ্চল।
প্রত্যয় যাইতে মোরে দেখাও সকল॥
চণ্ডী বলে এই কার্য্য বড়ই কঠিন।
জীবিত করিলে ভক্ষ্য দিবা প্রতি দিন॥

রাণী বলে মৈষ গণ্ডার আছে যুতে যুতে।
আগে রঙ্গ দেখাও আমি ভক্ষ্য দিব তাতে॥
রাখিতে মায়ের মন দেবী ভগবতী।
অস্ত্র হাতে সিংহ পৃষ্ঠে উঠে শীঘ্র গতি।
পূর্ব্বের আকার কিছু নারাখিলা লেশ।
বিভূতি মুকুট জটা, ধরিলেন বেশ॥
শেল, চক্র, শূল, খড়গ ধরে চারি কর।
প্রলয়-তিমির-চক্ষু, তনু ভয়ঙ্কর॥
এক হাতে লইলেন ধনু আর বাণ।
ডাকিনা যোগিনীগণে ধরিছে যোগান॥
কেহ রইল ভূমি গতি কেহ সিংহ ধ্বজে।
ডম্প ডুম্বুয় শিঙ্গা অন্তরীক্ষে বাজে॥
অস্ত্র হাতে হুহুঙ্কার করে মহামায়া।
আচম্বিতে জনমিল মৈষাসুরের কায়া॥
তাহা হইতে অসুরের হইল উৎপত্তি।
প্রচণ্ড শরীর তার আকৃতি বিভূতি॥
যাহা হইতে জন্মিয়াছে তাহাকে বৰ্জ্জিয়া।
বৈশাখের দেওয়াহেন (১) উঠিছে গর্জ্জিয়া॥
হাত পায় মোড়ামুড়ি করে মালসাট (২)।
ভয় পাইয়া রাজ্য দ্বারে লাগাল কপাট॥

---

(১) দেওয়াহেন—মেঘ গর্জ্জনের ন্যায়।

(২) মালসাট—কুস্তি।

দেখিতে প্রচণ্ড তার হইলেক তনু।
চাহিয়া চণ্ডীর পানে হাতে নিল ধনু॥
আর হাতে খড়্গ লইয়া ধায় শীঘ্র করি।
লর দিলা নারীগণ হাহাকার করি॥
মেনকাদি নারীগণ ধাইলেক পরে।
কার অঙ্গে লাগি কেহ আধোমুখে পড়ে॥
ঘোর গর্জ্জন যেন বজ্রহয় পাত।
মহাগণ্ডগোল হইল দেবের সভাত॥
ধ্যান ভাঙ্গি ব্রহ্মা বলে সাজ সর্ব্বজনা।
কোথা হ'তে আসিয়া অসুরে দিল হানা॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ডাকে যায় পুরী।
ধনুর্ব্বাণ হস্তে দেব! সাজ শীঘ্র করি॥
বজ্র হাতে ইন্দ্র সাজে চড়ি ঐরাবতে।
কমণ্ডলু হাতে ব্রহ্মা চড়ি হংস রথে॥
চক্র হাতে বিষ্ণু সাজে গরুড়েতে ভর।
মহিষ বাহনে সাজে যম দণ্ডধর॥
চন্দ্র সূর্য্য কুবের বরুণ সাজে রঙ্গে।
শূল হস্তে শিব সাজে যক্ষগণ সঙ্গে॥
আর যত দেবগণ সাজিছে বিশেষ।
কোথা আছে সে অসুর নাপায় উদ্দেশ॥
হেতা সেই মৈষাসুর মহাক্রুদ্ধ হইয়া।
চণ্ডীকে কাটিতে যায় হাতে খড়্গ লইয়া॥

ইহারে দেখিয়া তবে কার্ত্তিকে যুড়ে বাণ।
বাহুতে কামর দিয়া সিংহে দিল টান॥
তাহা দেখি চণ্ডী দেবী কোপিত হইয়া।
হৃদয়ে হানিয়া শেল ধরিলা চাপিয়া॥
বজ্রের চাপনে অসুর হইল মূর্চ্ছিত।
কতক্ষণ পরে সে যে পাইল সম্বিত (১)॥
দিব্য জ্ঞান পেয়ে চক্ষু মেলি অকস্মাৎ।
সেই সে ভবানী হেন দেখিল সাক্ষাৎ॥
ভয়ঙ্কর রূপ দেখি কাঁপিল অন্তর।
স্তবন করিতে লাগে যুড়ি দুই কর॥
কেবা আমি কোথা ছিলেম, আসিনু কিমতে।
তোমার মহিমা মাগো, নাপারি বুঝিতে॥
পূর্ব্বেতে সমরে মোরে বধিয়াছ প্রাণে।
জীবিত করিয়া আজি পুনি (২) বধ কেনে॥

মালসী।

আর জনম নাহি চাই গো।
দীনের দীন হীন, আছে অল্পদিন, অন্তে যেন ও পদ পাই গো মা॥
শুনেছি পুরাণে, ত্রিভুবনে, নামে পাপ তাপ হরে,
যেই অবিশ্রাম, জপে তোমার নাম, সেকি তাপে জ্ব'লে মরে গো মা।

---

(১) সম্বিত—চেতনা।
(২) পুনি—পুনঃ, আবার।

ক্ষীণ কলেবর, তাপে জ্বর জ্বর, অনলে দহিছে মাথা,
হইতে শীতল, ঐ চন্দ্র সেবিল, ভানুর দ্বিগুণ তাপ দেখি গো মা ॥
কি পাপ কপাল, দুঃখে গেল কাল, দারুণ বিধি কি লেখিল,
হানি তীক্ষ্ণ শরে, রাখিলে আমারে, ঐ ছিল কপালের লেখা গো মা ॥
পুত্র পরিবার, কেউত নহে কার, মিছা মায়া সব ধান্ধা,
জগন্নাথের মন, কর সম্বরণ, চরণ মূলে রাখ বান্ধা ॥

চণ্ডী বলে ভয় নাই স্থির কর চিত্ত।
ইহা করিয়াছি আমার মায়ের নিমিত্ত।
তোমাকে দেখিতে আমার জননীর সাধ।
রঙ্গ ছাড়ি ভঙ্গ দিল দেখিয়া প্রমাদ ॥
পূর্ব্বের সমরে তোমায় করেছি নির্ব্বংশ।
জীবিত করেছি পুনঃ আর নাই ধ্বংশ ॥
যে বাঞ্ছা করিছ, তোমার পূর্ণ হউক আশ।
আসনে লাগিয়া তুমি থাক মোর পাশ ॥
এই বেশে আমারে পূজিবে যথা তথা।
কল্য অবধি ভক্ষ্য পাইবা সর্ব্বথা ॥
এতেকে সাক্ষাতে তাঁর মৈষাসুরের কায়া।
কার শক্তি বুঝিবারে পারে তাঁর মায়া ॥
দূত মুখে এই বার্ত্তা পাইয়া দেবগণ।
অস্ত্র ধনু ছাড়িলেন, ত্যজিয়া বাহন ॥

পূর্ব্বমত দেবগণ আছে হরষিত।
এথায় বসিলা দেবী হইয়া শ্রমিত॥
তার পাছে ত্যাগ কৈলা রণ আভরণ।
মেনকাদি নারীগণ মিলিল তখন॥
কেহবা নিছিয়া লয় কেহ আবিস্কার (১)।
ধন্ধ লাগে নারীগণ দেখি চমৎকার॥
কেহবা বাতাস করে শীতল চামরে।
শ্রম শান্ত হ'তে চলে স্নান করিবারে॥
তপ্ত জলে স্নান করি পরিলা বসন।
বিচিত্র পালঙ্কে দেবী করিলা শয়ন॥
কর্পূর তাম্বুল খাইয়া বড়ই কৌতুক।
অন্যে অন্যে স্নান কৈল পুরবাসী লোক॥
একত্রে অন্তরে গেলা কার্ত্তিক গণাই।
অন্যে অন্যে স্মরণ করিলা দুই ভাই॥
সখি সঙ্গে মেনকা, চণ্ডিকা রইল তথা।
শিবেরে আনিতে রাণী কৈল মর্ম্ম কথা॥
অঙ্গীকার করিলেন দূতগণ আনি।
হেন কালে আসিলেন নারদ মহামুনি॥
মেনকা বলেন মুনি কাছে আইস মোর।
জামাতা আনিয়া দেও চণ্ডীর বাসর॥

---

(১) আবিষ্কার—খেদ, অনুশোচনা।

বড় অনুরাগ দেখি আসিয়া এখানে।
অন্তরে বিরস হেন বুঝি অনুমানে ॥
তোমাতে বিদিত মুনি তান (১) যথোচিত।
অবিলম্বে আনি দেও মোর কর হিত ॥
মোর ভাগ্যে দেব সভা আইল মোর পুরী।
হর গৌরী একাসনে দেখি চক্ষু ভরি ॥
মুনি বলে একথা না কও আজ রাত্রি।
যোগ সাধে মহাদেব দেবে পঠে গাত্রী ॥
এক্ষণে সর্ব্বথা আমি না যাইব তথা।
মায়ে ঝিয়ে শুয়ে কও সুখ দুঃখের কথা ॥
আসিয়া নিষেধ শিবে কইল মোর স্থান।
চণ্ডিকার স্থানে আমি নাহি দিব যান ॥
অতএব আজি রাত্রি থাক ক্ষমা করি।
কালি তাঁরে আনিদিব আমি যত্ন করি ॥
এ বলি নারদ মুনি করিলা গমন।
মায়ে ঝিয়ে এথা রইল করিয়া শয়ন ॥
সখী সবে শয়ন করিল চতুর্ভিতে।
মেনকা চণ্ডীরে কিছু চান জিজ্ঞাসিতে ॥

(১) তান—তাঁর, তাঁহার (প্রাদেশিক)।

দেবীর নিকট

মেনকার পরমার্থ-তত্ত্ব শ্রবণ।

দেখিয়া ভবানীর মায়া অন্তরে বিস্ময়।
মনেতে বাসনা কিছু পে'তে পরিচয়॥
মৈইষাসুর বধে দেবীর বিভূতি আকার।
দেখিয়া মনেতে সন্দে' হ'ল মেনকার॥
যতেক ভরসা ছিল কন্যা হেন জ্ঞানে।
চরিত্র দেখিয়া কিছু জ্ঞান হইল মনে॥
পরমাঈশ্বরী হেন জানিয়া বিশেষ।
পরমার্থ ভেদ কিছু শুনিতে আবেশ॥
এতেকে বদন নিছি কাছাইয়া উরে (১)।
মধু রসে কহে কথা গদ গদ স্বরে॥
তোমার লাগিয়া যত পাইলাম খেদ।
আজি হ'তে সব দুঃখ দিনু পরিচ্ছেদ (২)॥
হস্তে পরশিলে নিধি, পূর্ণ হয় সাধ।
আজি হতে দূরে গেল চক্ষু কর্ণের বাদ॥
এক্ষণে তোমাতে মাগো, জিজ্ঞাসিব কাজ।
যে সন্দেহ আমার জন্মিছে মন মাঝ॥

---

(১) কাছাইয়াউরে—বুকে নিয়া।

(২) পরিচ্ছেদ—(পরিত্যাগ অর্থবোধক), বিসর্জ্জন।

কপট ভাঙ্গিয়া মাগো কহিবা সর্ব্বথা :
প্রবঞ্চনা কর যদি খাও মোর মাথা ॥
অসুর সমরে যখন তোমারে উৎপাত।
সতত পাইতাম বার্ত্তা দূত প্রমুখাৎ ॥
শুনিয়া তোমার বার্ত্তা ব্যাকুল কান্দিয়া।
দণ্ড তিন রহিতাম মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
পঞ্চভূত আত্মা মোর গহিনে ডুবিত।
অন্তর্ধ্যানে অন্তরে তোমারে দেখি নিত্য ॥
শরীরে আছয়ে বুঝি দ্বিতীয় সংসার।
পরাপর জ্ঞান নাই, না করি বিচার ॥
পুষ্পিত কমলবন নাভিমূলে লতা।
ইন্দ্র আদি করি তথা সকল দেবতা ॥
রবি-শশী-অনল-পবন তথা রয়।
তার পর পিঠাসন অতি তেজোময় ॥
তাহাতে পুরুষ এক নির্গুণ আকৃতি।
দেখিনু বসিছ তুমি তাঁহার সংহতি ॥
ডাইনে বামে ব্রহ্মা বিষ্ণু, সঙ্গে তোমার হর।
তোমাকে দেখিয়া প্রাণ ঘটে আসতো মোর ॥
মোহকালে এইরূপ দেখি বিদ্যমান।
আঁখি পশারিলে হয় স্বপ্নহেন জ্ঞান ॥
এতেকে কহিবা মাগো, কেবা মোর ঘটে।
ন্যাগমুক্তা রামে ভণে পড়িয়া সঙ্কটে ॥

মালসী

কে আমার অন্তর মাঝে, আমার মন ধাইয়াছে দেখিবার কাজে।
তুমি আমার হৃদয় মূলে, নীল কমল সহস্র দলে ;
হরি কায়া ব্রহ্ম রন্ধ্র মাঝে, অতি চিক্কণ মনের পবন নির্ব্বাণে মুরলী বাজে ॥
অনল পবন, অরুণ শশী, মোহমায়ার কাছে বসি,
গঙ্গা যমুনা তাহে সাজে গো ;
কুলু কুলু নাদ, শুনিতে সাধ, পাইয়া পদ পঙ্কজ রাজে ॥
তোমারি হাট, তুমারি ঘাট, বৈরী হইল মন কপট ;
অভ্যাসে যোগীন্দ্র তাহে সাজে গো,
না চিনি বরণ, না যায় ধরণ, দেখা না দেও কোন গো লাজে ॥
যে জনে ভজেছে গুরু, সে পাইয়াছে কল্প তরু,
নাগ মুক্তা রামে নাহি বুঝে গো,
যে ধ্যাইয়াছে সে পাইয়াছে, আমি রইলাম লিখন কাজে ॥
সঙ্কট-সাগরে পার কর, শুনি পুরাণে, সে বেদ বয়ানে,
পতিত পাবনী নাম ধর ॥
বার বার করিছ পার, ভার দিয়াছি এইবার,
কিঞ্চিত করুণা-নয়নে হের, তরিতে তারিণী নিস্তার জননী,
পড়েছি অতি ঘোর তিমিরে ॥
অখন তখন সকলি ভয়, কাল কল্পিত কিছু নয়,
কর্ম্ম দুরন্ত না হইল দূর, যত বিপরিত সকলি বিদিত, ভাবিতে অন্তর জর জর ॥
না থাকিলে অর্থ বিত্ত, ক্ষণেকে দেখি শুধা চিত্ত,
এমন কুপুত্র জঠরে ধর, নাগ মুক্তারাম ভাবে অবিশ্রাম,
দিন কি এমনি যাবে গো মোর

দিশা। মা আমার ভরসা নাই আর।

পতিত জানিয়া মোরে কে করিবে পার ॥

ধুয়া। অন্য কথা না কহিও, লইতে মায়ের নাম।

ভক্তিতে শুনিলে হবে সিদ্ধ মনস্কাম ॥

যাকে ধ্যান কর, সে যে আছয়ে সমীপ।

অন্ধকারে দৃষ্টি যেন পৃষ্ঠেরাখি দীপ ॥

আত্মা ভেদ না বুঝিয়া মন উচঞ্চলা।

নাম বিস্মরিয়া যেন শুধু জপ মালা ॥

তীর্থ আবাহনে মন দিগন্তরে ধায়।

মনেতে কপট রইলে ফল নাহি পায় ॥

ঘরে বসি ধীরে ধীরে জপ মহাশিব।

ভক্তি হ'তে মুক্ত হইয়া ত্রাণ পাবে জীব ॥

চণ্ডী স্থানে মেনকা জিজ্ঞাসে পুনি পুনি।

আমাতে নিগূঢ় বেদ কহ কিছু শুনি ॥

সর্ব্বত্র ব্যাপিনী তুমি জেনেছি নিশ্চয়।

অভাগিনী মায়েরে না দিলা পরিচয় ॥

তুমি আমি ভিন্ন যেন অন্যে নাহি শুনে।

কহিতে কপট লজ্জা, না কর আপনে ॥

তুমি বিনে আমার তরণী কেহ নাই।

আসিয়াছি কোথা হতে, যাব কোন ঠাঁই ॥

কে করিল এই সৃষ্টি কে করিবে ধ্বংশ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, কেবা কার অংশ ॥

কেবা কি বিষয় করে কাহা হ'তে পাইয়া।
জন্মে মরে জীবগণ কিশের লাগিয়া॥
সত্ত্ব-রজ-তম তিনে কাহাকে ধিয়ায়।
এতিন ভূবন কেবা বান্ধিছে মায়ায়॥
তোমাতে আছয়ে মাগো, কোন্ অধিকার।
মূল বৃক্ষ কারে বলি, কে করে সংহার॥
কেবা যম, কেবা প্রাণ, কোথা কার ঘর।
বুঝিতে না পারি আমি আপন অন্তর॥
সকল কহিবা মোকে দিয়া পরিচয়।
ভাবিতে হ'য়েছে আমার অন্তরে বিস্ময়॥
ভবানী বলেন শুন পূর্ব্বের প্রলয়।
অর্থ হ'তে আমার পাইবা পরিচয়॥
যেমতে সংসার ধ্বংশ, শুন বিবরণ।
সেই মতে আত্মা নাশ করয়ে শমন॥
শরীর পৃথিবী দেখ একই সন্ধান।
পৃথিবী দেখিয়া হলো শরীর নির্ম্মাণ॥
পরম পুরুষ আছে, আমি সে প্রকৃতি।
জ্যোতির্ম্ময় নাম তাঁর নির্ব্বাণে বসতি॥
শক্তি রূপে আমি তাঁর অঙ্গে করি বাস।
আমি সে জন্মাই সৃষ্টি তিনি করেন নাশ॥

মহা-প্রলয় বর্ণনা।

এই মতে কত স্থষ্টি হয়েছে লীলায়।
করা'তে আমার শ্রম ভাঙ্গেন হেলায়॥
পূর্ব্বে স্থষ্টি নির্ম্মাণ আছিল এই মতে।
চতুর্দ্দশ ভূবনেতে এ তিন জগতে॥
স্থাবর জঙ্গম জীব দেব ঋষি আর।
তা হ'তে উত্তম স্থষ্টি আছিল বিস্তর॥
ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়া যখন কাল হয় শেষ।
প্রলয় করিতে তাঁর হইল আদেশ॥
সংহার করিতে শিবের আছে অধিকার।
আচম্বিতে তাঁরে প্রভু কইলেন অঙ্গীকার॥
পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা বিচার না করি।
বায়ু রূপ হইলা শিব আমা পরিহরি॥
এই কালে শঙ্কর আমার বশ নয়।
সমস্ত দেবতাগণে বড় পাইল ভয়॥

মালসী।

ডরে মরি থাকি ভাঙ্গা ঘর, কখন জানি ঘর ভে'ঙ্গে পড়ে মোর উপর।
ছুট্‌লো ডুরি বাঁধতে নারি, খ'সে পড়ে ছানি ঘর॥
একে ভাঙ্গা ঘর মোর মুকলা (১) নব দ্বার, ঝাঁপ বান্ধা কল

(১) মুকলা—খোলা।

শিখে ছিলাম বেত বাঁশের নাচার (১), উৰ্দ্ধমুখে সিন্ধু সে তরঙ্গ
ঘোরতর, খামের বাঁধ ছুট্‌ল ছান, বাতাসে উড়ায় ছাপর ॥
বিধাতার নির্ম্মাণ ঘর কারখানা অপার, মা'ঝ ঘরে সমুদ্র
দেখি, একি চমৎকার।
কখন ঘর হে'লে পড়ে, মূল ধরা শিখর,
এদিক সেদিক যাইতে নারি, নাই গো পারি দিতে লর ॥
ছয় জনা বিবাদী ঘরে সদায় দেয়গো হানা (২),
নিবৃত্তি নিবারণ তারা নাইকো মানে মানা।
প্রবৃত্তি সন্তান ঘরে কাঁপ্‌ছে থর থর,
কখন মোর খেড়ুয়া ঘর, কে'রে নেয় গো লাগে ডর ॥
অন্তরান্ত জনে জপে ঘর ভেঙ্গে ফেলাবে,
পাঁচের পাছে পাঁচ জন আছে, আমার কিবা হবে।
অন্যের অনেক গো, আমি একলা একেশ্বর,
জগন্নাথের ঘর ভাঙ্গাতে শ্রীচরণে ক'রেছি ভর ॥

প্রলয়-মরুত-শিব জগত ভক্ষিতে।
পবনাদি উনপঞ্চাশ মিশে গেল তাতে ॥
বায়ু-অগ্নি-সূর্য্য আদি শিবের বশ হয়।
আজ্ঞায় করয়ে কার্য্য, না করিলে নয় !
তবে সেই মহাবায়ু সুমেরু ভেদিয়া।
পাতালে প্রবেশ কইল ব্রহ্ম রন্ধ্র দিয়া ॥

(১) নাচার—অভাব।
(২) হানা—ব্যথা।

বাড়ব নামেতে অনল, তথা করে বাস।
পবন প্রতাপে সে যে, ধাইল আকাশ॥
গ্রাসিতে সূর্য্যেরে তবে অনলেতে বেড়ি।
ভয় পাইয়া অমনি, অসুর গেল ছাড়ি॥
সূর্য্যে আর অনলেতে হৈল মিশামিশি।
দেব আর নরলোক বড় হ'ল ত্রাসী॥
চন্দ্র রশ্মি গরল হইয়া পড়ে ধার।
মহা মার্ত্তণ্ড হইল দ্বাদশ প্রকার॥
এক সূর্য্য অনেক হইয়া আচম্বিত।
পুড়িয়া করিল ভস্ম দেব যথোচিত॥
বৃক্ষ লতা পর্ব্বত পুড়িয়া কইল ছাই।
সমস্ত করিল ভস্ম আর কিছু নাই॥
চৌষট্টী মেঘের ধার, নামে এক কালে।
পর্ব্বত কন্দর ভাঙ্গি, পড়ে ভূমিতলে॥
সসাগরা একত্র হইয়া ভাসে ফেণা।
বায়ু আর বরুণে একত্রে দিল হানা॥
মহাযুদ্ধ বাজি গেল, পবন আর জল।
প্রথমে পাতাল ভাঙ্গি করিল দুর্ব্বল॥
কর্ম্ম রূপে আছিলেন নারায়ণের অংশ।
জল মগ্ন হইয়া সে যে, তথা হইল ধ্বংশ॥
সুমেরু ছিঁড়িল তবে পবন প্রতাপে।
মন্থনের দণ্ড হেন থর থরি কাঁপে॥

ব্রহ্মাণ্ড পুড়িয়া জল, বায়ুর গর্জ্জন ।
চক্র প্রায় পৃথিবী, ঘুরায় কতক্ষণ ॥
যোগবলে অপরে আছিল যত ঋষি ।
পৃথিবী সহিতে ভাঙ্গি জলে গেল ভাসি ॥
সামান্য দেবতা প্রাণ ছাড়ে তদন্তরে ।
প্রবেশ করিল তেজ, ব্রহ্মার উদরে ॥
চন্দ্র সূর্য্য বরুণ তথায় কৈল বাস ।
অসুড় গরুড় মৈল পাইয়া মহাত্রাস ॥
বাণী-কমলা লইল বিষ্ণু অঙ্গে স্থান ।
মহাস্বর্গ ধরিয়া তখনে দিল টান ॥
শবদে ফাটিয়া পড়ে ব্রহ্মাণ্ডের চূড়া ।
সুমেরু সহিতে স্বর্গ কইল গুঁড়া গুঁড়া ॥
মহা স্বর্গ ভাঙ্গিয়া মিশিল যেই কালে ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু সঙ্গে আমি, ভাসিলাম জলে ॥
দিক বিদিক নাই, জলে তোলপাড়ে ।
ভয় পাইয়া সেই দু'য়ে আমার অঙ্গ বেড়ে ॥

মালশী ।

আমি ভব সাগরে ডু'বে মরি দেখ চেয়ে গো ।
দেখ চেয়ে দেখ চেয়ে দেখ চেয়ে গো, ওমা জননি, মাগো তারা ॥
অকূল অলঙ্ঘ্য নদী, নাই গো পারা পার, নদীর নাই গো পারাপার ;
নাহি তরি ভেবে মরি গো, ওমা জননি, মাগো
তারা, আমি নাজানি সাঁতার ॥

তরঙ্গ দে'খে অঙ্গ কাঁপে, নদী কিসে হব পার, নদী কিসে
হব পার, মা তোর শ্রীচরণ তরণী দিয়ে গো, ওমা জননি,
মাগো তারা, নিজ দাসকে কর পার ॥
মাতা পিতা বর্ত্তমানে, সন্তানে দুঃখ পায় গো, সন্তানে দুঃখ
পায়, রাগে কি সন্তান ত্যাগে গো, ওমা জননি, মাগো তারা,
কার বাপ মায় ॥
পুরাণে শু'নেছি তারা, নামে দুঃখ হরা, তারা নামে দুঃখ
হরা, আমি খেওয়া ঘাটে ব'সে ডাকি গো, ওমা জননী,
মাগো তারা, আমি বড় কপাল পোড়া ॥

শীতে ভীতে জলে ক্লেশে তাদেরে না পায়।
মর্ম্ম স্থানে রাখিলেম, যেন শিশু মায় ॥
তথা থাকি ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যাইল বিশেষ।
কোথা আছে জ্যোতির্ম্ময় না পায় উদ্দেশ ॥
তবে তারা আমাকে অনেক কৈল স্তুতি।
তুমি বিনে সম্বরিতে কাহার শকতি ॥
কত কত সঙ্কটে করেছ পরিত্রাণ।
পুনর্ব্বার উদরেতে, দেও মোরে স্থান ॥
তাদের স্তবনে আমি সন্তুষ্ট হইয়া।
অন্তরে প্রবেশ আসি, কহি'নু ডাকিয়া ॥
যোনি বীজ মহাবীজ প্রবেশিয়া মুখে।
অন্তরে প্রবেশি রইল পরম কৌতুকে ॥

একাকিনী হইয়া ভাসি, যাই যথা তথা।
উদ্দেশ না পাই কোথা, পরম দেবতা॥
তবে আমি ধ্যান কইলাম, অনাদি নিদান।
সাক্ষাৎ আসিয়া প্রভু দিলা দরশন॥
অশ্বত্থ-বটের পত্রে ভাসিতে ভাসিতে।
বিন্দু রূপ কায়া তাঁর হস্ত পদ তাতে॥
আমাকে গিলিতে প্রভু করিলেন গ্রাস।
সে অঙ্গে প্রবেশ কইলেম পাইয়া প্রকাশ॥
নিঃশব্দ হইয়া রইলাম তাঁর অঙ্গে মিশি।
তরঙ্গ সলিলে প্রভু, যান ভাসি ভাসি॥
তবে বায়ু, জলেরে করিল চলাচল।
আর ভক্ষ্য না পাইয়া, পান করেন জল॥
শুষিয়া খাইলা জল কিছু নাই আর।
তদন্তরে সংসার হইল শূন্যাকার॥
জল ছাড়ি শূন্য রূপ হইয়া নিরঞ্জন।
অচম্বিতে সেই বায়ু করিলেন ভক্ষণ॥
তখনে প্রলয় শেষ হইল নীরব।
সংক্ষেপে কহিব মাগো, যেমতে উদ্ভব॥

———

সৃষ্টি-বর্ণনা।

নহে দিবা নহে রাত্রি সন্ধ্যার সময়।
ঘোর বর্ণ হ'য়ে সৃষ্টি কত কাল রয় ॥
জীব না থাকিলে, আর কে করিবে ধ্যান
বেদ গেল শাস্ত্র গেল নারইল পুরাণ ॥
তবে সেই নারায়ণ, বিন্দু রূপ কায়।
চক্ষুর পুত্তলি (১) প্রায় ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥
যেখানে করেন গতি সেখানে প্রকাশে।
ক্ষণে ক্ষণে রঙ্গ চায় শূন্য মধ্যে মিশে ॥
আহার বিহার নাই নাকরে সম্ভোগ।
এই মতে ভ্রমিয়া বেড়ায় কত যুগ ॥
অঙ্গ হইতে আচম্বিতে জন্মিলেক জল।
সেই জলে ব্যাপ্ত হইল ব্রহ্মাণ্ড সকল ॥
নির্ম্মাণ করিয়া এক অশ্বথের পাত।
অঙ্গুষ্ট প্রমাণ হরি নিদ্রা যায় তাত (২) ॥
যোগনিদ্রা যান প্রভু অমায়া শরীর।
তাঁর অঙ্গ হ'তে আমি হইনু বাহির ॥
বরাঙ্গনা রূপে আমি স্তবিলাম সাক্ষাৎ।
তখনে চেতনা পেলেন ত্রিজগতের নাথ ॥

(১) পুত্তলি—চক্ষুর কাল গোলাকার অংশ।

(২) তাত—তাহাতে।

প্রকৃতি প্রকাশ দেখি পুলকিত চিত।
অঙ্গ হ'তে পতন হইল আচম্বিত ॥
তাহাতে জন্মিল এক পুরুষ উত্তম।
অনাদি হইল নাম, অনাহেতু জন্ম ॥
তাঁর ঠাঁই আমাকে করিয়া সমর্পণ।
পুনরপি যোগ নিদ্রা যান নারায়ণ ॥
সৃজন করিতে আমার মনে হইল আশ।
সেই হেতু অনাদির সঙ্গে করি বাস ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই দেব জন্মিল তখনে।
জন্মিয়া জিজ্ঞাসা কৈল অনাদির স্থানে ॥
মোসবার পিতৃ-কথা কহিবা আমাকে।
করিয়া মনন, যজ্ঞ সমর্পিব কাকে ॥
জ্ঞান না থাকিলে ধ্যানে বৃথা পরিশ্রম।
কহিবা উদ্দেশে কথা, সেই পুণ্য কর্ম্ম ॥
শুনিয়া অনাদি বলে করি অহঙ্কার।
আমা পরে এসংসারে কেবা আছে আর
আমারে করিয়া ধ্যান, মন কর যোগ।
কেন ভ্রম হয়, আমি সাক্ষাৎ স্বরূপ ॥
কোপিত হইল প্রভু, গর্ব্ব শুনি তান।
ভস্ম কইল অনাদিরে ভঙ্গ করি ধ্যান ॥
অনাদি নিধন করি কোপ নাহি ছুটে।
জিজ্ঞাসা করিল, ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকটে ॥

তোমা সবে কিবা ভাব, জন্ম কি কারণ।
কাহা হতে করিয়াছ শরীর ধারণ॥
বল শুনি কোন তত্ত্ব পাইয়াছ সার।
কোথা হতে জ্ঞান পে'লে, কারে ভজিবার॥
বিষ্ণু বলে আদ্য অনাদ্য হতে জন্ম।
তাঁর আজ্ঞা অনুসারে করি সব কর্ম্ম॥
তিনি সে ঈশ্বর মোর, আর কেহ নাই।
যাহা হতে জ্ঞান পাই তাহাকে ধিয়াই॥
শুনিয়া প্রভুর কোপ হইল অতিশয়।
কোপানলে ব্রহ্মা বিষ্ণু হইলেন ক্ষয়॥
এই মতে তিন দেব করিল নিধন।
অনাথিনী হ'য়ে আমি করিনু ক্রন্দন॥
কান্দিতে কান্দিতে হইল পঞ্চম অবস্থা।
মায়ায় মোহিত হইল, পরম দেবতা॥
সদয় হইয়া প্রভু সান্ত্বাইলা আমা।
'পুনঃ সৃষ্টি করি আমি' দুঃখ কর ক্ষমা॥
সাক্ষাৎ আসিয়া হরি বসি সেই ঠাঁই।
একত্র করিল সব ভস্ম (কায়া ছাই)॥
আমার চক্ষের জলে করিয়া মর্দ্দিত।
তাহা হতে তিন গুণ জন্মায় আচম্বিত॥
প্রথমে প্রলয় অংশ জন্মিল লীলায়।
নহে স্ত্রী, না পুরুষ, নপুংসক কায়॥

জন্মিতে হইল তাঁর পঞ্চটি বদন।
রজোগুণে ব্রহ্ম কায়া করিলা সৃজন॥
তদন্তরে স্বত্ব গুণে জন্মিল মুরারি।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম চতুর্ভুজ ধারি॥
পালন করিতে তাঁর, হলো অধিকার।
তমোগুণে পঞ্চমুখ করিতে সংহার॥
শিব রূপে জন্মিলেন সেইত অনাদি।
তবে প্রভু নির্ম্মাণ করিল বেদ বিধি॥
শঙ্কর ব্রহ্মারে বলে, দেখি বিত্তমান।
পঞ্চ মুখ ধর তুমি, আমার সমান॥
অমার সদৃশ আমি নাপারি দেখিতে।
এক মুখ বিদার করিল নখাঘাতে॥
চতুর্ম্মুখ হইয়া ব্রহ্মা হইলা বিস্ময়।
হেন কালে দুরন্ত অসুরের হ'ল ভয়॥
মায়া নিদ্রা যান হরি, মোহ হ'য়ে জলে।
মধু-কৈটব দুই দৈত্য জন্মে কর্ণ মুলে॥
ব্রহ্মাকে নাশিতে চায় পুরিয়া সন্ধান।
পলাইতে চায় ব্রহ্মা, নাহি পায় স্থান॥
হরি কায়া নাভি মধ্যে করিলা প্রবেশ।
তথাপি অসুরে তাঁর করিল উদ্দেশ॥
তথা থাকি ব্রহ্মা মোরে করিল স্তবন।
অসুর নাশিতে, হরি করিতে চেতন॥

মালসী।

তারা আমার মনে, রজনী দিনে, চিন্তা রবির সুত ভয়।
দীনের দীন হীন, আছে অল্প দিন, কখন কি জানি হয়॥
নির্ম্মল চরণ, না করলাম সাধন, না ভজিলাম সদা শিব,
অনিত্য বাসনা, জঠর যন্ত্রণা, কবে ছাড়াইয়া লবে গোমা॥
আমি দীন হীনের এই ছিল মনে, অভয়ার পদ সেবিব
জবা বিল্ব দলে, চন্দন মিশালে, ঐ রাঙ্গা চরণে দিব গোমা॥
টাটের উপরে, দিব্য পুষ্প নারে, নিত্য নিত্য সেবা করি,
জপি তব নাম, যবে করি ধ্যান, তখনে আমি যে মরি গোমা।
জগন্নাথ দাসে, শমন তরাসে, ডাকুছে কাতর হ'য়ে,
তন্থ অন্ত কালে, প্রাণ মুক্ত হ'লে, তরাইয়া লবে গোমা॥

নাভি রন্ধ্রে প্রবেশিয়া জাগাইনু নাথ।
চক্ষু মেলি দুই দৈত্য দেখিলা সাক্ষাৎ॥
সুদর্শন চক্রে কাটে তাদের শরীর।
অভয় পাইয়া ব্রহ্মা হ'লেন বাহির॥
ব্রহ্মা লুকাইয়া ছিল, যে নাভি পদ্মেতে।
বিমল হংসের ডিম্ব, নিঃসরিল তাতে॥
গোবিন্দ দিলেন তাহা ব্রহ্মা বিদ্যমান।
জ্ঞান হেতু দান কইলা বেদ চারি খান॥
তবে ব্রহ্মা সেই ডিম্ব বিদায়িয়া নখে।
চতুর্দ্দশ ভুবন, নির্ম্মিল একে একে॥

সুমেরু শিখর মধ্যে জন্মিল প্রচণ্ড।
কুর্ম্ম রূপে ধরিবারে ধরণীর দণ্ড॥
সপ্ত সিন্ধু জন্মিয়াছে সেই পরিমাণ।
দীর্ঘে পাশে ততদূর সৃষ্টির নির্ম্মাণ॥
স্থল পাইয়া বল কিছু হ'ল দেবতার।
হরিষে বসিয়া করে বেদান্ত বিচার॥
আদ্যা আদি প্রথমে জন্মিল চারি দেব।
চারি দেব, চারি বেদ অযোনি সম্ভব॥
শিবেতে জন্মিল বায়ু, ব্রহ্মাতে অনল।
বিষ্ণু হইতে জল হ'ল, আদ্যা হ'তে স্থল॥
এসকল প্রথমে ঈশ্বরে কইল দান।
তার পাছে যত হইল, ব্রহ্মার নির্ম্মাণ॥
চারি বেদ পাঠ ব্রহ্মা করি চারি মুখে।
অর্থ বুঝি বিবর্ত্তিয়া ছিলেন কৌতুকে॥
পীতবর্ণ ঋগ্বেদ জানিয়া প্রবীণ।
আপনে রাখিলেন ব্রহ্মা রজোগুণের চিন (১)॥
শ্বেত বর্ণ যজুর্ব্বেদ দিলেন বিষ্ণুরে।
নীল বর্ণ সামবেদ ধরিলেন শঙ্করে॥
অথর্ব্বেদ (২) রক্তবর্ণ সম্বরিতে নাই।
আপনে রাখিলাম আমি, পৃথিবীর ঠাঁই॥

(১) চিন—চিহ্ন।
(২) অথর্ব্ব-বেদ।

অষ্ট বেদ চারি বর্ণ জানিয়া নিশ্চয়।
এচারি একত্র হ'লে জ্যোতি রূপ হয়॥
তাহাতে জন্মেছে নাদ শব্দ একাক্ষর।
সেই দেব স্থিতি, যিনি পরম ঈশ্বর॥
পণ্ডিতে জানয়ে সেই অক্ষরের ভেদ।
সেপুনি সামান্য নয় প্রবেশিছে বেদ॥
এক নাম দুই অক্ষর শিব শক্তি হ'তে।
ত্রিগুণের তিন অক্ষর মিশিয়াছে তাতে॥
অপরে অনন্ত নাম বাড়িছে অক্ষর।
ব্রহ্মা হইতে জন্মিয়াছে যত চরাচর॥
যেই নপংসুক কায়া, করিছে সৃজন।
যোনি বীজ বলি তারে এই সে কারণ॥
প্রকৃতি রূপেতে আমি তাতে করি স্থিতি।
তাঁহা হতে হলো যত দেবের উৎপত্তি॥
বরুণ হইতে হইল ষোল কলা শশী।
অগ্নি হ'তে সূর্য্য হ'ল যাতে নিশি দিশি॥
ভূমি হ'তে বৃক্ষ হ'ল ব্রহ্মা হ'তে অন্ন।
বায়ু হইতে শমন হইল উপসন্ন॥
নীর হ'তে ক্ষীর হ'ল গুণ হ'তে মন।
বেদ হ'তে শাস্ত্র হ'ল লিখিয়া ভূবন॥
পুণ্য হ'তে পাপ হ'ল ধর্ম্মেতে অধর্ম্ম।
নাম হ'তে কাম হ'ল একাক্ষর ব্রহ্ম॥

প্রাণ হ'তে পুন্য হ'য়ে একস্থানে বাস।
যে বুঝে কার্য্যের সন্ধি, সে করে বিশ্বাস।
রাত্র হ'তে দিবা হ'ল পিতা হ'তে পুত্র।
ব্রহ্মায় করিলা ভেদ যত নাম গোত্র॥
ইহা হ'তে সুখ ভোগ জন্মেছে পশ্চাতে।
শুনেছ বিস্তার আছে, ব্রহ্ম পুরাণেতে॥
পূর্ব্ব মত সৃষ্টি ব্রহ্মা করিলেন সব।
তোমাতে কহিনু মাগো, প্রলয় উদ্ভব॥
তবে আমি নির্ব্বাণেতে যোগ সিদ্ধি করি
জন্মিনু দক্ষের ঘরে, সতী নাম ধরি।
রম্ভা শারদা আদি ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী।
সমস্ত দেবের পত্নী দক্ষের নন্দিনী॥
পূর্ব্বাপর জানি আমি বরিলাম হর।
প্রিয় ভাবে সেবা তাঁর করিনু বিস্তর।
শিব নিন্দা শুনি আমি পিতার ভবন।
যজ্ঞ স্থানে কায়াছাড়ি যোগে দিনু মন॥
হরি কায়া বক্ষেতে ছিলাম মণি পুরে।
দুষ্ট নাশ হেতু জন্ম, তোমার উদরে॥
উৎপত্তি হইয়ে সৃষ্টির পুনঃ হবে নাশ।
আসে যায় পাক পারে, পথের প্রকাশ॥
অনিত্য সংসারে, জন্মিয়াছে যত জীব।
স্ত্রীস্থানে শকতি বসে, ঘটে ঘটে শিব॥

শুভাশুভ লিখিয়াছে আয়ু পরিমাণ।
জরামৃত্যু সঙ্গে চলে নাহিক ছাড়াণ॥
বৃক্ষের পল্লব হেন বুঝি অভিপ্রায়।
এক আসে আর নাশে ভ্রান্তিতে ভ্রমায়॥
ভাঙ্গিয়া শক্তির হাট শূন্য করে সার।
সেই সে করিতে পারে শরীর বিচার॥
বায়ুতে ভেদয়ে নাদ নিরালম্বে ধ্বনি।
জাবাত্মা ধ্যাইয়ে সেই ঘটে শিরোমণি॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে খণ্ড খণ্ড স্থিতি।
পঞ্চাত্মা পরমেশ্বর তাহাতে বসতি॥
জাহ্নবী যমুনা তাতে বহিছে ত্রিবেণী।
চন্দ্র সূর্য্য বিকাশে, তথায় সৌদামিনী॥
তিন স্থান, তিন অক্ষর, চারি আছে ধ্যান।
বুঝিলে বিজ্ঞতা হয়, অজ্ঞানের জ্ঞান॥
মন যজ্ঞ যেবা করে পারয়ে দেখিতে।
মুক্ত হ'য়ে যায় সেই ভব-বন্ধ হ'তে॥
এতেকে জানিবা তুমি শক্তি হ'তে ভক্তি।
যা হ'তে নির্ণয় হয়, ঈশ্বরের প্রাপ্তি॥
প্রাণেরে পুণ্যে সে পালে পাপে পালে যম।
ঘটয়ে নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম পূর্ব্বের প্রার্থন॥
পুণ্য হ'তে বারি হয়, প্রাণীর প্রকাশ।
পাপ ভক্ষ্য না পাইয়া যম হয় ত্রাস॥

এথেকে করয়ে লোকে পুণ্যের সঞ্চয়।
ভাবিলে এসব ধান্ধা মূলে কিছু নয়॥
নাছিল সম্বন্ধ ভেদ, কেহ কারে দিয়া।
আমি সে ফিরাই সৃষ্টি মায়ায় মোহিয়া॥
তোমা' কহিলাম মাগো, যত পূর্ব্বাপর।
শুনিয়া ব্যাকুল হ'ল, মেনকার অন্তর॥
রাণী বলে মাগো, তুমি কইলে যত ইতি।
কন্যা জ্ঞানে তোমায় আমি না করিলাম ভক্তি॥
শুনিয়া তোমার কথা অন্তরে ডরাই।
প্রলয় কালেতে মোরে কোথা দিবে ঠাঁই॥
চণ্ডী বলে মাগো, তুমি চিন্ত কি কারণ।
রাখিব আপন অঙ্গে করি প্রাণপণ॥
এই সব আলাপনে রাত্রি প্রায় শেষ।
হেন কালে হইলেক নিদ্রার আবেশ॥
নাগ মুক্তা রামে বলে কঠিন তোর হিয়া।
হরি নিলে রত্ন ধন, হাতে হাতে দিয়া॥

মালসী।

কি কল্লে পাগলী মাইয়া।
শিশু ছলিছ জননী হইয়া॥
দিয়া ধন বুঝিলা মন, কাড়িয়া নিলা সেই রতন, কঠোর কঠিন তোমার হিয়া,
একে আছে ভব ঋণ, চিন্তায় তনু শুষ্ক তৃণ, তাতে বহ্নি মা দিলে জ্বালিয়া॥

দগধিয়া হিয়ানলে, জীবন মরণ দুই কালে, কে রাখিবে তাতে আদরিয়া,
যাকে হরিয়াছে বিধি, যদি না দেও সেই নিধি, কাজ কি আমার পাপ গৃহে
রইয়া॥

শিব রাত্রি চতুর্দ্দশী, স্বপনে দে'খেছি নিশি, প্রত্যক্ষ প্রভাত গেল পাইয়া,
দেবের দেব দিল যারে, শমন কেনে নিল তারে, না রাখিলা তাহার তরে
কইয়া॥

আমার যে কর্ম্ম ভোগ, তোমারে দেই অনুযোগ, প্রাণ কান্দে তারা পদ
ধ্যাইয়া। নাগ মুক্ত রামে কয়, কিশে চিত্ত ধৈর্য্য হয়, সেই ঔষধি মা
আইস লইয়া॥

মালসী

চরণারবিন্দে মন রেখেছি, নিয়ে যা'ক শমনে।
মনে মন্ত্র মহৌষধি, কি করিবে যতনে॥
না তুষিলাম দানে ধ্যানে, জপ না কল্লেম অভিমানে,
সব ত্যজিব, নাম জপিব, যে করে মায়ের চরণে॥

ইন্দ্রিয় বিষয়াভিমানে, সদা ভ্রমায় নানাস্থানে, অপরাধ ঘটায়েছি চরণে,
মা কি তাহা নাহি জানে, সদাই মনে স্থির না মানে, ভব তরিব
কিরূপ ভাবনে॥

এ ভয় যাবে, দিন কি হবে, তারিণীর নাম স্মরণে ; নাগ মুক্তা রামে,
ভাবিয়া মনে, তারিণী জননী শুন ; তরঙ্গ জলে, তরণী হীনে,
পার করি লহ আপনে॥

দিশা—(মাগো) তুমি ভিন্ন কে করিবে ভবসিন্ধু পার।
ওরাঙ্গা চরণ বিনে গতি নাহি আর॥

পদ—মেনকা চণ্ডিকা স্থানে এই আলাপনে।
আলস্যে পীড়িত হ'ল নিশি জাগরণে॥
শেষ রাত্রি কালে নিদ্রা হ'ল অতিশয়।
পবনে পঞ্চম গায়, প্রভাত সময়॥
পঞ্চশব্দী বাদ্য তবে বাজে যথা তথা।
হেন কালে জাগিলেন যতেক দেবতা॥
প্রজা সঙ্গে জাগিলেন রাজা হিমালয়।
নানা কার্য্যে পাঠা'লেন লোক সমুদয়॥
কলরব শুনি তবে পুরীর ভিতরে।
মেনকা জাগিয়া জাগাইলেন চণ্ডীরে॥
সখী সঙ্গে জাগিলেন, কার্ত্তিক গণেশ।
প্রাতঃকৃত্য করি তবে হরিষ বিশেষ॥
তখনে করিল স্নান রাজা প্রজাগণ।
দিব্য বস্ত্র পরিলেন মাল্যাদি চন্দন॥
কেহ আনে পুষ্পাদূর্ব্বা, দ্রব্য যত ইতি।
মহাষ্টমী যোগেতে পূজিতে পার্ব্বতী॥
গঙ্গা জলে মন্দির করিয়া প্রলেপন।
নানাচিত্র লেখি, ঢালে কস্তুরী চন্দন॥
হেন কালে স্নান করি, যত দেব-ঋষি।
দিব্য বস্ত্র পরি তবে সিংহাসনে বসি॥

চাহিতে চাহিতে হ'ল দশ দণ্ড বেলা।
মহাস্নান জল হেতু দেবগণ গেলা॥
রত্নাসনে বসি দেবী পরম কৌতুক।
বিল্বকাষ্ঠে দন্ত-ধাবি, পাখালিলা মুখ॥
যন্ত্রিগণে যন্ত্র বায় (১) তার নাহি সীমা।
রাজ্যের বাহিরে বাজে দগর দামামা॥
তুম্বুরি, মুম্বুরি, বাজে ভেরী যে বিশাল।
জয়ঢাক, মনদিরা, কাংস, করতাল॥
আর যত যন্ত্র বাজে রাজপুরী মাঝ।
ডম্পা, ডুম্বুর, আবরারি, পাখোয়াজ॥
দুতারা, সেতারা, বাজে আর বাজে বাঁশী।
তবল, তাম্বুরা, ঘণ্টা, শঙ্খ রাশি রাশি॥
এই মতে যন্ত্র সব বাজে যত ইতি।
সাজ করি আগু হইল (২) গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি॥
যত যন্ত্র নানা ছন্দে অষ্ট তাল ধরে।
যে মতে যে রাগ গায়, সেই তাল পুরে॥
ছয় রাগের আছে তবে রাগিণী ছয়ত্রিশ।
যে রাগে রাগিণী মিলে, গাইল হরিষ॥
এক যন্ত্রে এক রাগ তাল সঙ্গে বাট।
রাগ হ'তে সুললিত রাগিণীর ঠাট॥

(১) বায়—বাজায়।

(২) আগু হইল—অগ্রসর হইল।

রাগিণী গাইতে রস লাগে বামাস্বরে।
সকল পুরিতে তাহা গন্ধর্ব্বে না পারে॥
এক মহাদেবে পারে, অন্যে নাহি গতি।
যে রাগের যেই ছন্দ, জানে যত ইতি॥
মল্লার, মালব আর স্ত্রীরাগ তার শেষ।
বসন্ত, হিন্দোল আর কর্ণাট বিশেষ॥
ছয়ত্রিশ রাগিণী গায় এই ছয় রাগে।
মালবে মৃদঙ্গ যন্ত্রে বড় রস লাগে॥
ডুম্বুরে মল্লার রাগ শুনি সুললিত।
হিন্দোল বাঁশীর সুরে মিষ্ট লাগে গীত॥
শ্রীরাগেতে ধামা যন্ত্র, বসন্ত পাখোয়াজে।
কর্ণাটেতে বীণা যন্ত্র, অতি ভাল বাজে॥
আর সব যত দেখ রাগিণীর যন্ত্র।
বিচারিয়া কার্য্য নাই রাগ মালা তন্ত্র॥
মঙ্গল জোকারে নারীগণে গায় গীত।
নানা তীর্থ-জল আসি হ'ল উপস্থিত॥
প্রথমে সমুদ্র জল আনিল সকল।
লবণ-ইক্ষু-সুরা-সর্পী-দধি-সিন্ধু জল॥
দুগ্ধসিন্ধু জল আদি জলন্তকা পশি।
পবনে আনিয়া দিল সপ্ত কলসী॥
আত্রাই-গঙ্গা-গোদাবরী আর ভাগীরথি।
গঙ্গার কুণ্ড আদি যমুনা সরস্বতী॥

মহাযত্নে ষড় ঝারি করিয়া মাথায়।
আনিয়া গন্ধর্ব্বগণে রাখিল তথায়॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলা, সুরেশ্বরী জল।
প্রয়াগের ভৈরবাদি যতেক শীতল॥
পাতালেতে ভোগবতী নাগ অধিকার।
তথা হ'তে আনিলেক অনেক প্রকার॥
অনন্তে আনিল সিন্ধু-সঙ্গম হইতে।
অষ্ট কলস লইয়া দাঁড়া'ল সাক্ষাতে॥
শতমুখী জাহ্নবী যে বাহিনী ব্রাহ্মণী।
বার ক্ষেত্রগণে তাহা যত্নে দিল আনি॥
এই মত তীর্থ যত মুখ্য আছে নদী।
সর্ব্ব তীর্থ সরোবর শত ধারা আদি॥
লোকপাল গণে আনে করিয়া ত্বরিত।
সারিসারি রাখিলেক দেবের বিদিত॥
অষ্টোত্তর শত বার বসায় সম্মুখে।
জোকার মঙ্গল গীতি, নবনারী লোকে॥
সখীগণ চারিভিতে আছে দাঁড়াইয়া।
স্নান করাইতে লাগে তাঁর আজ্ঞা পাইয়া॥
তপ্ত-জল-মন্দ আনি ঢালিলেক আগে।
উথলে জলদ বাদ্য মেঘ-মল্লার রাগে॥
নৃত্যগীতে মিলিয়া যতেক সখীগণ।
হস্ত পদ অঙ্গ তবে করিয়া মার্জ্জন॥

সুশীতল জল আনি ঢালিলেক পাছে।
অঙ্গেতে পশিবে বলি, তিতা (১) বস্ত্রে মুছে ॥
গন্ধ তৈল মার্জ্জন করিয়া তার শেষে।
বৃন্দাবলী বাদ্য বাজে যন্ত্রক পিনাসে ॥
ঢালিল পঞ্চাশ ঝারি যমুনার জল।
স্বর্গমন্দাকিনী-জল যতেক শীতল ॥
সংক্ষেপে এসব স্নান করিলেন শেষ।
তখনে মৃত্তিকা স্নান করিল প্রবেশ ॥
ঐরাবত আনিদিল মৃত্তিকা, দন্তে তুলি।
বেশ্যা-দ্বারের মাটী (২) আনে, সমুদ্রের বালি ॥
তুলিল মৃত্তিকা আরো গোশৃঙ্গের আগে।
এসকল অতি শুচি মহাস্নানে লাগে ॥
বরাহের দন্তাঘাতে ভক্ষ্যকরি আশ।
সে মাটির সঙ্গে আনে শ্বেত-তরু ঘাস ॥
অঙ্গে ছোঁয়াইয়া তারে করিলেক ত্যাগ।
ঘোর গভীরে বাদ্য, গায় পঞ্চরাগ ॥

(১) তিতা—ভিজা।

(২) পুরুষ যখন বেশ্যা গৃহে প্রবেশ করে, তখন তাহার সমস্ত পুণ্য ঐ গৃহদ্বারে অবস্থান করে ; অর্থাৎ পুণ্যবান সমস্ত পুণ্য বেশ্যাদ্বারে রাখিয়া আসেন। এই জন্য বেশ্যাদ্বারের মৃত্তিকা উক্ত পুণ্য সমূহ দ্বারা পবিত্রীকৃত।

সমুদ্রের সপ্ত ঘটী জল বিদ্যমান।
রত্ন ঝারি ভরি তাতে করিলেক স্নান।
তদন্তরে পঞ্চ গব্য করিয়া পরশ।
প্রয়াগের জল ঢালে ঝারি অষ্টাদশ॥
মাধবী ভৈরবীর জল অধিক শীতল।
হরিদ্রা মণ্ডিত করি ঢালে সেইজল॥
তার শেষে করিলেন পঞ্চামৃতে স্নান।
গঙ্গা আদি জল ঢালে যতেক প্রধান॥
নানা তীর্থের জল করি একত্রে মিশাল।
স্বচ্ছন্দে হিন্দোল গায়, বিদ্যাধরী তাল॥
পাতালের ভোগবতী বিখ্যাত ভুবন।
সহস্র ঝারিতে জল করে বরিষণ॥
পবন আনিল জল, গঙ্গা কুণ্ড হ'তে।
জয়া বিজয়া দিলেন তাঁহার সাক্ষাতে॥
দেবের দুর্ল্লভ জল, ভুবন-মোহন।
অষ্ট ভৃঙ্গারেতে তারে করিলা স্থাপন॥
অঙ্গ মুছাইল তবে সখীরা মিলিয়া।
মুছিল কেশের জল তিতা বস্ত্র দিয়া॥
পরিয়া রত্নের সারি, তিতা বস্ত্র ত্যাগ।
বিষ্ণু তৈল দিয়া কেশ কৈলা ভাগ ভাগ॥
চাঁচর চিকুরে তবে বান্ধিল কবরী।
মণি রত্ন অলঙ্কার দোলে সারি সারি॥

সিন্দুর কাজল পুনঃ পরিলা তরুণ।
দেখিতে উদয় যেন প্রভাত অরুণ॥
নানাচিত্র হার গাঁথি পুরনারী লোকে।
কবরী বেড়িয়া মালা পরায় কৌতুকে॥
বসিয়া কনক পাটে হরিষ বিশেষে।
কার্ত্তিক গণেশ, স্নান কৈলা তার শেষে॥
রত্ন বস্ত্র পরি দুই বসিলা সংহতি।
একে একে বসিলেন দেব যত ইতি॥
তখনে করিতে পূজা রাজার আদেশ।
দ্রব্য সামগ্রী যত আনিল বিশেষ॥
তাম্র কুণ্ডে পাখালিল বিশুদ্ধ তণ্ডুল।
নৈবেদ্য নির্ম্মাণ করি রাখিল বহুল॥
চিনি-ননী-কলা-গুড়, শর্করা-সন্দেশ।
আম্র, কাঁটাল আদি যতেক বিশেষ॥
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু আর নারিকল।
নারেঙ্গ, কমলা আদি সুপক্ক শ্রীফল॥
কর্পূর, তাম্বুল রাখে অনেক প্রকার।
সপ্তমীর দ্বিগুণ কৈল লিখিতে বিস্তার॥
কুসুম-চন্দন লয়ে পুরোহিত বসি।
শ্বেত ধান্য, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা ও তুলসী॥
তীর্থ নাম লইয়ে যতেক গঙ্গা জল।
রত্ন বস্ত্র আদি করি, নানা জাতি ফল॥

কাঞ্চন দশাঙ্গ দীপ জ্বলে মন্দ মন্দ।
চৌদিকে ধূপের ধোঁয়া আমোদিত গন্ধ॥
তখনে বসিলা মুনি পূজিতে ভবানী।
গন্ধর্ব্বে কীর্ত্তন করে কেহ শঙ্খধ্বনি॥
নাগ মুক্তা রামে গায় অষ্টমীর পূজা।
মনো বাঞ্ছা সিদ্ধি করুন দেবী দশভুজা॥

নাচারি।

পূজাতে বসিল পুরোহিত।
বসায়ে দেবের ঠাট, মুনিগণে চণ্ডীপাঠ,
অর্ঘ্য দূর্ব্বা লয়ে যথোচিত॥
মাস-পক্ষ-তিথি-বার, মন্ত্রে করিয়া উচ্চার,
প্রথমে পূজিল গণপতি।
নানা পুষ্প বিল্বদলে, অর্ঘ্য দূর্ব্বা গঙ্গা জলে,
নিবেদি নৈবেদ্য যত ইতি॥
পঞ্চদেব পূজে রঙ্গে, দশদেব ইন্দ্র সঙ্গে,
হরি হর পূজিল যতনে।
শ্বেত পুষ্প নানামতে, দ্রোণ ধুতুরা তাতে,
তুলিয়া পূজিল জনে জনে॥

গ্রহগণ-দিকপাল, সংহতি পূজিল ভাল,
যোগসিদ্ধ যত নাগগণ।
ষড়াণন চতুর্ম্মুখ, পূজা হ'তে কৌতুক,
দেয় পুষ্প সগন্ধ চন্দন॥
আর যত দেব দল, তাহে দিয়া পুষ্পাঞ্জল,
ভবানী পূজিতে বসে শেষে।
স্বরূপ দেখিতে পাই, ধ্যান আহ্বাহন পাই,
মুলমন্ত্র জপিয়া বিশেষে॥
ধিয়াইয়া দশভূজা, গন্ধ পুষ্পে করে পূজা,
রাখিয়া নৈবেদ্য বিদ্যমান।
লইয়া গঙ্গার জল, রক্ত জবা শত দল,
চন্দনে মাখিয়া করে দান॥
আর যত পুষ্প নামে, তাহে দিয়া অম্বু ক্রমে,
লক্ষ জবা দূর্ব্বা ও অতসী।
এই কর্ম্ম অবসানে, বলিদিতে পশু আনে,
মেষ মৈষ ছাগ রাশি রাশি॥
স্নান করাইয়া তাকে, দেবীর সম্মুখে রাখে,
পুষ্পমালা চন্দন সিন্দুরে।
করিয়া উৎসর্গ দান, খড়গ পূজে বিদ্যমান,
ছেদন করিল একে বারে॥
রুধির সকল লইয়া, ঘৃত-মধু-রম্ভা দিয়া,
সাক্ষাতে রাখিয়া করে স্তুতি।

বাহির হইল লোক, সখা সবে কৌতুক.
তুষিল বাহন বর্গ যতি (১) ॥
বেদ মন্ত্রে যে উচিত, যজ্ঞ করে পুরোহিত,
সন্তুষ্ট করিলা দেবগণে।
ধিয়াইয়া সে আকৃতি, ভক্তগণে করে স্তুতি,
রাম নারায়ণ সূত ভণে ॥

মালসী।

কেনবা হেলায় জনম যায় গো জননী।
ভজন জপন ক্রিয়া শূন্য, পাপে লুপ্ত কৈল পুণ্য,
ভজিতে বাঞ্ছিত রাঙ্গা পায় ॥
এ ভব সংসারে আসি, দেখি বড় ভয় বাসি,
ভবে না করিনু পুণ্য কাম।
মিছা মায়ায় দিন যায়, এক নাহি সুধায়,
জঞ্জালে পীড়িত অবিশ্রাম ॥
নিত্য শমন আসে, মন কাঁপে সেই ত্রাসে,
পদতলে কর মোর স্থান।
বিষম সঙ্কটে পার কর মোরে এই বার,
তনে (২) মনে সমর্পিনু প্রাণ ॥

---

(১) যতি—যত।
(২) তনে—তনুতে, দেহে।

জীবন যৌবন গেলে, কি করিব অন্ত কালে,
বল কেবা করিবেক মুক্তি।
নাগ মুক্তা রামে কয়, এইসে শমন ভয়,
মা বিনে আর কে করিবে মুক্তি॥

দিশা—ভজন জানিনা গো, যা কর আপন গুণে।
ধূয়া—অন্য কথা না কহিও, লইতে মায়ের নাম।
ভক্তিতে শুনিলে হবে সিদ্ধ মনস্কাম॥
যাহাকে ভাবনা কর আছেন সমীপ।
অন্ধকারে দৃষ্টি যেন পৃষ্ঠে রাখি দীপ॥
আত্ম ভেদ না জানিয়া মন উচঞ্চলা।
নাম বিস্মরিয়া যেন শুধু জপ মালা॥
তীর্থ আহ্বাহনে মন দিগন্তরে ধায়।
মনেতে কপট রইলে ফল নাহি পায়॥
ঘরে বসি ধীরে ধীরে জপ মহাশিব।
ভক্তি হতে মুক্তি পেয়ে ত্রাণ পাবে জীব॥
পদ—করিয়া অষ্টমী পূজা হরিষ বিশেষে।
প্রসাদ পাইছে লোক যত রাজ্যে বৈসে॥
হেন কালে হইলেক মধ্যাহ্ন সময়।
স্মরণ করিল যত দেব সমুদয়॥
দ্বারেতে কপাট দিয়া স্মরিলেন গৌরী।
যত গৃহ কর্ম্ম করে মেনকা সুন্দরী॥

অবসর নাই রাণীর কর্ম্মের জঞ্জালে।
অন্তঃপুরে হিমালয় আইলা হেন কালে ॥
রাজা রাণী এক স্থানে, হরষিত বড়।
বিকালে করাতে পাক যুক্তি করে দর ॥
হেন কালে দেবগণে লইয়া বৃহস্পতি।
বেদ শাস্ত্র বিচারিছে খসাইয়া পুঁথি ॥
মহাসন্ধি প্রবেশ জানিয়া নিশা যোগে।
নারদেরে পাঠাইল মেনকার আগে ॥
মুনিকে দেখিয়া রাণী চমকিয়া উঠে।
আপন আসন দিয়া বসা'ল নিকটে ॥
মুনি বলে আসিয়াছি কহিবারে হিত।
আজি রাত্রি সন্ধি পূজা হ'ল উপস্থিত ॥
রন্ধন ভোজন আজি না হইবে ভাল।
সেই কার্য্য যত্ন করি করাও তৎকাল ॥
সাবধানে কর যদি, পূজা কঠিনতা।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তোমার হইবে সর্ব্বথা ॥
মেনকা বলেন মুনি করি নিবেদন।
সন্ধি পূজা নাম ধরে কিশের কারণ ॥
কে করিল এই পূজা, কিবা তার ফল।
সময় কেমন কালে কহিবা সকল ॥
মুনি বলে যখনে অষ্টমী হবে শেষ।
প্রথমে নবমী তিথি করিবে প্রবেশ ॥

মহামহেন্দ্র এই, থাকে অল্পক্ষণ।
এর মত শুভক্ষণ নাই ত্রিভুবন॥
এই কালে হর-গৌরী হ'ল অর্দ্ধ অঙ্গ।
তখনে হয়েছে এই পূজার প্রসঙ্গ॥
মেনকা বলেন মুনি, কহ পরিহাসে।
ভাঙ্গর জামাই তাঁরে এত ভাল বাসে?
রাত্রি নাহি বঞ্চে ঘরে, দ্বন্দ্ব করে ছলে।
এত প্রীতি হর গৌরীর হলো কোন্ কালে॥
প্রত্যয় না হয় মোর শুনি চমৎকার।
কহিবা নারদ মুনি এই সমাচার॥
মুনি বলে শুন তাহা কহি পূর্ব্বাপরে।
এসকল শিব আজ্ঞা শাস্ত্রে নাহি ধরে॥
মধু মাসে মহাবন্ধু যামিনী প্রবীণ।
শুক্ল পক্ষে অষ্টমী হইল দৈবাধীন॥
নিদ্রা যায় হর গৌরী পর্ব্বত কৈলাসে—।
শিবেরে চেতন করে ধুতুরার বিষে॥
ছট্‌ফট্‌ করি শিব কয় নানা কথা।
দিগন্তর ভ্রমি আসি, না রহিব হেথা॥
নিদ্রাতে চণ্ডীকে রাখি, বৃষ রাখি আগে।
অব্যাহত গতি দেব চলে নিশা ভাগে॥
কিঙ্কর সকল তাঁর পাছে পাছে যায়।
কোন্ পথে গেল শিব উদ্দেশ না পায়॥

চৌদ্দগিরি ভ্রমিলেন আঁখির পলকে।
অদ্ভুত পর্ব্বতে শিব মিলিল কৌতুকে॥
মন-পবন বৃক্ষ আছে সাগরের পার।
আড়ে পাশে চৌদ্দ ক্রোশ যোজন বিস্তার॥
সুমেরুর শৃঙ্গ প্রায় অধিক দীঘল।
সমুদ্রের বাত (১) লাগে অধিক শীতল॥
ডা'নে বামে আছে তার যত লতা তরু।
দেখিতে সুন্দর বন সুগন্ধিত চারু॥
সেই বৃক্ষে বসি শিব বড় হরষিত।
ডুম্বুর বাজায়ে তথা আরম্ভিল গীত॥
নির্জ্জীব সজীব হয় জীব নেয় কাড়ি।
গান শুনি ভূতগণে লইলেক বেড়ি॥
সাক্ষাতে দেখিয়া শিব সকল কিঙ্কর।
চণ্ডীকে না দেখি তুষ্ট হ'লেন শঙ্কর॥
শিব বলে ভাল হ'ল, সকলেই আইলা।
বিলম্বের কার্য্য নাই কর কিছু খেলা॥
চণ্ডিকার গতি নাই বসেছি বিরলে।
সন্তুষ্ট করিলে বর দিব এই কালে॥
এই কথা শুনি যত কিঙ্করের মেলা।
শিবের চরণ বন্দি আরম্ভিল খেলা॥

---

(১) বাত—বাতাস।

মল্ল যুদ্ধ করে কেহ কেহ ঢাক বায়।
কেহ কারে ধরি নিয়া সাগরে ফেলায়॥
রঙ্গ দেখে মহাদেব বসি বৃক্ষডালে।
শিরে বসি গঙ্গা হাসে, ভালে শশী জ্বলে॥
হেনই সময়ে এথা জাগিয়া পার্ব্বতী।
হস্ত প্রসারিয়া দেখে শিব নাই তথি (১)॥
অন্তরে বিষাদ গৌরী মনে পে'য়ে ব্যথা।
আমা ছাড়ি একেশ্বর শিব গেল কোথা॥
শয্যাতে বসিয়া চণ্ডী ভাবিল খানিক।
একে একে নিরখিয়া দেখে দশ দিক॥
তোমার চঞ্চলা কন্যা যেই খানে থাকে।
এক স্থানে বসি এই ত্রিভুবন দেখে॥
মনে মনে অনুমান করিলেন পাছে।
অদ্ভুত পর্ব্বতে শিব মন্‌-পবন গাছে॥
ঝুলি ঝুলি সঙ্গে বান্ধা বৃষ আছে ঘরে।
গঙ্গা ল'য়ে গেছে শিব প্রেমের নির্ভরে॥
ভাঙ্গড় শিবের আজি টুটাইব মান।
সাক্ষাৎ গঙ্গারে আমি দিব অপমান॥
এতেক বলিয়া দেবী চলিলেন তথা।
শূন্য ভরে চলি গেল সিংহ রইল এথা॥

(১) তথি—তথা।

মন-পবন স্কন্ধে দেবী হইল উপস্থিত ॥
চণ্ডীকে দেখিয়া শিব বড়ই লজ্জিত ॥
কিঙ্কর সকল পলায় ভঙ্গ দিয়া খেলা।
বসিতে গৌরবে শিবে চণ্ডীকে বলিলা ॥
বুঝিয়া চণ্ডীর কোপ কহে নানা কথা।
চণ্ডীকে ভুলা'তে শিব না পারে সর্ব্বথা ॥
চণ্ডী বলে তুমি যত কহ বারে বার।
নিশ্চয় জানিও ক্ষমা না করিব আর ॥
দণ্ড তিলে পলাও তুমি ভুলাইয়া রসে।
গঙ্গা ল'য়ে থাকে ফির আমার কি দোষে ?
অন্যে অন্যে গৃহ বাস এমন করে কে।
তারে লয়ে বঞ্চ তুমি পাগল করে যে ॥
পূর্ব্বমত কায়া ছাড়ি যোগে দিব মন।
পালন করিও তুমি পুত্র দুই জন ॥
না বলিব দুরক্ষর না পাড়িব গালি।
আজ হ'তে জানিও যে, কৈলাস হলো খালি ॥
কেবল আমিই যাই সকলেই আছে।
গঙ্গা ল'য়ে রঙ্গ কর ভ্রম গাছে গাছে ॥
শুনিয়া কাতর শিব, গৌরী কোপে জ্বলি।
ক্রোধ করি তখনে গঙ্গারে পাড়ে গালি ॥
সহজে নিলর্জ্জ তুমি হইয়াছ ছার।
হরি অঙ্গে জন্মি কেন এত কদাচার ॥

অনাদির আদি শিব, আমি জানি মর্ম্ম।
তাঁর শিরে বসি কর আপনি অধর্ম্ম ॥
ঘর্ম্ম হ'তে জন্মিয়াছ, নাম হরি সুতা।
ভ্রান্তিতে ধরিছে শিরে মূলে সব মিথ্যা ॥
ভূত লইয়া খেলা কর স্থাবর জঙ্গমে।
দ্বিচারিণী হ'লে তুমি মত্ত হ'য়ে কামে ॥
হাড় ল'য়ে ওলা মেলা মড়া ধোয়া পানি।
মাথায় ভাঙ্গয় শিবে ব'য়ে ফিরে শনি ॥
তোকে দিনু কৈলাস পুরী, আমি দেশান্তর।
তোর সনে এক ঘরে কার্য্য নাই মোর ॥
গঙ্গা বলে চণ্ডি, তোরা পাষাণের গোষ্ঠি।
আমাকে না বল্লে, নয় তোর মনতুষ্টি ॥
আমাহ'তে বেশী আছে তোমার কলঙ্ক।
যাচিয়া বহিলা বিয়া যোগ করি ভঙ্গ ॥
দেবগণে দিল তোমা অসুরের ভেট।
তারে মারি খেয়ে এলে রক্তে ভরি পেট ॥
ভাবি দেখ আমা হ'তে. তোমার লাজ নাই।
ঠান ঠমকা দেখাও, মৈষাসুরের ঠাঁই ॥
অন্তরীক্ষে লয়ে গেলা পাগল হ'য়ে কামে।
প্রাণ ল'য়ে সারি আইলা বড় পরিশ্রমে ॥
স্ত্রী হইয়া ভিন্ন পুরুষ সহিত সমর।
ভাঙ্গড় বর্ব্বর দেখি, লয়ে করে ঘর ॥

গঙ্গা বলে চণ্ডি, তোর আর এক খুঁটা (১)
হাত নাই পাও নাই, তোর বাপ ঠুঁটা ॥
পাখা কাটি পাড়িয়াছে ইন্দ্র বজ্রাঘাতে।
সুরতি শৃঙ্গার রস না জানে পর্ব্বতে।
কি মতে জন্মিলে তুমি, মেনকা কি সতী।
চণ্ডালে পড়িয়া আমার এতেক দুর্গতি ॥
চণ্ডী বলে এ কুকথা কহ ছার মুখে।
আমার বাপের বীর্য্য জানে দেবলোকে ॥
চলিতে পৃথিবীখান যায় রসাতল।
এতেকে রাখিছে দেবে করিয়া অচল ॥
তেজ বীর্য্য না থাকিলে কেবা করে বিয়া।
যদি তোমার মা থাকে, দেখ পরীক্ষিয়া ॥
মর্ত্ত্যলোকে গিয়া যত কর রঙ্গ রস।
পথ না ছাড়লে বাপে হ'ত অপযশ ॥
পাষাণ ভেদিয়া যখন আইলা স্বর্গ হ'তে
বিবাহ করিতে চায় ইন্দ্রের ঐরাবতে ॥
দেব হ'য়ে পশু পে'য়ে কেবা দেয় আশা।
মৈষাসুর দিয়া দিলা আমারে নিমিসা (২) ॥
তোর রূপ দেখিয়া পশুরা লোভ করে।
আগে আশা দিয়া, পাছে ভাঁড়ি (৩) আইলা তারে ॥

(১) খুঁটা—অপবাদ। (২) নিমিসা—অপবাদ।
(৩) ভাঁড়ি—প্রতারণা করিয়া।

ইন্দ্র আদি দেব যার ভয়ে পলাইলা।
শেষ ফল, তারে কাটি দিছি মুণ্ডমালা॥
রুধির করিয়া পান যত ছিল শেষ।
সে সব তোমার গর্ভে করেছে প্রবেশ॥
অস্থিচর্ম্মমাংস গ্রাস করিয়া গলিত।
পরমা বৈষ্ণবী তুমি সদাচার চিত্ত॥
খাও বা না খাও দে'খে গন্ধে উড়ে আঁতি।
হেন কদাচারী নারী শিবে বলে সতী॥
নির্ভয় করেছি দেখি ভ্রম কুতূহলে।
সে সব থাকিলে তোমায় ধরি নিত বলে॥
গণপতি পুত্র মোর নিরন্তর ধ্যান।
শুণ্ডে সিন্ধু শুষিয়াছে তুমি ছার জ্ঞান॥
তারকাক্ষ বধি রক্ষা কইল আর পুত্রে।
বল দেখি কোন্ কার্য্য হ'লো তোমা হ'তে॥
করিয়াছ এক কার্য্য কর যে বড়াই।
সগরের পুত্রগণের ধুইয়াছ ছাই।
শিবেরে স্তবন যবে কৈল ভগীরথে।
তার ঠাঁই তোমারে অর্পিল হাতে হাতে॥
স্বর্গ হ'তে খেদাইল দেখি দুরাচারী।
পাছে পাছে গেলা যেন বিলানিয়া নারী॥
অঙ্গভঙ্গ হাস্যলীলা পথে কৈলা যত।
ভক্ত ভগীরথ দেখি না হইল রত॥

এই মতে চণ্ডী তাঁরে নানা কথা কয়।
চণ্ডিকার মুখরতা গঙ্গা বড় সয়॥
বাদ তোলাতুলি করি একে অন্যে দ্বন্দ্ব।
কোপ নাহি টুটে চণ্ডীর শিব হ'ল ধন্ধ॥
চণ্ডিকার মুখে শুনি বচন উদাস।
কি কহিলে কি হইবে শিব মনে ত্রাস॥
শিব বলে চণ্ডি, তুমি ক্রোধ কর ক্ষমা।
গঙ্গার কিছু দোষ নাই শান্তি কর আমা॥
ভাঙ্গ ধুতূরা খে'লে রহিতে না পারি।
তাহার প্রতাপে আমি দিগন্তর ফিরি॥
হরিসুতা জানি গঙ্গা ধরিয়াছি শিরে।
এথেকে সন্দেহ তোমার হয়েছে অন্তরে॥
আজ হ'তে তোমাকে রাখিব অর্দ্ধ অঙ্গে।
যথা যাই তথা তোমায় নিয়ে যাব সঙ্গে॥
এত বলি চণ্ডিকারে রাখি বাম পাশে।
আলিঙ্গন করিলেন মনের হরিষে॥
অঙ্গে অঙ্গ মিশাইল বাহু চাপি ধরি।
অর্দ্ধ অঙ্গে শিব হইল অর্দ্ধ অঙ্গে গৌরী॥
রজতকাঞ্চনে যেন মিশে এক ঠাঁই।
দুই মাথা এক গ্রীবা, অঙ্গ ভেদ নাই॥
অর্দ্ধ অঙ্গে ভস্ম মাখা অর্দ্ধ রক্তাকার।
শিবের হৃদয়ে দোলে পার্ব্বতীর হার॥

বসিলা বৃক্ষের ডালে সিন্ধু বিদ্যমানে।
তখনে ভাঙ্গিল কোপ চণ্ডিকার মনে॥
শিবের আদরে দেবী বড় হরষিত।
তখনে কিঙ্করগণ হ'ল উপস্থিত॥

মালসা।

ঐ দেখহে' কাশীনাথের কি অভাব পড়েছে।
স্বরূপে রূপ মিশায়ে বাঁকা বেশে ব'সেছে॥
অর্দ্ধঅঙ্গ রজতপর্ব্বত জিনি আভা,
অর্দ্ধঅঙ্গে সুবর্ণ জিনিয়া করে শোভা।
অর্দ্ধশিরে জটাজুট ভুজঙ্গে বেড়িছে,
অর্দ্ধ শিরে মণিময় মুকুট শোভিছে॥
এক নেত্র ঢুলু ঢুলু করে সিদ্ধি খেয়ে,
আর নেত্র কজ্জল পূর্ণিত শোভা পায়।
এক কর্ণে শঙ্খের কুণ্ডল শোভিছে,
আর কর্ণে মাণিক্যের কর্ণফুল দুলিছে॥
অর্দ্ধগলায় হাড়ে মালা মহাশোভা তার,
মাণিক্যের হার দোলে অর্দ্ধেক গলায়।
কটিতটে বাঘাম্বর শঙ্কর পরিছে,
আর অর্দ্ধ কটি তটে রক্তাম্বর শোভিছে॥
এক পদে কাষ্ঠের পাদুকা শোভা পায়,
সুবর্ণ নূপুর দেখ শোভে আর পায়।

এক করে ডুম্বুর শঙ্কর ধরিয়াছে,
　　আর করে পদ্মপুষ্প মোহিনী ধরিছে ॥
এইরূপে লীলা প্রকাশিলা গঙ্গাধর,
　　হর গৌরীর রূপে হ'ল অর্দ্ধনারীশ্বর।
ও পদ ভাবিয়া দ্বিজ কালীদাস রচে,
　　এভব তরায়ে নিতে মা বিনে কে আছে ॥

শিব বলে ভয় নাই, নাই বিসম্বাদ।
খেলা করি পূর্ণ কর চণ্ডিকার সাধ ॥
এক খেলা খেল আসি মোর বিদ্যমান।
শিখাব অদ্ভুত বিদ্যা মন্ত্র দিয়া দান ॥
তবে শিব মন্ত্র দিলেন তা সবার কাণে।
কহিলা কার্য্যের ভেদ, অন্যে নাহি জানে ॥
মন্ত্র হ'তে ক্ষেত্রগণ পাইলেক সন্ধি।
আরম্ভ করিল পূজা হরগৌরী বন্দি ॥
শিব আজ্ঞায় কাটি আনে মন্পবনের ডাল।
ভূমিতে রোপণ তাহা করিল তৎকাল ॥
অগ্রভাগ নির্ম্মিলেক বিষ্ণুচক্র মতে।
পৃষ্ঠ চর্ম্ম বিন্ধাইল লোহার কালপুতে (১) ॥
বৃক্ষেতে আছিল যত মর্কটের সুত।
পাথায় ছান্দন দড়ি বড়ই অদ্ভুত ॥

(১) কালপুত—বঁড়শী।

বন্ধন করিয়া দিল সে বৃক্ষের আগে।
পবনে ঘুরায় চক্র দেখি ভয় লাগে॥
এক উঠে আর নামে দানবগণ যতি।
রঙ্গ দেখি বড় তুষ্ট হইলা পার্ব্বতী॥
শিব বলে এক্ষণে আসিয়া লও বর।
শুনিয়া কিঙ্করগণে দিলেক উত্তর॥
যাহা চাই দিবা তাহা কর অঙ্গীকার।
শিব বলে বাক্য ব্যর্থ না হবে আমার॥
পূর্ব্বেই করেছি আজ্ঞা মনে কল্প আছে।
সেই বর মাগি লও মনে যাহা রুচে॥
যক্ষগণে বলে প্রভো, যদি আজ্ঞা কৈলা।
যেই মন্ত্র বলে এক্ষণ করিতেছি খেলা॥
এই বিদ্যা আমার হ'ক, দেও অধিকার।
নানা স্থানে আমা সবে করিব প্রচার॥
ভজন পূজন আমা করে যেই লোকে।
এই মন্ত্র বিদ্যা আমি শিখাইব তাকে॥
তাতে মাত্র আপনি হবেন অধিষ্ঠান।
যদি আজ্ঞা কইলা প্রভো, বর দেও দান॥
শিব বলে দিনু বর নাহিক অন্যথা।
স্মরণ করিবা মাত্র অধিষ্ঠান তথা॥
যক্ষ অধিষ্ঠান বিদ্যা আছিল কৈলাসে।
দ্বাপরে প্রচার হ'ল বাণ রাজার দেশে॥

তবে যক্ষগণে কৈল সেই খেলা ভঙ্গ।
চণ্ডী সনে কৈলেন শিব অনেক প্রসঙ্গ॥
অঙ্গে অঙ্গে চণ্ডিকারে মায়াপাশে বান্ধি।
কৈলাসে যাইতে কৈলেন মনে মনে সন্ধি॥
শিব বলে শুন ওরে, কিঙ্কর সমাজ।
উপস্থিত হ'ল আসি এক মুখ্য কাজ॥
ছাড়িবে অষ্টমীতিথি আছে অল্পক্ষণ।
নবমী প্রবেশ হবে বড় শুভক্ষণ॥
এই কালে হরগৌরী পূজিতে উচিত।
যেই বাঞ্ছা কর তাহা মিলিবে ত্বরিত॥
যাহা বাঞ্ছা করহ পূরিবে মনস্কাম।
ব্যক্ত স্বরূপ নহে সন্ধিপূজা নাম॥
এইক্ষণে লয়ে যাও কৈলাস শিখর।
সময় হইল আসি বিলম্ব না কর॥
সেইক্ষণে লইয়া চলিল হরগৌরী।
যক্ষদানবগণে সিংহাসনে করি॥
একত্র বসা'লো নিয়া পূজার মন্দিরে।
পূজার সামগ্রী করে মিষ্ট উপহারে॥
চিনি-ননী-কলা-গুড়-গন্ধ-পুষ্প আদি।
বলি দিতে পশু আনে নাহিক অবধি॥
এ সকল দিয়া তুষ্ট করিলা ভবানী।
চণ্ডীবরে ক্ষেত্রগণ হ'ল পূজমানী॥

প্রথমে সুরথ রাজা কৈল দুর্গোৎসব।
সন্ধিপূজা আদি করি করিলেক সব ॥
শরৎকালে পূজিলেন শ্রীরামচন্দ্র রাজা।
সন্ধিপূজা আদি সব করিলেন পূজা ॥
এই মতে সন্ধিপূজা করি অভ্যন্তরে।
পূর্ব্বমত হইলেন কতক্ষণ পরে ॥
ভজিলে সঙ্কট হরে ফল রাশি রাশি।
কালোচিতে বলি দিলে স্বর্ণ হয় আসি ॥
পঞ্চদণ্ড রাত্রি পরে হইবে সময়।
শীঘ্র করি কর কার্য্য যা উচিত হয় ॥
গৌরীসনে একত্রে বসাব আনি হর।
বিষের ভাঙ্গের লাড়ু করিবা বিস্তর ॥
আমি গিয়া শিবেরে আনিব যত্ন করি।
তাঁর সনে একাসনে বসিবেন গৌরী ॥
চলিলা নারদ মুনি এ কথা সম্ভাষি।
হেন কালে দিবা অস্ত, সন্ধ্যা হ'ল আসি ॥
জোকার মঙ্গলগীত নারীসবে মিলি।
গন্ধর্ব্ব কীর্ত্তন করে লোকে হুলাহুলি ॥
শতেশতে কাঞ্চন প্রদীপ জ্বালি ঘৃতে।
গভীর ঘণ্টার নাদ, শঙ্খ পূরে তাতে ॥
তখনে দেবীর আগে আনি দিল জল।
চরণ পাখালি বৈসে দেবতা সকল ॥

সন্ধ্যা-আহ্নিক করে বসি যথা তথা।
হরগৌরী আদি করি যতেক দেবতা॥
পুনর্ব্বার পবিত্র করিল রাজ্যখণ্ড।
এই মতে হইলেক রাত্র তিনদণ্ড॥
স্নান করি পুরোহিত বসিল মন্দিরে।
নৈবেদ্য নির্ম্মাণ করে মিষ্ট উপহারে॥
চিনি-ননী-কলা-গুড় রাখিলেক আগে।
দিব্য পুষ্প জল আদি যে সকল লাগে।
এসকল প্রস্তুত করিয়া এই মতে।
নারদ চলিয়া গেল শিবেরে আনিতে॥
নারদ বলেন মামা, আজি সন্ধি পূজা।
তোমা নিতে পাঠাইলা হিমালয় রাজা॥
একালে আসিয়া বসো গৌরীর সহিতে।
তবে হয় সন্ধি পূজা ভাবি দেখ চিত্তে॥
বঞ্চিতে আপন-ঘরে দ্বন্দ্ব কে না করে।
কঠিন দুর্জ্জন হ'লে সে রাখে অন্তরে॥
নারদ বচন শুনি এমত বিহিত।
পঞ্চবদনেতে শিব হাসিলা কিঞ্চিৎ॥
অনুমানে মুনি তাঁর পাইয়া আশ্বাস।
বৃষভ বান্ধিয়া থুইল দিয়া গলপাশ॥
বিবিধ প্রকারে তাঁর ভাঙ্গাইয়া রাগে।
লইয়া আসিল শিবে চণ্ডিকার আগে॥

দক্ষিণে বসেন শিব বামে বসেন গৌরী।
দেবগণ যত, বসিছেন সারি সারি॥
তখনে করিতে পূজা বসে সবমুনি।
গন্ধর্ব্বে কীর্ত্তন করে লোকে জয়ধ্বনি॥
প্রথমে চন্দন-গন্ধে পূজে গণপতি।
আদিত্যাদি পূজিলেক দশদিক্ পতি॥
পঞ্চদেব পূজিলেক বিষ্ণু আদি করি।
নানাদেব পূজা করি পূজে হরগৌরী॥
যেই বেশে নাশ কৈলা অসুরসকল।
সেই নামে সমর্পয়ে দিয়া গঙ্গাজল॥
দীপ-ধূপ-নৈবেদ্য তাম্বূল আদি করি।
করিয়া প্রচুর ভোগ তুষিলেন গৌরী॥
পঞ্চ-নৈবেদ্য তবে শিবে দিল দান।
পশুসব আনাইল করাইয়া স্নান॥
খড়গ-পূজা করি দিল সিন্দুরের ফোঁটা।
মৈষাসুর প্রীতে দিল মেষ একগুটা॥
এসকল উৎসর্গ করিল সমুদায়।
চন্দন পুষ্পের মালা পরাইল তায়॥
একেবারে এসকল বলি দিল দান।
ডাকিনী যোগিনীগণে রক্ত করে পান॥
পূজায় সন্তুষ্ট কৈল ভবানীর মন।
সন্তুষ্ট মহিষাসুর, যত সখীগণ॥

রুধির লইয়া থালে রাখিয়া নিকটে।
যজ্ঞ করে যত দ্বার ঢাকি অন্তস্পটে ॥
শতাবড়ী সিদ্ধি খেয়ে মন্দির ভিতর।
আনন্দে মগন হ'য়ে হাসেন শঙ্কর ॥
নৃত্য দেখিতে ইচ্ছা করে দেবগণ।
ডাক দিয়া নারদেরে আনিল তখন ॥
বিষ্ণু বলে শুন কই নারদ মহাঋষি।
নৃত্য দেখিতে হই সবে অভিলাষী ॥
শুনিয়া নারদ মুনি, হরিষ বিশেষ।
ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল প্রবেশ ॥
মেনকার স্থানে মুনি কহিল প্রসঙ্গ।
এ তিথিতে হরগৌরী হ'ল অর্দ্ধ-অঙ্গ ॥
দরশন করি কর সার্থক জীবনে।
এথায় বসিয়া আছ কোন্ প্রয়োজনে ॥
জামাতার ভালমন্দ শুন যা শ্রবণে।
সাক্ষাৎ দেখিবা রাণি! আপন নয়নে ॥
জামাই'র চরিত্র যত শুনিছ কুৎসিত।
দেখিলে সন্দেহ তব হইবে বর্জ্জিত ॥
পুরবাসী নারীগণ করিয়া সংহতি।
পূজার মন্দিরে তুমি যাও শীঘ্রগতি ॥
মণ্ডপেতে গেল রাণী হরষিত অঙ্গে।
পুরবাসী নারীগণ গেল তাঁর সঙ্গে ॥

তখনে নারদ মুনি শিব কাছে গিয়া।
কহিতে লাগিল কথা তাঁরে বুঝাইয়া॥
মুনি বলে লজ্জা নাহি ভেবো মামা তুমি।
এসকল আসিয়াছে কার্ত্তিকের মামী॥
নৃত্য দেখিতে তাঁরা একান্ত বাঞ্ছিত।
বাঞ্ছাপূর্ণ হেতু মামা নাচিবা কিঞ্চিত॥
শতবড়া সিদ্ধি পূর্ব্বে করেছে ভক্ষণ।
ক্রমে ক্রমে হইলেন আনন্দে মগন—
এক মুখে গীত গায় শিঙ্গা ধরে তান।
শুনিয়া মোহিত হ'ল অবলার প্রাণ॥
তার পরে ডুম্বুরেতে ধরিলেক তাল।
আরম্ভ করিল নৃত্য বাজাইয়া গাল॥
নাচে তালি তাতিয়া আর তাতিঙ্গ তান।
দেখিয়া রমণীগণ করিছে বাখান॥
একান্ত ভাবুক হয়ে নাচয়ে উল্লাসে।
ভূত-বেতালগণ নাচে চারি পাশে॥
নারদ বলেন গরুড় কিবা রঙ্গ চাও।
শিবকটিবন্ধসাপ সকলে খেদাও (১)॥
হা করি গরুড় আসে অতিশয় রোষে।
কটিবন্ধ পলাইল গরুড়ের ত্রাসে॥

---

(১) খেদাও—তাড়াইয়া দাও।

বাঘছাল পড়ি গেল শিব হলো লেংটা।
নারীগণে টানি দেয় লম্বা লম্বা ঘোম্‌টা॥
পবন পবন বলি ডাকে ঘনঘন।
পবন আসি উড়াইল ঘোম্‌টার বসন।
ছুটিছে রমণীগণ বস্ত্র দিয়া মুখে।
গরুড় রাখিছে দ্বার আচ্ছাদিয়া পাখে॥
সুচতুরা নারীগণে নিবাইল বাতি।
শিবভালে অর্দ্ধচন্দ্র আলো করে অতি॥
কান্দয়ে মেনকারাণী অধোমুখী হ'য়ে।
নতশিরে হাসে মুনি রাণীর মুখ চে'য়ে॥
মুনি বলে রাণা তোমার একি ব্যবহার।
সময় বহিয়া যায় জামাই দেখিবার॥
সরলমনে একবার উর্দ্ধমুখী হও।
কিমত জামাই পেলে বুঝে সুঝে লও॥
নাগ মুক্তারামে ভণে মনে অনুমানি।
কবিত্বের অপরাধ ক্ষমিও ভবানী॥

মালসী

(দেখ) ত্যজিয়া অম্বর, বাজা'য়ে ডুম্বুর,
ভোলা নাচে নগ্ন হইয়া।
বিযে বিশ্বম্ভর, নাচে দিগম্বর,
ক্ষণে ক্ষণে নাচে রইয়া॥

উলঙ্গ উন্মত্ত লম্পট দেহ (হে,) লাজে-ভীতে না চায় কেহ,
মেনকা লজ্জিত, ভয়ে চমকিত,
ক্ষণে ক্ষণে নাচে রহিয়া ॥
কর্ণেতে ধুতুরা, হাড়ের মালা হে,
করে শিঙ্গা শূল শোভে ভাল,
উল্টা'য়ে নয়ন, চাহে ঘন ঘন,
(নাচে) হেলি ঢলি ডুম্বুরা বাজাইয়া ॥
ভূত বেতাল সংহতি, নাচে তালি তাতি,
তাতিঙ্গ তান ধরিছে।
ভণে মুক্তারাম, ভাবে অবিশ্রাম,
রহিয়াছে ও পদ ধিয়াইয়া ॥

মালসী।

হর নাচে, আনন্দে মগন হর নাচে।
শিব নাচে শম্ভু নাচে, ভূতগণ লইয়া কাছে, হর নাচে ॥
ভোম্ব ভোম্ব বাজায় গাল, পঞ্চমুখে বাজায় তাল,
ভাবে মগন হইয়াছে ;—
ডম্প ডুম্বুরে, বেতালে তাল ধরে,
ধাইয়া নারীর কাছে ॥
শুনিয়া ডুম্বরের ধ্বনি, সর্পগণে ধরে ফণী
নাচিতে নাচিতে হয় ভোলা ;—
দেখিয়া পাগল ছন্দ, নারীগণ হইল ধন্ধ,
তরাসে মেনকা পলাইলা ॥

দেখিয়া নারীর রীত, শিব করে আরো নৃত্য
বিবস্ত্র হইয়া সভা মাঝে।
খসিছে পিন্ধন-ডুরী, রঙ্গচাহে লোকে বেড়ি,
শাশুরী নাচায় তাতে লাজে॥
নারদ বলয়ে পুনি, বস্ত্র পর শূলপাণি,
গুরু গর্ব্বিত নাহি মান ;—
নাগ মুক্তারামে কয়, কাতর হইয়াছি যেই ভয়
তা কি শিব নাহি জান॥

দিসা—অসার সংসারে মোরে দয়া কর।
পতিতপাবনী নাম কোন গুণে ধর॥
(হেন কালে গরুড় পক্ষী দ্বার দিল ছাড়ি।
তাড়া তাড়ি নারীগণ যায় অন্তঃপুরী॥)
উলঙ্গ হইল শিব তবু নৃত্যে মন।
নারদ আসিয়া তাঁরে পরায় বসন॥
মুনিপরশনে তাঁর ভঙ্গ হ'ল নৃত্য।
তর্জ্জিয়া নারদ তাঁরে কইল যথোচিত॥
মুনি বলে ভাঙ্গরবেটা এ কোন আবেশ।
গুরুগর্ব্বিত না মানিয়া হাসাও শ্বশুরদেশ॥
শিঙ্গাডুম্বুর ভাঙ্গি ভাসাইব গাঙ্গে।
সদায় উম্মত্ত তুমি ডুবিয়াছ ভাঙ্গে॥
যখনে হিমালয় রাজা বিয়া দিলা ঝি।
কহিতে না পারে তোমার বাপের নাম কি॥

তাহাতে বসিয়া রইলে হেঁট করি মাথা।
ভাঙ্গ খে'লে মুখে আসে পঞ্চ রসেরকথা॥
ব্রহ্মায় কহিল পরে যত নামগোত্র।
তখনে জানিল সবে কুলীনের পুত্র॥
শিব বলে ক্ষমা তোমা করিনু নারদ।
না বুঝ আপন কার্য্য এবড় বিপদ॥
এখনে চপলচিত্ত নাহি বুঝ কাজ।
ভাবের আবেশ হলে কোথা থাকে লাজ॥
কামাকেশ ভাবাবেশ ক্ষুধাকালে ভক্ষ্য।
লাজেতে হারাবে কাজ এ তিন অশক্য॥
জ্ঞানের পাগল আমি কহিয়াছ দড় (১)।
মিথ্যা কহি দ্বন্দ্ব লাগায় সে পাগল বড়॥
দুর্গতি পাসরে লোক যদি হয় ধনী।
বিচারিয়া কহ তোমার বাপ কোন্ মুনি॥
মুনি বলে কইতে পারি মামার হবে রোষ।
শিবসঙ্গে মোর দ্বন্দ্ব এযে বড় দোষ॥
এই মতে দুই জনে বিসম্বাদ করে।
মন দিয়া শুন যাহা হ'ল তার পরে॥
এথা হতে নারীগণ অন্তঃপুরে গিয়া।
কহিতে লাগিল কথা শিবেরে নিন্দিয়া॥

(১) দড়—যথার্থ।

মালসী।

রাণী গো, এই কি গৌরীর জামাই, যে বেটার গাল বাজায় ভোম্ ব'লে।
সব নারীলোকে, জামাই দে'খে, মেনকারে বলে॥

(রাণী গো) তোমার জামাই ভাল, দেখলাম ভাল,
ভাল কুলে শীলে;—
মাথে পিঙ্গল জটা, সর্প গোটা,
হাড়ের মালা গলে।
বিভুতি ভূষিত, দেখিতে কুৎসিত,
কোথাকার বাদিয়ার ছেলে।
বিকট বদন, উলট নয়ন,
এই জামাই কই পেলে॥
জামাই রাজ্যছাড়া, গলিত বুড়া,
দন্ত নাই তার মুখে,
তারে দেবের দেব মহাদেব,
কোন্ গুণে কয় লোকে।
হাতে লড়িভর, কাঁপে থর থর,
অৰ্দ্ধ শশী ভালে;—
দেবের আচার, নাই কিছু তার
কি দে'খে ঝি দিলে॥
তোমার গৌরীর জামাই, এমন জামাই,
জগতে কার আছে।
এসে শ্বশুরবাড়ী, বসন ছাড়ি,
লেংটা হ'য়ে নাচে॥

জাতি-কুল-মান, নাহি কিছু জ্ঞান,
সবাই থাকে ভূতের মেলে।
এমন নির্লজ্জ বর, ছিল গো তোর,
অভয়ার কপালে॥
তোমার সোণার গৌরী, কেমন করি,
ভিখারী কে দিলে ;—
কেবল নারদ মুনির, কথায় রাণী,
অমনি ভু'লে ছিলে।
বিধাতার লিখন, না যায় খণ্ডন,
কানাই-বলাই নাথে বলে ;—
বহু ভাগ্যবানের, ভাগ্যে দিলে,
এমন জামাই মিলে॥

শিবের ভুবনমোহন রূপ ধারণ।

বসনভূষণ শিব পরি সেই স্থান।
নিমিসে ধরিলা তবে অপরূপ ঠাম॥
কত কোটী চন্দ্রকান্তি দ্বাদশ অরুণ।
মদনমোহন রূপ বয়সে তরুণ॥
ভস্ম হাড়ের মালা বিষ অগ্নি নাশে।
শিরে টলমল গঙ্গা চন্দ্র তাতে ভাসে॥

যে জন দেখয়ে রূপ তার পাপ হরে।
নারীগণে প্রশংসা করিছে পরস্পরে॥
দেখিয়া বিস্মিত লোক মেনকা হাসে রঙ্গে।
আসিয়া বসিলা শিব ব্রহ্মাবিষ্ণু সঙ্গে॥
ভবানী বসিলা সঙ্গে লইয়া দুই পুত্র।
পূজা খে'য়ে হরিষে বসিলা দেবগোত্র॥
শরতযামিনী তাতে মলয়া বহে বায়।
যত ইতি দেবগণ বসিছে সভায়॥
কর্পূর তাম্বূল খে'য়ে বড় হরষিত।
সে কালে গন্ধর্ব্বগণ হ'ল উপস্থিত॥

দেবসভায়
অপ্সরা গণের নৃত্যগীত।

ইন্দ্র পাঠালেন যত অপ্সরাগণ।
নর্ত্তন করিতে তারা চণ্ডীর সদন॥
পঞ্চবিদ্যাধরী আইল সহিতে পুরুষ।
দেখিতে বিদ্যুৎ প্রায় দেবের সন্তোষ॥
সাজ করি দাড়াইল বিদ্যাধরীগণ।
চিত্রবিচিত্রসেন বিচিত্র বাহন॥

অনিরুদ্ধ মণিরুদ্ধ আর বিদ্যানন্দ।
ইন্দ্র সে প্রশংসা করে যার তালছন্দ॥
ভুবনমোহনরূপ অপরূপ সাজ।
মৃদঙ্গ মন্দিরা সঙ্গে আর পাখোয়াজ॥
রত্নবস্ত্র বিরাজিত রূপে জিনে কাম।
তার পরে কহি শুন অপ্‌সরীর নাম॥
গন্ধকালী তিলোত্তমা সুন্দরী সুরসা।
রম্ভা বিদ্যাধরী আর অনিরুদ্ধ-উষা॥
নাট্যগীতে বিশারদ এই পঞ্চরামা॥
যত অলঙ্কার পরে তার নাই সীমা॥
পীতচামর হাতে কনকের মুষ্টি।
নবমেঘ মূলে যেন অরুণের দৃষ্টি॥
নবহার গলে দোলে মণিময়হীরা।
অঙ্গুলের পর্ব্বে বান্ধা সুবর্ণমন্দিরা॥
নূপুরপঞ্চমস্বরে সুমধুর ছন্দ।
করেতে কাম-কঙ্কণ ভুজে বাজুবন্দ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল দোলে নাসায় বেশর।
বদনে মধুরভাষা কোকিলের স্বর॥
কাজলে অঞ্জন দিয়া সিন্দুরের রেখা।
কুঙ্কুমকস্তুরী পরে বিচিত্রঅলকা॥
মণিময়মুক্তা বান্ধা শোভিয়াছে খোপা।
পারিজাতসনে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা॥

কামেতে কুন্দিত অঙ্গ অতি সুগঠন।
দেখিলে সমাধি ভাঙ্গে তপস্বীর মন॥
চণ্ডীর সাক্ষাতে আইল সে পঞ্চ রূপসী।
নক্ষত্রে বেড়িল যেন পূর্ণিমার শশী।
তাল যন্ত্র হাতে ল'য়ে হ'ল আগুসার॥
মৃদঙ্গে টঙ্কার দিয়া কৈল নমস্কার॥
তার পাছে দেবগণ বন্দি একে একে।
করযোড় করি সবে দাঁড়াল সম্মুখে।
ইঙ্গিত করিয়া দেবী কৈলা অঙ্গীকার।
যন্ত্র ল'য়ে তত্ক্ষণে হ'ল আগুসার॥
অনিরুদ্ধে মৃদঙ্গ বাজায় নানা ছন্দে।
ঘাত দিয়া পাখোয়াজ লইল বিদ্যানন্দে॥
অষ্টতাল বাজাইয়া সুতালসঞ্চার।
একে একে ছয়রাগ করিল হুংকার॥
ছত্রিশ রাগিণী মিল করি রাগসঙ্গে।
আলাপে পঞ্চমরাগ অতিশয় রঙ্গে॥
কেহ বা হুংকার পূরে কেহ ধরে দিশা।
প্রথমে নামিল নৃত্যে রম্ভা আর ঊষা॥
মৃদঙ্গেতে ক্ষুদ্র তালী পাখোয়াজে তুরী।
পুনর্ব্বার প্রণাম করিল আগুসারি॥
খঞ্জনগমনে হাঁটে তাল হাতে পায়।
আর তিনবিদ্যাধরী মন্দিরা বাজায়॥

শূন্যে উড়ি দিয়া নৃত্যে করিলেক মেলা।
চলন্তচঞ্চলচিত্ত যেন রসকলা॥
নূপুরে পঞ্চম গায় সুমধুর রায় (১)
হংসরবকিঙ্কিনী টঙ্কার তোলে পায়॥
এই মতে কতক্ষণ করিলেক নৃত্য।
কটাক্ষে মোহিল সভা দেব হরষিত॥
তার পরে কাঁচাসরায় জ্বালি পঞ্চদীপ।
গন্ধকালী আনি দিল উষার সমীপ॥
সেই সরা হাতে ল'য়ে খানিক হ'ল স্থির।
পায়েতে ফেলায় তাল বুঝিয়া সুস্থির॥
এইকালে গায় গীত মালবমালসা।
হংসগতিনৃত্যে তবে চলিলা রূপসা॥
রাগেগাতে বিলাসিল তালে পাও ফেলে।
পবনে হিলায় যেন নীহার তোলে জলে।
আকাশে উড়ায় বায় ক্ষুদ্র-তুরি-ঘাত।
নাচিতে চঞ্চলপদ হ'ল অকস্মাৎ॥
অলক্ষিতচিত্ত সভা নৃত্যে আ'সে ভ্রমি।
শূন্যেতে ভ্রমিয়া বেড়ায় পা না ছোঁয় ভূমি॥
এই মতে নৃত্য উষা করে কুতূহলে।
পঞ্চপ্রদীপ শিরে সরা নাহি হিলে॥

(১) রায়—বোলে।

চাহিয়া পিছলে পাও দেখি তার নৃত্য।
রঙ্গ দেখি চণ্ডিকা হইল হরষিত॥
দেখিয়া বিস্ময় লোক কেহ আইলা ধাইয়া
ধ্যানভাঙ্গি তিনচক্ষে শিব র'ল চাইয়া॥
সমাধি ভাঙ্গিয়া শিব ফিরাইলা আঁখি।
ভাবেতে আকুলতনু বিষ্ণু তাহা দেখি॥
আর যত দেবগণ দেখে সেই রঙ্গ।
গরুড় নেহারে বিষ্ণুসেবা করি ভঙ্গ॥
শিবের বৃষভ ছিল তৃণ ভোজনেতে।
রঙ্গ দেখি চিবাইতে লাগিরৈল দন্তে॥
এই মতে দেবসভা দেখিয়া বিস্ময়।
চণ্ডিকা হইলা বড় হরিষহৃদয়॥
বহুমূল্য রত্নহার ছিল বিদ্যমান।
সন্তুষ্ট হইয়া তাহা উষায় কইলা দান॥
প্রণাম করিয়া শিরে নিলা সুবদনী।
তাহা দেখি পীতাম্বর দিলা চক্রপাণি॥
শঙ্করে কৌপিন দিলা ব্রহ্মা পটাম্বর।
আর আর দেবগণে দিলেন বিস্তর॥
ইন্দ্রে দিলা শুভ্রনেত দেখিয়া প্রধান।
কুবের করিল রত্নঅলঙ্কার দান॥
আর যত দেবে দিল তার নাই লেখা
বহুধনবস্ত্র দিল হিমালয়-মেনকা॥

সভাখণ্ডে যত দিল তার নাই অন্ত।
ইহাতে নাদিল যেবা সে বড় দুরন্ত ॥
ধর্ম্মঅর্থে ব্যয় হ'তে তুষ্ট নহে মন।
সুকার্য্যে কোথায় লাগে কৃপণের ধন ॥
নাখেয়ে সঞ্চয় করে কভু না বিলায়।
সে ধন আপন নহে পাপপথে যায় ॥
শক্তিমতে দান করে তারে বলি দানী।
কুদানে সুহৃদ বৈরী তারে না বাখানি ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য আদি যত দেব লোক।
দানফলে স্বর্গবাস পরম কৌতুক ॥
একগুণে দান কইলে শতগুণে পায়।
জন্মাবধি তার গুণ গাহিয়া বেড়ায় ॥
চণ্ডীবরে সভাখণ্ডের হউক কল্যাণ।
গায়েনকে (১) ধনবস্ত্র কিছু কর দান ॥
দেশে বিদেশে আমি তোমার গুণ গাই।
শুনিলে সন্তুষ্ট হবেন কার্ত্তিকের মাই ॥
তাঁর নাম শুনি দান করে যেই জন।
জগতজননী তারে দিবে শতগুণ ॥
চণ্ডীরবরে সভাখণ্ড সুখে বঞ্চ রাজ্য।
ধনে পুত্রে নিত্য বাড়ে করিয়া সুকার্য্য ॥

(১) গায়েন—যিনি (দুর্গাপুরাণ) গান করেন।

দুর্গতি বিমুখ হউক পাপ হউক ক্ষয়।
জন্মে জন্মে থাকে যেন ভবানা সদয়॥
রাগ-রঙ্গ-নৃত্য গীত সব হ'ল শেষ।
প্রসাদ পাইয়া লোকে নিদ্রার আবেশ॥
একে একে নিদ্রা যায় দেব যত ইতি।
শিব-সঙ্গে শয়ন যে করিলা পার্ব্বতী॥
রঙ্গরস কৌতুক শেষ নিদ্রা যায় সুখে।
হিমাল-মেনকা-নিদ্রা আদি দেব লোকে

নবমী-উষা।

সে খণ্ডেতে পুষ্পবন আছে চতুর্ভিত।
মুদিত কলিকাসব হৈল বিকাশিত॥
পুষ্পগন্ধে আমোদিত ভ্রমরার নাদ।
মকরন্দ পান হেতু একে অন্যে বাদ॥
ভ্রমরাদি বিহঙ্গম করে কলরব।
জাগিল দেবতা আদি পুরবাসী সব॥
শঙ্কর জাগিলা তবে পার্ব্বতীর সঙ্গে।
অন্যে অন্যে প্রাতঃক্রিয়া করিলেক রঙ্গে॥
আদেশিলা লোক যত যত্ন করি রাজা।
সম্মুখে প্রবেশ কইল নবমীর পূজা॥

রাজার আদেশ পে'য়ে করি অবিলম্ব।
দ্রব্য সামগ্রী আনে পূজার আরম্ভ॥
অগুরুচন্দন ফেঁশে তার অন্ত নাই।
শিবসঙ্গে স্নান কইল কার্ত্তিক-গণাই (১)॥
আর যত দেবে স্নান করিলা তখনে।
সিংহাসনে বসিলেন পরিয়া চন্দনে॥
দেখিতে দেখিতে হ'ল বেলা অতিশয়।
স্নান করিবার হেতু চণ্ডিকা বৈসয়॥
নানাতীর্থের জলহেতু দেবগণ ধায়।
নাগ মুক্তারামে কয় শিবের আজ্ঞায়॥

নবমী পূজা।

স্নান করে দেবী দশভুজা।
কনক আসন পাতি, তাতে বইসে পার্ব্বতী,
হরিষে বাপের ঘরে পূজা॥
গন্ধর্ব্বে বাজায় তাল, নৃত্যগাতে বাদ্য ভাল,
নারীগণে মঙ্গলজোকার।

---

(১) গণাই—গণেশ।

স্বর্গে মর্ত্ত্যে যত তীর্থ, সপ্ত সিন্ধু সহিত,
সব জল হ'ল আগুসার ॥
কলস ভৃঙ্গার ভরি, রাখিলেক সারি সারি,
আসিয়া সকল দেবগণে।
তপ্তজল ঢালি অঙ্গে, গন্ধতৈল তার সঙ্গে,
মার্জ্জন করিল সঙ্গীগণে ॥
সুগন্ধ লাগায়ে শেষে, আনি অষ্টকলসে,
সমুদ্রের জলে কইলা স্নান।
ঢালিয়া হরিদ্রাজল, যত সব সুশীতল,
তীর্থ নামে যতেক প্রবীণ ॥
অষ্টভৃঙ্গার আনি, শিরেতে ঢালিল পুনি,
গঙ্গা আদি যতেক বিশেষ।
সখীগণে তার পাছে, তিতাবস্ত্রে অঙ্গ মুছে,
দশহাতে চালিলেক কেশ ॥
পরিয়া রতনসাড়ী; তথা হলে আগুবারি,
বসিলা কনক পর্ব্বপাটে।
বিচিত্রকবরী বান্ধি, রতনপলকে ছান্দি,
কামসিন্দুর পরিলা ললাটে ॥
নয়নে কাজলরেখা, দুই পাশে অলকা,
ইন্দুবিন্দু নক্ষত্রমোহিনী।
রবিশশী অঙ্গেরয়, অলঙ্কার মণিময়,
অলক্ষিতে সাজিল ভবানী ॥

চাহিতে জুড়ায় আঁখি, অনিমিশে চেয়ে থাকি,
হেন সে সদায় মনে লয়।
ভণে মুক্তারাম দাসে, আমার কর্ম্মের দোষে,
ডাকিলে আমারে দয়া নয়॥

মালসী।

স্থির যে না হয় চিত্ত, কি মোর পরাণ নিত্য,
ডাকিলে না শুন গো জননী।
এভব সংসার হ'তে, না পারিব তরি যেতে,
কথনে কি হয় নাহি জানি॥
যেপদ ভাবনা করে, যোগী-যোগে সুর-নরে,
সেই পদ আমি কি পাইব।
বুঝিনু কর্ম্মের লেখা, চরণ নাপাব দেখা,
এথনে ভাবিতে দিন যাবে॥
জননীজঠর খেদ, তাহা দিয়া পরিচ্ছেদ,
আমাকে বারেক না চাও ফিরি।
যেজন কুপুত্র হয়, তাকে বুঝি দয়া নয়,
এহি দুঃখ ভাবিয়া সে মরি॥
ভণে মুক্তারাম নাগে, মনে বড় ভয় লাগে,
এ সব সংসার মিছা ধান্ধা।
যেজন যাহাকে ভজে, সে কি গো তাহাকে ত্যজে,
চরণমূলে মন রাখ বান্ধা॥

দিশা—মা বিনে এ সংসারে কে করিবে পার।
রক্ষা কর ভবভয়ে করিয়া নিস্তার॥
পদ—জঞ্জাল জ্বালায় দিন হেলে বয়ে যায়।
পরকাল না চিন্তিলে তরিতে উপায়॥
দ্রব্যসামগ্রী লইয়া করিয়া যতন।
স্নান করি বসিলেন পুরোহিতগণ॥
মিষ্ট উপহারে কইল নৈবেদ্য নির্ম্মাণ।
চাঁপা-সবরী আর কলা মর্ত্তমান॥
চিনি ননী শর্করা সন্দেশ নানা মতে।
মধু গুড় দুগ্ধ ক্ষার যত মিষ্ট জাতে॥
আম্র কাঁঠাল আদি ফল নানা যত।
নারিকেল আদি করি কব আমি কত॥
তণ্ডুল ঢালিয়া দিল করিয়া প্রচুর।
বুট মুগ আদি করি নানান অঙ্কুর॥
লক্ষ লক্ষ পাত্র ভরি থালি বারকুশে।
অষ্টমীর দ্বিগুণ করি রাখে চারি পাশে॥
এমতে নৈবেদ্য রাখি দীপ ধূপ গন্ধে।
পূজিতে দেবতাগণ বসিল সানন্দে॥
জোকারমঙ্গল নানা যন্ত্র পূরে কাটি।
আনন্দ হইল রাজ্যে তোলপার মাটি॥
শঙ্খঘণ্টা নৃত্যগীত মঙ্গলপাঠে ভাটে।
কেহ করে বেদ পাঠ কেহ চণ্ডীপাঠে॥

অর্ঘ্যদূর্ব্বা হাতে ল'য়ে পুরোহিতগণ।
শুভক্ষণে করিলেক স্বস্তি বাচন ॥
আর যত অনুষ্ঠিল যথা দেবরীত।
প্রথমে গণেশপূজি কইল হরষিত ॥
দীপ-ধূপ-নৈবেদ্য করি তাঁরে দান।
দিক্‌পাল লোকপাল পূজে বিদ্যমান ॥
পঞ্চদেব পূজি, পূজে দেব যত ইতি।
নানাদ্রব্যে পূর্ণপাত্রে পূজে প্রজাপতি ॥
বিষ্ণুকে পূজিয়া, পূজে দেবউমহেশ।
নানামিষ্ট উপহারে যতেক বিশেষ ॥
দ্রোণ ধুতূরা সহ দিয়া বেলপাত।
শতাবড়া সিদ্ধি দিয়া পূজে ভোলানাথ ॥
কার্ত্তিকেরে পূজিলেন দিব্যপুষ্প জলে।
করিতে দুর্গার পূজা বৈসে কুতূহলে ॥
লক্ষে লক্ষে নৈবেদ্য করিয়া নিবেদন।
দীপ-ধূপ-গন্ধ দিল তুলসী-চন্দন ॥
চন্দনে বেষ্টিত জল কনক-কমল।
রাঙ্গাপদে সমর্পিল দিয়া গঙ্গাজল ॥
লক্ষে লক্ষে বিল্বদল দূর্ব্বা ও অতসী।
পুনরপি আচমনী দিয়া রাশি রাশি ॥
আর যত পুষ্পদিল নাহিক অবধি।
তুষিল বাহনবর্গ মৈষাসুর আদি ॥

সঙ্গে যত সখীগণ করিয়া পূজন।
বলি দিতে আনিলেক যত পশুগণ॥
লক্ষে লক্ষে মৈষ মেষ ছাগ কোটি কোটী।
স্নান করাইয়া আনে নিয়া গঙ্গার ভাটী॥
উৎসর্গকারণ তারে দিতে বলিদান।
শতে শতে খড়্গ পূজে করাইয়া স্নান॥
চন্দন-সিন্দুর দিয়া অর্ঘ্যাদিল তাতে।
পুরোহিত বাহিরিল অসি নিয়া হাতে॥
একেবারে এসকল সব দিল বলি।
রক্তধারে নদী হইল রাজ্যে হুলস্থূলী॥
ঘৃতমধু রক্ত সঙ্গে লইলেক থালে।
সারি সারি নিবেদয়ে চরণযুগলে॥
দশদ্বারে অন্তস্পট বাহিরিল লোক।
সখীসঙ্গে পূজা খায় পরমকৌতুক॥
শিবের প্রেষক যত ভূত-প্রেত-যক্ষ।
একে একে তুষ্ট হইল সবে পেয়ে ভক্ষ্য॥
ব্রহ্মা আদি দেবে কইল পুষ্প-বরিষণ।
যজ্ঞহেতু বসিলেন যত মুনিগণ॥
মহাকুণ্ড করি যজ্ঞ লাগিল করিতে।
কেহ কেহ পুথি ডাকে কার শ্রুব হাতে॥
শ্রীফল আগর কাষ্ঠে বহ্নি প্রজ্বলিত।
শ্রাবণের ধারা প্রায় যজ্ঞে ঢালে ঘৃত॥

পূর্ব্বেতে যে মত যজ্ঞ মরুত্ত করেছে ।
একে একে করিলেক হোম যত আছে ॥
শতেকে সহস্রে ঢালে সুবর্ণকলসী ।
একমন্ত্রে একযজ্ঞ দেবগণ তুষি ॥
ঘৃতেতে মণ্ডিত করি কচিবেলপাত ।
দেবগণ প্রতি তাহা দিলেক পশ্চাৎ ॥
আকাশ পরশ করি জ্বলে হুতাশন ।
যজ্ঞ-ধূমে অন্ধকার গভীর গর্জ্জন ॥
ঘৃতসনে কুণ্ডে পড়ে যত বেলপাত ।
হাহাকার করি শব্দ উঠে অকস্মাৎ ॥
ইহাতে ভবানীদেবীর হইল সন্তোষ ।
যজ্ঞ হতে দেবগণের হ'ল পরিতোষ ॥
এই মতে যজ্ঞ কইল বেদ-পরিমাণ ।
লক্ষযজ্ঞ করিয়া করিল সমাধান ॥
নানাদ্রব্যে পূর্ণপাত্র দিয়া কুতূহলে ।
অগ্নিশান্ত করিলেক দধিমিস্টফলে ॥
পুরবাসী লোকসবে পায় আশার্ব্বাদ ।
পাইয়া চরণামৃত লইল প্রসাদ ॥
এই কালে লোকসবে লইলেক বেড়ি ।
শতাবড়ী সিদ্ধিলাড়ু নিয়ে কাড়াকাড়ি ॥
প্রসাদ বাঁটিয়া কেহ অন্ত নাহিপায় ।
এক জনের উপরে সহস্রজন ধায় ॥

দেবসৈন্যে নরসৈন্যে বড় হ'ল ঘটা।
কাড়াকাড়ি করি খায় যত পায় মিঠা॥
দেখিয়া চণ্ডিকাদেবী হরষিত মনে।
ডাকিয়া আদেশ কইলা তা সবার স্থানে॥
শিষ্যগুরুগর্ব্বিত এখন ভেদ নাই।
পঙ্ককরি পর্ব্ব গাও বসি রঙ্গ চাই॥
কারসঙ্গে কেহ এখন না করিও রোষ।
প্রচুরপ্রসাদ দিয়া করিব সন্তোষ॥
জলধরগণ যত ডাক দিয়া আন।
শুনিয়া বাজায় বাদ্য কৃষাণিধামান॥
দগরে মরুত সাজে মেঘ বাদ্যধামা।
জয়ঢাকে শিলাবৃষ্টি তার নাই সীমা॥
ভেরীনাদে ঘন ঘন বজ্র হয় পাত।
পঙ্কোৎসবে এসকল বাজে অকস্মাৎ॥
আবর্ত্ত সাবর্ত্ত আর দ্রুণ যে পুষ্কর।
তিনকোটী মেঘ ল'য়ে সাজিছে সত্বর॥
অন্ধকার দশদিক বন্ধসূর্য্যরথ।
দেখি আড়ম্বর যেন যুগান্তর মত॥
এইমতে সাজিয়া চলিল সর্ব্বজনা।
শিলাবজ্র মরুতেরে ইন্দ্রে কইল মানা॥
চৌষট্টি মেঘেরধার নামিল তখন।
চতুর্দ্দিকে বাদ্য বাজে শরতগর্জ্জন॥

বাড়িছে লোকের বল পেয়ে বৃষ্টিজল।
উনমত্ত হয়ে নাচে করি কুতূহল ॥
আকাশে উড়য়ে পঙ্ক শব্দবিপরীত।
নানান অভণ্ড (১) গায়, দেবী হরষিত ॥
চণ্ডী বলে মিষ্টপ্রসাদ সবে দিব দান।
কার গায় কতবল দেখি বিদ্যমান ॥
পুরোহিত প্রসাদ ফেলিল শতে শতে।
শূন্যে শূন্যে লুফিয়া লইল হাতেহাতে ॥
এক লক্ষ ফেলাইল কদলীর ছড়া।
পঙ্কমধ্যে পাঁড়ি (২) তাহা কইল গুঁড়াগুঁড়া ॥
সর্ব্বলোকে রঙ্গ চায় দেবী হরষিত।
কেহ কারে পেঁকে ফেলে হইয়া কুপিত ॥
দুঃখ পে'য়ে কেহকান্দে কারো উঠে হাস।
কেহ বা বাকল পায় কেহ পায় শাস ॥
দুইলক্ষ ফেলাইল কাঁঠাল পাকেনা (৩)।
কাড়াকাড়ি করি তারে খায় সর্ব্বজনা ॥
পঙ্কেতে পড়িয়া তার চাপে ছুটে হালি (৪)।
চতুর্দ্দিকে উড়ি যায় দিয়া গুরাতালি ॥

---

(১) অভণ্ড—অশ্লীল। (২) পাঁড়ি—পদদলিত করিয়া।
(৩) পাকেনা—পাকা। (৪) হালি—বীজ

আর যত খায় লোকে কত কব নাম।
তার পাছে ফেলাইল পার্ব্বতীয়আম॥
কাড়াকাড়ি করিতে বাকল হ'ল গুঁড়া।
মর্দ্দনে ঝরিছে রস কেহ চোষে বড়া (১)॥
ঝূকাসহ ফেলাইল ঝুনানারিকেল।
তাহারে দেখিয়া লোক হইল পাগল॥
দেবসৈন্যে নরসৈন্যে ধরিলেক বেড়ি।
হিমালয়ের মল্লগণে বলে নিল কাড়ি॥
চুড়াকর্ণ আদি করি আছে চৌদ্দমাল।
যার দন্তে কম্পবান ভূত-বেতাল॥
বুকে আচ্ছাদিয়া রাখে নারিকেলের ঝূকা।
যেই আসে কাড়ি নিতে মারে দড় (২) ধাক্কা॥
দন্তের কামড়ে কেহ ভাঙ্গি খায় শাস।
ছোলাসহ ধরে কেহ মুখে করি গ্রাস॥
প্রাণশক্তি করি কেহ যেতে নারে কাছে।
ক্ষুধিতশার্দ্দূলে যেন মৃগ ধরিয়াছে॥
এই মতে নারিকেল নিল মল্লগণ।
দেখিয়া কুপিত হইল ক্ষেত্র বারজন॥
কালকেতু নন্দী আদি শিবের কিঙ্কর।
নারিকেল কাড়ি নিতে ধাইল সত্বর॥

(১) বড়া—আঁটি। (২) দড়—শক্ত।

মল্লগণে আছাড়িয়া সভাবিদ্যমান।
কাড়ি নিতে নারিকেল দিল দড় টান ॥
রাখিতে না পারে তারে বলে নেয় কাড়ি।
চাঁড়ায় (১) কামর দিয়া দাঁতে রাখে ধরি ॥
কাড়াকাড়ি করিতে যে পিছলিল হাত ॥
কাড়ি নিল নারিকেল সঙ্গে গেল দাঁত ॥
মণ্ডিত-সিন্দুর হেন রক্ত পড়ে ধারে।
দুঃখ পে'য়ে মল্লগণে হাহাকার করে ॥
কার দন্ত ভাঙ্গা গেল কার হাতপাও।
ধারে রক্ত পড়ে কেহ ডাকে বাপমাও ॥
ক্ষেত্রগণে নারিকেল বলে নিল কাড়ি।
কৌতুকে গরুড়পক্ষী ধায় শীঘ্র করি ॥
বিষ্ণুকে প্রণাম করি মারে পাখসাট।
লঙ্কার দুয়ারে যেন লাগালো কপাট ॥
দেখিয়া বাসকির মনে হ'ল পূর্ব্ব কথা।
ভয় পে'য়ে মহাদেবের জটে গুঁজে মাথা ॥
ক্ষেত্রগণপ্রতি পক্ষী ধায় অকস্মাৎ।
কাড়ি নিল নারিকেল চণ্ডীর সাক্ষাৎ ॥
মার মার করি তবে ক্ষেত্রগণ ধায়।
পাখবায়ে ক্ষেত্রগণ গড়াগড়ি যায় ॥

---

(১) চাঁড়া—নারিকেলের শাসের উপরিস্থ দৃঢ় আবরণ।

গরুড়বিক্রম কেহ নাপায় দেখিতে।
পাখবায় ক্ষেত্রগণ উড়ে শতে শতে॥
সেবকের দুঃখ দেখি জন্মিলেক দয়া।
হনুমানে স্মরণ করিলা মহামায়া॥
চণ্ডীর স্মরণে সাক্ষাৎ এসে হনুমান।
অষ্টাঙ্গে প্রণাম তাঁরে কইল বিদ্যমান॥
পঙ্কোৎসবে নামিলেক বুঝিয়া ইঙ্গিত।
দেখিয়া গরুড় পক্ষী হইল কুপিত॥
ফলমূল সদা খায় শ্রীরামকিঙ্কর।
নারিকেল কাড়ি নিতে ধাইল সত্বর॥
কোপ করি গরুড় পক্ষী মারে পাখ বাড়ি।
লেজে পেচি হনুমান ধরিলেক বেড়ি॥
দুইবীরে মল্লযুদ্ধ লাগে কুতূহলে।
কেহ কারে পরাজিতে নাহি পারে বলে॥
রুষিল গরুড়পক্ষী মেলি দুই পাখা।
ভূমিতে পড়িয়া গেল নারিকেলের ঝুকা॥
দুইবীরে মল্লযুদ্ধ অতিশয় দুঃখে।
নারিকেল ল'য়ে গেল পুরবাসী লোকে॥
কুপিয়া গরুড়ে বলে হনুমানের ঠাঁই।
মরিতে আসিছ তুমি মোর দোষ নাই॥
বনের বানর হ'য়ে এলে গর্ব্ব করি।
বিষ্ণুর বাহন-নাম বৃথা আমি ধরি॥

আমারে জিনিতে এলে করিয়া কৌতুক।
এ দোষে লঙ্কায় গিয়া পুড়িয়াছ মুখ ॥
রাক্ষসেরা ধরি যত কইল বিড়ম্বনা।
জনমজারজ তুমি তাতে নাই ঘৃণা ॥
অঞ্জনাবে ঝিয়া কৈল কেশরীবানরে।
তুমি কেন বাপবলি ডাক পবনেরে ॥
সাতরাত্র সাতদিবা সুমেরুর শৃঙ্গে।
পূর্ব্বে হয়েছিল যুদ্ধ পবনের সঙ্গে ॥
সে পবন দৈবযোগে হয় তোর বাপ।
ভালমতে জানিয়াছে আমার প্রতাপ ॥
তার পুত্র হ'য়ে আইলা মোর সনে রণে।
কৌতুকখেলাতে আজি মরিবে পরাণে ॥
হনুমান বলে তুমি জান পূর্ব্বাপর।
প্রকাশ করিলে যত দোষ আছে মোর ॥
কদ্রুর দাসীর পুত্র হও মূঢ়মতি।
পাসরিলে বিড়ম্বনা কইল যত ইতি ॥
জ্ঞাতিরক্ত পান করি বেড়াও কৌতুকে।
বিষ্ণুভক্ত বলি তোমায় কয় কোন্ লোকে ॥
পবনের পুত্র আমি শ্রীরামকিঙ্কর।
দেখাও বিক্রম যত শক্তি থাকে তোর ॥
তুমিও বিষ্ণুকে ভজ আমি ভজি রাম।
বলের পরীক্ষা হবে করিলে সংগ্রাম ॥

এত বলি হনুমান লেজেধরে বেড়ি ॥
কোপিয়া গরুড়পক্ষী মারে পাঁখবাড়ি।
সেই ছিদ্রে মস্তকে করিল চঞ্চুাঘাত।
পর্ব্বত উপরে যেন হ'ল বজ্রাঘাত ॥
দারুণপাখের বাড়ি মারে বারে বার।
দুঃখ পে'য়ে হনুমান দেখে অন্ধকার ॥
নিঃশব্দ হইয়া র'ল ত্যজিয়া সংগ্রাম।
জপিল অন্তরধ্যানে শ্রীরামের নাম ॥
আজানুলম্বিতবাহু বাম করে ধনু।
ধ্যানেতে দেখিল বামে নীলবর্ণ তনু ॥
ভকতবৎসলপ্রভু দেখিয়া সাক্ষাৎ।
চেতন পাইয়া বীর উঠে অকস্মাৎ ।
গরুড়ের পাখে ধরি দিল একটান।
পঙ্কেতে পড়িল গরুড় সভাবিদ্যমান ॥
শমীবৃক্ষ কাছে দেখি আনিয়া উপারি।
গরুড়ের মাথে মারে দুহাতিয়া বাড়ি ॥
ক্রোধে বীরহনুমান কাঁপে থর থর।
পর্ব্বত হইতে ভাঙ্গি আনিল পাথর ॥
হনুমান বলে তুমি পাখে মার বাড়ি।
পাষাণচাপিয়া আজি প্রাণ লব কাড়ি ॥
শুনিয়া গরুড়পক্ষী অগ্নি অবতার।
ধাইয়া আসিল মুখ করিয়া বিস্তার ॥

পাখসাট দিয়া তারে মারে এক লাথি।
ভ্রমিয়া পড়িল বীর পাথর সংহতি ॥
মরমে পাইয়া ব্যথা মনে কোপ করি।
দুইবীরে মল্লযুদ্ধ হ'ল ধরাধরি ॥
গরুড়ের হাতপাও পেচি ধরে লেজে।
তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া তারে কহে পক্ষিরাজে ॥
বে মুর্খ কপির জাত ফিরিস ডালে ডালে।
অমৃতের ফল খেতে লঙ্কায় গেলে ফালে (১) ॥
বলেছলে মারিয়া রাক্ষস লাতিপাতি (২)।
তে কারণে বাড়িয়াছে বীরদর্প অতি ॥
আজিকে সারিয়া যেতে নাপাইবে পথ।
বুকচিড়ি রক্তে রাঙ্গা করিব পর্ব্বত ॥
এতবলি গরুড়পক্ষী ঝাড়া দিল পাখ।
পর্ব্বতের গুড়ি লয়ে মড়মড়ি ডাক ॥
মহাবল গরুড়পক্ষী পবনের শিক্ষা।
হনুমানের প্রতি আছেন সাপক্ষ চণ্ডিকা ॥
দুইবীরে মল্লযুদ্ধ লাগে পুনর্ব্বার।
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে শঙ্কা নাই কার ॥
পঙ্কেতে ভূষিত দুই আকৃতি বিভূতি।
দেখিয়া পাইল ভয় দেব যত ইতি ॥

---

(১) ফালে—লাফে। (২) লালিতপালিত—ছোটখাট।

পাখের বাতাস পে'য়ে সমুদ্র উথলে।
কেহ কারে পরাজিতে নাহি পারে বলে ॥
তর্জ্জনগর্জ্জনে হ'ল ক্ষিতিকম্পবান।
যুগান্তপ্রলয় যেন দেখি বিদ্যমান ॥
হাসেন চণ্ডিকাদেবী দেব চমকিত।
সৃষ্টিনাশ হবে বলি সকলে চিন্তিত ॥
ব্রহ্মাবলে দেবরাজ কিবা চাও রঙ্গ।
কৌতুকের মধ্য হবে নাশের প্রসঙ্গ ॥
সুরনর আদি করি সকলে অস্থির।
বাসবে ধরিয়া শান্ত করে দুইবীর ॥
হনুমানে গরুড়ে করিল গলাগলী।
তখনে প্রসাদ খায় সর্ব্বলোকে মিলি ॥
হস্তপদ দন্তভাঙ্গা ছিল যত লোক।
চণ্ডীবরে ভাল হ'ল দূরে গেল দুঃখ ॥
এথা হ'তে পঙ্কোৎসব সব হ'ল ভঙ্গ।
সন্তোষে বসিয়া লোক করে রাগরঙ্গ ॥

পশুবলি।

শ্রীদুর্গাপুরাণকথা ব্যাসমুখে শুনি।
করযোড়ে জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল পুনি ॥

শুন মুনি নিবেদন করি পুনর্ব্বার।
প্রকৃতিপুরুষ হ'তে জম্মেছে সংসার ॥
কীটপতঙ্গ আদি পশুপক্ষিগণ।
আর যত জন্মিয়াছে এ তিন ভুবন।
ত্রিভুবনে যত কিছু মায়ের সৃজন।
জগতজননী তাঁরে বলিহে কারণ ॥
আদ্যারূপে মহাশয়, শঙ্করঘরণী।
পরমাবৈষ্ণবী হেন কহিলে আপনি ॥
তাহাতে বাপের ঘরে পরম কৌতুকে।
পশুবলি দিয়া কেন পূজিলেক লোকে ॥
কোটিকোটি জীব দিল তাঁর অর্থে দান।
জীবের জীবন লইতে কেন শ্রদ্ধা তান ॥
এতেকে আমার মনের সন্দেহ না যায়।
জঠরে ধরিয়া তারে জননী কি খায় ॥
সদায় স্বাত্বিক ভাব যে হয় বৈষ্ণব।
কেন বা হইবে তুষ্ট করিয়া এসব ॥
ব্যাস বলে জ্ঞানমূল জানিবা সর্ব্বথা।
পশুবলি দিলে নষ্ট নহে বৈষ্ণবতা ॥
সুকার্য্যে বধিতে পাপ নাই কদাচন।
নিষ্ফল বধিলে পাপ হয় উপার্জ্জন ॥
বিষয়অন্তক তিনি জগতের মাও।
জীব দিয়া জীব পালে মনে ভাবি চাও ॥

একজীব তুষ্ট করে আর জীব দিয়া।
তাঁরমায়া কে পারে বুঝিতে বিবেচিয়া॥
সকলের মূল যিনি অনাদি পুরুষ।
সৃষ্টি করি রঙ্গ চায় অন্তরে সন্তোষ॥
এই সৃষ্টি যাবে তাঁর হাস্য পরিহাসে।
নৈরাকারে ত্রিভুবন গিলিবে গরাসে॥
গোবধে কি ব্রহ্মবধে নাই তাঁর ভয়।
তিনি সে করেন বুঝি পাপ অতিশয়॥
এই সব পাপে তাঁরে কিকরিতে পারে।
জন্মিলে অবশ্য মৃত্যু অনিত্য সংসারে॥
যে ভাবেতে যার মৃত্যু, হবে সেই ছলে।
'শমনে কাড়িয়া নিছে' এই কথা বলে॥
সেই সে শমন শিব জানিবা সর্ব্বথা।
যথায় জন্ময়ে জীব, মিশে গিয়া তথা॥
দেবী সে করেন সেই শিবের বিষয়॥
মূলেতে বৈষ্ণবী তিনি জানিবা নিশ্চয়॥
আপনি জন্মায়ে জীব রক্ষা করে পুনি।
সংহারে অপেক্ষা নাই ভক্ষয়ে আপনি॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডময় যাঁহার উদরে।
ভক্ষ্যদিয়া তাঁরে তুষ্ট কে করিতে পারে ?
ভক্তিভাবে যাহা দেও তিনি তাহা পায়।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম করিবারে চায়॥

পশুবধে ভক্তিহীন হেন কর জ্ঞান।
অসুর কাটিয়া কেন রক্ত কইল পান?
সেইসব অরিগণ ধরি দিব্যমূর্ত্তি।
মুক্ত হ'য়ে তরি যেতে করিল মিনতি॥

গীত-মালসী।

জনম চাইনা গো, অনিত্য সংসারে।
আসা যাওয়া সার হইল গো মা, জননী জঠরে॥
মায়াপাশে বেঁধেছ কসে গো মা, ভব কারাগারে,।
চোকবান্ধা বলদের মত গোমা, ঘুরাও নিরন্তরে॥
সুতজায়া কায়াছায়া গোমা, মনে হেন পড়ে।
বেলা গেলে সন্ধ্যা হ'লে গোমা, খুঁজে পাব কারে॥
দুঃখের অবধি না পাইলাম গোমা, জন্ম জন্মান্তরে।
অজ্ঞানসন্তান জেনে গোমা, না চাহিলে ফিরে
ভজনবিহীন শরৎবলে গোমা, এই করিও মোরে।
এ দেহ পতন কালে গো মা, জাগিও অন্তরে॥

দেবীবলে 'এজন্মে বধেছি কোপ করি।
পুনর্ব্বার জন্ম লয়ে ভব যাবে তরি॥
পশুর যোনিতে জন্ম লভিবা কৌতুকে।
তোমাসবে বলি দিয়া পূজিবেক লোকে॥

হরিনাম শুনাইয়া করিবে সংহার।
মুক্ত হ'য়ে তরি যাবে জন্ম নাই আর' ॥
শুনিয়া দেবীর কথা ভাবিয়া তখন।
পশুকুলে জন্ম লইল সেই দুষ্টগণ ॥
মহিষ হইয়া জন্মে মৈষাসুরের অংশ।
ছাগরূপে জন্ময়াছে রক্তবীজের বংশ ॥
আর যত দুষ্ট হ'লো নানা পশুপক্ষী।
আজ্ঞামতে পশুবধ এই হেতু লোখ ॥
এতেকে এসব দিয়া করে তাঁর পূজা।
অধিক সন্তুষ্ট তাতে দেবী দশভুজা ॥
কায়ক্লেশে পূজে কেহ ব্যয় করে হাতে।
মূল্য দিয়া আনে কেহ প্রাণপরিবর্ত্তে ॥
এসব কিঙ্করে খায় যারা আসে সঙ্গে।
দেখিয়া সন্তুষ্ট দেবী প্রেমে পূরে রঙ্গে ॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই তাঁর সবার সংহর্ত্তা।
সংসার সকল ভক্ষ্য তাঁরে বলি ভুক্তা ॥
শাস্ত্রমত চলাচল তারে আজি ত্যজে।
জ্ঞানহীন লোকে ইহা ভিন্ন হেন বুঝে ॥
রাজাবলে তাঁরমায়া কে বুঝে বিশেষ।
বিস্তারিয়া কও মুনি কি হইল শেষ ॥
মুনি বলে হেন কালে সন্ধ্যা হ'ল আসি।
ধূপ দীপ দশাঙ্গেতে জ্বলে রাশি রাশি ॥

পদপাখালিয়া দেবী বসিলা সানন্দে।
সম্মুখে কীর্ত্তন করে পরম আনন্দে ॥
সিদ্ধামুনি ভক্তগণ গলায় উত্তরী।
চণ্ডীকে স্তবন করে হয়ে সারিসারি ॥
নাগ মুক্তারামের ভরসা আর নাই।
অপরাধ ক্ষমা কর ভবতরি যাই ॥

মালসী।

এ দেহ পতন কালে গো মা, জাগিও অন্তরে ॥
মা তুমি করুণাময়ী, শুনিয়াছি দয়াময়ি,
ভবতরিতে ডাকি, আমায় দয়া নাই কেনে।
আজিকালি ক'রে আমার যমে দিন গণে।
যদি তোমায় দয়া নয় তরিব কেমনে ॥
মহামায়ায় বন্দী হইয়া ঠেকিয়াছি পাপে।
কখনে কি হয় জানি সদায় প্রাণ কাঁপে ॥
যতেক ভরসা ছিল সব গেল রইয়া।
মিছাভ্রমে রহিয়াছি রাঙ্গাপদ চাইয়া ॥
নাগ মুক্তারামে কয় কি আর নিবেদিব।
বুঝিনু মনের দুঃখ সঙ্গে লইয়া যাব ॥

দিসা—মায়কে ভজন কর তরি যাবে হেলে।
কোন কর্ম্ম সিদ্ধি নহে কাল বইয়া গেলে॥
পদ—এই মতে হরষিতে আছেন দেবতা।
মেনকা কহিতে আইল চণ্ডিকার তথা॥
রাণী বলে উমা বুঝি মনে দ্বিধা রাখ।
কিবা দিনু কি খাইলা নাবুঝিনু এক॥

রন্ধনের আয়োজন।

নানান জঞ্জালে আমি আপনা পাসরি।
খুঁজিয়া না খে'লে মাগো, নিজে হস্তে ধরি॥
মা'র ঘরে ঝি আসিলে কত খায় সাধি।
এ দুঃখেতে পুড়িয়া মরিব নিরবধি॥
মোরভাগ্যে আসিয়া হইলা উপসন্ন (১)।
আজি রাত্রি খাও মাগো একমুষ্ঠি অন্ন॥
মৃদুহাসি চণ্ডিকা করিল অনুমতি।
যাহা মনে বাঞ্ছা থাকে কর শীঘ্রগতি॥
বুঝিয়া চণ্ডার মন পরমকৌতুক।
রন্ধন সামগ্রী হেতু নিয়োজিল লোক॥

(১) উপসন্ন—সমীপবর্ত্তী, নিকটস্থ।

স্নান করি অষ্টজনে তরকারী কুটে।
হরিদ্রা মরিচ জিরা কেহ কেহ বাটে॥
তেজপত্র আদাবাটে লঙ্গ জাতি যতি।
ঘৃতেতে সম্ভার দিতে চূর্ণ করে মেথা॥
আর যত বসবাস বাটে তার সঙ্গে।
ডাইল ব্যঞ্জন তরে ছাল বাটা হিঙ্গে॥
পিষ্টক পায়স হেতু কেহ আটা ফেঁশে।
দুগ্ধ আবর্ত্তন হেতু কেহ কেহ ব'সে॥
অন্নের তণ্ডুল আনে হেমান্তিয়া শাইল।
কেহ পাখালিয়া আনে নানা বর্ণ ডাইল॥
যতইতি শাক তোলে তার নাই লেখা।
অম্বল করিতে আনে যত সব চোকা (১)॥
এসকল পাখালিয়া আনিলেক পুনি।
রন্ধনে প্রবৃত্ত হ'ল পঞ্চটি ব্রাহ্মণী॥
পঞ্চজন বসিলেন পঞ্চটি পাকালে (২)।
এক মুখে জ্বাল দিলে পঞ্চমুখে জ্বলে॥
পাতিল বসাল তাতে পঞ্চম বিংশতি।
তার মধ্যে তৈল ঘৃত ঢালে যত ইতি॥
মেনকা সাক্ষাতে বসি কহিল বিশেষে।
এমত করিবে পাক, সকলে প্রশংসে॥

(১) চোকা—টক, অম্ল। (২) পাকাল—উনন।

পূর্ব্বেতে অম্বল রান্ধ হইতে শীতল।
ভাল না বাসিবে কেহ উত্তপ্ত অম্বল॥
শুনিয়া রাণীর কথা পরম আনন্দে।
রন্ধন করিতে লাগে অনেক প্রবন্ধে॥
ঘৃত দিয়া শাক সব ভাজিল প্রথমে।
নানা তরকারি ভাজা করে অনুক্রমে॥
অম্বল রান্ধিয়া তবে নামালো তৎকাল।
লঙ্কা তরকারি আদি রান্ধিলেক ঝাল॥
পঞ্চ প্রকারে রান্ধে মনোহর ডাইল।
ঘৃতেতে সম্ভার দিয়া তারে লামাইল॥
আর যত দ্রব্যেতে করিল নানাবর্ণ।
শতেক ব্যঞ্জন রান্ধি পাক করে অন্ন॥
এই কর্ম্ম করিয়া হইল অবসর।
পিষ্টক পায়স তবে করিল বিস্তর॥
নানা মতে রুটি পুরি করি শীঘ্র গতি।
ফুল চিনি দিয়া ক্ষীর মধুর সংহতি॥
এই মতে মেনকায় করাইয়া পাক।
ভোজন করিতে পরে দেবতার ডাক॥

মেনকাকে সঙ্গে লইয়া দেবীর ভোজন।

ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব আদি যত দেবগণ।
সঙ্গে ল'য়ে বসিলেন হিমালয় রাজন॥
কনকের পাত্রে সব অন্নদিল আনি।
প্রত্যেক ব্যঞ্জন অন্ন 'খাইলা বাখানি॥
চিনি ননী কলা গুড় পরমান্ন পিঠা।
আম্র কাঁঠাল দিল যত সব মিঠা॥
খাইয়া দেবতাগণ বড় হরষিতে।
আচমন করি গিয়া বসিল সভাতে॥
কর্পূর তাম্বূল খে'য়ে যত দেবগণ।
চণ্ডিকারে যত্ন করে করিতে ভোজন॥
মেনকা হিমালয়রাণী অনেক যতনে।
হস্তেধরি বসাইল রত্ন সিংহাসনে॥
ভোজন করিতে দেবী বসিলেন রঙ্গে।
কার্ত্তিক গণেশ দুই বসে তাঁর সঙ্গে॥
চণ্ডিকা বলেন তবে শুন ওগো মাও।
একারম্ভে বসিয়া তুমিও কিছু খাও॥
তুমি না খাইলে আমি সর্ব্বথা না খাব।
মায়ে ঝিয়ে দেখা আর কবে জানি পাব॥

ছাড়াইতে নারে রাণী যত্ন দেখি তান।
রত্ন সিংহাসনে আসি বৈসে বিদ্যমান॥
রান্ধুনী ব্রাহ্মণীগণে করিয়া তৎকাল।
মেনকারে আনি দিল সুবর্ণের থাল॥
ডাবর ভৃঙ্গার দিল সুবাসিত জল।
কেহ অন্ন দেয় কেহ ব্যঞ্জন সকল॥
মেনকারে অন্ন দিল যত পরিপাটি।
রত্নথালে চণ্ডিকারে দিল অন্নগুটি॥
কিছু কিছু সর্ব্ব দ্রব্য দিয়া পঞ্চামৃত।
শর্করা সন্দেশ দিল গন্ধরাজ ঘৃত॥
সুগন্ধি কাসন্দি যার বাসে (১) সুগভীর
ঘ্রাণ হেতু কাটিলেক অনেকজামীর॥
জলহস্তে ল'য়ে দেবী পরশিলা অন্ন।
প্রথমে আনিয়া দিল শাক নানাবর্ণ॥
কাইচ মাইচ মেথিশাক নাম যার ডাক।
পুনর্ণবা কচু আদি এই পঞ্চশাক॥
এসকল শাক আনি দিল একে একে।
ঘৃত-অন্ন খাইলেক পুনর্ণবার শাকে॥
ভবানীর সঙ্গে খায় কার্ত্তিকগণপতি।
সম্মুখে মেনকা বইসে আনন্দিত অতি॥

(১) বাসে—সুগন্ধে।

দেখাদিখি মেনকায় করেন ভোজন।
মায়ে ঝিয়ে অন্ন খায় বড় শুভক্ষণ॥
চারি শাক শেষে খে'য়ে না রাখিল শেষ।
শুকত ব্যঞ্জন আসি করিল প্রবেশ॥
ক্রমে ক্রমে তাহা আনি দিল অষ্টাদশ।
খাইয়া গিরির সুতা বড় পাইল রস॥
বড়া করিয়াছে যত ফল-ফুল-তিলে।
মিষ্ট দিয়া ভাজিয়াছে ঘৃতের মিশালে॥
তার মধ্যে বসবাস দিছে নানাজাতি।
থাকুক খাইবে তারে, গন্ধে পূরে আর্ত্তি॥
তারে খে'য়ে হরষিত হ'ল দশভুজা।
অপরে ব্যঞ্জন আনে যত সব ভাজা॥
অম্লপাত্র নিকটে রাখিল একভিত।
খাইলা শীতল জল তৃষ্ণা হ'য়ে চিন্ত॥
সেই থালে আনিয়া দিলেক অন্নগুটি।
পরমান্ন পিঠা আর দুগ্ধপঞ্চবাটি॥
বড়াপুলী চাম্পাপুলী যত মত বড়া।
গোটা মিঠা আদি করি পুলী পাট মোড়া॥
রুটী পুরী কচুরী দুগ্ধ চিতল পিঠা।
এ'ল বড়া চন্দ্রকাইত যত সব মিঠা॥
ক্ষীরাপাতি সূর্য্যমণি জামাইপাগল পুলি।
কানাইবাঁশী পুলী আর মিষ্টমধুকলি॥

মোহনপুলী আদি করি যতেক প্রধান।
সুমিষ্ট কলার বড়া দিল বিদ্যমান॥
পোলতা (১) বার্ত্তকি আর উচ্ছিয়া উরসী।
ওল পাট ভাজা আর ঝিঙ্গা রাশি রাশি॥
কাঁচাকলা বেতশাক ঘৃত হ'তে তুলি।
বসবাস দিয়া ভাজা কুষ্মাণ্ডের জালী॥
কাঁকরুল কচুভাজা হলো অতিশয়।
থরুয়া করিছে ভাজা করি ঘৃতময়॥
এ সকল খে'য়ে দেবী বাসিলেন ভাল।
তার পরে আনি দিল যত সব ঝাল॥
ডা'লসঙ্গে রান্ধিয়াছে মান আর ওল।
গন্ধরাজের ডোগা দিয়া নানা সজের ঝোল॥
এসকল আনি দিল অনেক প্রকারে।
কিছু খেয়ে অন্ন সনে রাখিলেন তারে॥
পঞ্চ প্রকার আনে ডাইল মনোহর।
মাস মুগ বুট আর খেসারি অরহর॥
সকল ব্যঞ্জন হ'তে তাহাকে প্রশংসি।
বসবাস জিরা লঙ্গ ঘৃতে আছে ভাসি॥
এসকল আনি দিল অনেক প্রকারে।
শ্রদ্ধা করি কিছু কিছু খাইলেন তারে॥

---

(১) পোল্‌তা—পটল।

ঈষৎ হাসিয়া দেবী মধুরস ভাষা।
রান্ধুনী ব্রাহ্মণীগণে করিলা প্রশংসা॥

মালশী।

দেখ দেখ চেয়ে দেখ গো রাণী—কি আনন্দ হইয়াছে।
ভোজন কালে, কার্ত্তিক কোলে লইয়া গৌরী বসিয়াছে॥
সুত গণপতি, করিয়া সংহতি, বসেছে রত্নসিংহাসনে।
অন্নভরি থালে, ব্রাহ্মণী সকলে, লইয়া অমনি দাড়াইয়াছে॥
যোড় করি কর, বলে গিরিবর, তোমায় কি তুষিতে সাধ্য আছে।
জানিয়া শুধা (১), যদি রাখ ক্ষুধা, দোহাই লাগে কাশীনাথের॥
মনেছিল আশ, রইতে চরণ পাশ, কৃষ্ণকান্ত দ্বিজে রচে।
দেহ পদছায়া, হে দে গো অভয়া, শমন ভয়ে প্রাণ কেঁপেছে॥

তার পরে আনি দিল পঞ্চ যে অম্বল।
আম আমলকি আর করঞ্জা ডেকল॥
গুড় তরকারী দিয়া তাহার অন্তরে।
তিল চালিতা দিছে ঘৃতের সম্ভারে॥

---

(১) শুধা—শুধু।

অম্বল খাইয়া দেবী হইয়া আবেশ।
ডেফলের অম্বল কিছু রাখিলেন শেষ ॥
আটা-মধ্যে ক্ষীরা চিনি দিয়া অতিশয়।
ঘৃতে ভাজিয়াছে তাকে সুগন্ধিত ময় ॥
এ সকল আনিদিল চণ্ডিকার পাতে।
মেনকারে দিতে গেলে আচ্ছাদিলা হাতে।
সন্তোষে পূরিছে ক্ষুধা ভক্ষ্যে নাই মন।
কার্ত্তিক বলেন তাঁরে দেও কি কারণ ॥
বৃদ্ধ হলে ক্ষুধামন্দ নাবুঝিছ অর্থ।
আমার এদিকে আন তাঁর পরিবর্ত্ত ॥
অধিক খাইলে তাঁর পিণ্ডে হবে ব্যথা।
হাসেন চণ্ডিকা শুনি কার্ত্তিকের কথা ॥
রাণী বলে মিষ্টে মোর নাহিক পীরিতি।
চণ্ডিকার পাতে দেও খাউক দুইনাতি ॥
উপযুক্ত ভক্ষ্য নহে এ যে মাত্র শুধা।
মোরদিব্য লাগে মা গো, যদি রাখ ক্ষুধা ॥
একে একে চণ্ডিকা খাইলা প্রশংসি।
দুগ্ধসনে আনি দিল মিষ্ট আম্রাশি ॥
ইহাকে খাইয়া দেবীর হইল সন্তোষ।
তার পরে আনিদিল কাঁঠালের কোষ ॥
দুগ্ধেতে মাখিয়া দেবী খান কত গ্রাস।
তার পরে আনিদিলে কমলার শাস ॥

চিনি ননী কলা গুড় মিষ্ট যে প্রধান।
ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিল জামিরের ঘ্রাণ॥
এসব খাইয়া দেবীর শ্রদ্ধা নাই আর।
রান্ধুনীর প্রশংসা করেন বারেবার॥
শেষ রাখিলেন যত নাহিক অবধি।
মধুপান করি কিছু খাইলেন দধি॥
ডাবর ভৃঙ্গার দিয়া কৈলা আচমন।
বিচিত্র আসনে আসি, বসিলা তখন॥
কার্ত্তিকগণেশ আর মেনকা সুন্দরী।
আচমন করিয়া উঠিলা শীঘ্র করি॥
কর্পূর-তাম্বূল-বাটা আনে শীঘ্র-গতি।
লবঙ্গ এলাচ করি ফল নানা জাতি॥
মুখ শুদ্ধ কইলা দেবী বসিয়া তথায়।
মধুপানবশে কিছু অঙ্গ হিলোলায়॥
পিষ্টক পায়স মিঠা নানান প্রকারে।
খাইয়া সন্তুষ্ট হইলা বাপ মায়ের ঘরে॥
সেই সে প্রতিষ্ঠা মোর পাপ মুখে কইল।
পদমূলে জল দিতে মোর ভাগ্যে নইল॥
নাগ মুক্তারামে বলে এই দুঃখে মরি।
কর্ম্মে নাহি ছিল মোর পার কর তরি॥

মালসী।

মাগো কবে জানি দয়া হবে পতিত পাবনি।
লইলে ছায়া, না কর দয়া, বড় নিদারুণী॥
স্বপনে শয়নে, যখনে লয় মনে, শুনগো তারিণী।
এই সাধ মোর, অন্তরে নিরন্তর, নূপুরের ধ্বনি শুনি॥
না জানি তপন (১), ভজন জপন, তোকে পায় যোগিমুনি
সদয় হইয়া, বালক তরাইয়া, তবে সে মা হেন জানি॥
পড়িলে শঙ্কটে রাখিও নিকটে, বালক হেন জানি।
শমনের ভয়, মনে মোর লয়, চরণে রাখহ প্রাণী॥
নাগ মুক্তারাম, ভাবে অবিশ্রাম, শুনগো ভবানি।
দিয়া দরশন, পূর্ণ কর মন, জগতজননী॥

দিশা—আমার মনের অনল জ্বলে গো।
এবার যাইতে বলিও না॥
পদ—লইতে ভবানীর নাম না কর আলস্য।
পুণ্য প্রজ্বলিত হলে পাপ হবে ভস্ম॥
এই মতে ভোজন করিয়া হরষিতে।
বসিলা চণ্ডিকাদেবী মায়ের সাক্ষাতে॥

---

(১) তপন—তপঃ, তপস্যা।

কার্ত্তিকগণেশ গেলা আপন আসনে।
অন্যে অন্যে নিদ্রা যায় যত দেবগণে॥
মেনকার আজ্ঞা পে'য়ে নারদমুনিবর।
শিবেরে আনিতে গেলা চণ্ডীর বাসর॥
নারদ জানাল বার্ত্তা শিবের নিকটে।
সিদ্ধি খে'য়ে মহাদেব যোগে মন খাটে॥
শিব বলেন বড় সুখে আছি আমি এথা।
চণ্ডীর বাসরে আজি না যাব সর্ব্বথা॥
নিদ্রা যে'তে চাই আমি রাত্র অল্প আছে।
তুমি গিয়া বার্ত্তা কও শ্বাশুরীর কাছে॥
তুমিত সকলি জান আমি কব কি।
প্রভাতে ছাড়িয়া যেন দেন তাঁর ঝি॥
বিলম্ব হইবে বলি আমি আইনু নিতে।
দশদণ্ড মধ্যে যাত্রা কৈলাস যাইতে॥
স্নান ভোজন কাইল এথা না হইবে।
এই বার্ত্তা কহ কল্য সকালে যাইবে॥
নারদ কহিল আসি মেনকার ঠাঁই।
দেবগণ সঙ্গে তোমার রয়েছেন জামাই॥
আলস্যে পীড়িত তিনি মন খাটে যোগে।
আমাকে পাঠাইলা হেথা কৈতে তব আগে॥
প্রভাতে ছাড়িয়া দিবা তোমার দুহিতা।
বিজয়া-দশমী কাল জানালেম বার্ত্তা॥

সকালে কৈলাসে যাবেন আপনার পুরে।
আজিরাত্রি দেখি লও কন্যা লয়ে উরে (১) ॥
এথেকে তাঁহার আজ্ঞা রাখিবারে চাই।
নিমিশে হইবে কোপ পাগল-জামাই ॥
এই মত সমাচার মুনিমুখে শু'নে।
মেনকাশ্রবণ যেন হানিলেক বাণে ॥
তুষের অনল যেন জ্বলয়ে পরাণী।
অন্তর দগধি উঠে কুমারের পুনি ॥
দুই চক্ষু অশ্রুজলে হইল পূর্ণিত।
দেখিয়া দহিল তবে চণ্ডিকার চিত্ত ॥
শান্ত করে জননীরে সুমধুর বোলে।
মেনকা নিছিয়া তাঁরে বসাইল কোলে ॥

চণ্ডীর গমনবার্ত্তা শ্রবণে

মেনকার খেদ।

মালসী।

মা, আমি কি রব শুনি কা'ল আমায় ছেড়ে যাবে জননী।
তোমায় নিতে আসিয়াছে ঐ শূলপাণি

---

(১) উরে—বুকে (উরস্ শব্দ হইতে)

(রাণী) কোলে করি, মুখ হেরি, কহে কান্দিয়া,
বল গো, কি দোষে আমারে, মা, তুই যাবে ছাড়িয়া।
নিবে ঠাট চাঁদের হাট গো, করিয়া অনাথ।
অভাগী মায়ের শিরে দিয়ে বজ্রাঘাত।
তৃণকাষ্ঠে জ্বলে হুতাশন, তেমতি মনের-আগুণ,
করে গো দাহন, কিদিয়া নিবাব আমার মনের আগুন ॥
কা'ল শিব সঙ্গে, যাবে রঙ্গে, আমার কি উপায়,
কেমনে ছাড়িয়া দিব গো, আমার প্রাণ ফেটে যায়।
না হইল মাস পক্ষ গো, মাত্র তিন দিন,
ধৈরয না মানে প্রাণে সদা উদাসীন।
দ্বিতীয় তনয়-তনয়া, তুমি বিনে নাই গো অভয়া।
বহু ভাগ্যে পাইয়াছি, মোর হারানমণি ॥
দয়াময়ী নাম তিন লোকে জানাইলে,
কি দোষে দুখী আমি গো মা, মোরে নিদয়া হইলে।
আমি মরি তোমার লাগি গো, তোমার মনে নাই,
না দেখে ও চান্দমুখ কান্দিয়া বেড়াই।
কি মোর জঞ্জাল গৃহবাস, কাল মায়ের সনে যাইব কৈলাস
নিবে কি ফেলিয়া যাবে, বল গো জননী ॥
মাসে মাসে পক্ষ শেষে, করি গো গণন,
কাইল হবে দিবসে নিশি গো, ঐ মম ভবন।
তোমাকে পে'য়েছি, আমি গো অন্ধের নয়ন,
দেখে মুখ, জুড়ায় বুক, আনন্দ মনে,
জগন্নাথে বলে মেনকারাণী, কেন্দ না গো পাবে দেখা;
সম্বৎসর পরে ঘরে আসবে নন্দিনী ॥

রাণী বলে কি শুনিলাম কহিল নারদে।
মা তোরে লইতে জামাই আসিয়াছে ক্রোধে॥
বিলম্ব না হইল এথা সাত আট দিন।
তাতে এত অনুতাপ কোন্দলের চিন॥
এসকল শুনিয়া আমার প্রাণ কাঁপে।
জ্বালিয়া নিবানো অগ্নি মরিব এ তাপে॥
না দে'খে নিবৃত্ত হৈয়া ছিলাম এত কাল।
ঘরে আনি তোমায় দেখি বাড়ালাম জঞ্জাল॥
মুই অভাগিনীর দুঃখ কে করিবে ক্ষমা।
কি মতে বঞ্চিব মাগো, নাদেখিয়া তোমা॥
কল্য প্রভাতে তোমায় দিব যে ছাড়িয়া।
বল শুনি কিমতে বান্ধিয়া রাখি হিয়া॥
জামায়ের ঘরে যাবে শুনি মনে ত্রাস।
চান্দমুখে মলিনতা, না দেখি প্রকাশ॥
আজি নাহি দেখি তোমার মৃদু মন্দ হাসি।
কলঙ্কে বেড়িল যেন পূর্ণিমার শশী॥
পাগল জামাই ঘরে একে নাই প্রীতি।
নানা ছল করিয়া কোন্দল করে নিতি॥
ভালকথা কহিতে সদাই পাড়ে গালি।
রাত্রি কালে একাকিনী তোমা যায় ফেলি॥
তাঁর কাছে অন্নবস্ত্র না পাও খুঁজিয়া।
কি খাইয়া বঞ্চ মাগো, দুটী নাতি লইয়া॥

জিজ্ঞাসা করেছি আজি বিজয়ার ঠাঁই।
তোমার দরিদ্র ঘরে কোন দ্রব্য নাই॥

গীত-মালসী।

কেমন ক'রে অভয়া, বঞ্চিবে জামাই'র ঘর।
শূন্যপুরী একেশ্বর॥
এমন অজ্ঞান গৌরী, পাগল জামাই দিগম্বর॥
জামাই হেন করি জ্ঞান দেখ্‌তে গেলাম ধাইয়া,
দেখ্‌লাম সভার মাঝে নৃত্য করে উলঙ্গ হইয়া।
সর্পগণা ধরিছে ফণা শিরের উপর,
এমন সোনার ছাওয়াল গৌরী আমার, তার কপালে এমন বর॥
বিবস্ত্র তোমার জামাই পাগলের বেশ,
কেবা এমন ক'রে, নৃত্য করে, আসি শ্বশুরদেশ
গলায় হাড়ের মালা, গায়ে বাঘাম্বর,
শিরে জটা পাগল বেটা, হয় কি মা তোর যোগ্য বর॥
পঞ্চ মুখে সতত ভৈরবী গুণ গায়,
ভুজঙ্গ ভূষণ যেমন বাদিয়ার প্রায়।
ও পদ ভাবিয়া বলে দ্বিজ রাজ কিশোর,
সামান্য নগরে বসি ভজ দেববিশ্বেশ্বর॥

ব্যাকুল হয়েছি মাগো, এই সে প্রসঙ্গে।
ধন ধান্য দেই কিছু নিয়া যাও সঙ্গে॥
এই কথা শুনি তবে চণ্ডিকা বলিলা।
তুমি কি জানিবা মাগো, মোর শিব ভোলা॥
দণ্ডতিলে তাঁরে আমি যত কই ধাইয়া।
উত্তর না দেন তিনি মোর মুখ চাইয়া॥
দেবের দেবতা তিনি আদি যে পুরুষ।
আমি সে কোন্দল বাড়াই তাঁর নাই দোষ।
কোটী কোটী রত্ন তাঁর আজ্ঞায় উপজে।
সঞ্চয় করিয়া ঘরে না রাখেন লাজে॥
জগতে বিলায়ে তাঁর ঘর হ'লো খালি।
আমাতে বিদিত মাগো, তাঁর ঠাকুরালী॥
বিষ ভাঙ্গ খাইয়াঁ সদায় তিনি যোগী।
তাঁর কিছু ভক্ষ্য নাই, আমি রাজ্যভোগী॥
কুবের ভাণ্ডারী যার ধনের নাই অন্ত।
ভাগী সাজি (১) ঘরে নাই আপনে স্বতন্ত্র॥
যে সময়ে যাহা চাই অষ্টসিদ্ধি মিলে।
দশহাতে খাই বিলাই এই নানা ছলে॥
বহুমূল্য কও যারে মাণিক্যরতন।
আমার কৈলাসে তার কে করে যতন॥

(১) ভাগীসাজি—অপর অংশীদার।

এথা হ'তে ধন ধান্য দিতে চাও মোকে।
আমি পাঠাইব কিছু যদি কার্য্য থাকে॥
শিবের প্রসাদে আমার কোন্ দ্রব্যে ঊনা।
আমার লাগিয়া মাগো না কর ভাবনা॥
এইমতে চণ্ডিকায় বুঝায় মায়েরে।
শান্ত হ'য়ে কহে রাণী গদগদ স্বরে॥
পূর্ব্বেতে যেমত তুমি আছিলে চঞ্চলা।
এক্ষণে একান্ত তুমি হইয়াছ ভোলা॥
আজি যে কহিলে কথা কালি সে পাসর।
আপনে স্বতন্ত্র হ'লে কারে শঙ্কা কর॥
স্বর্গপুরে থাকিয়া দেবের কইলা হিত।
বিষ অগ্নি পুষাইলা ব্যাকুল হ'ল চিত্ত॥
বহুদিনে আসিয়াছ অভাগীরে স্মরি।
দেখা দিয়া ছলে ভাঁড়ি যাবে পরিহরি॥
নানাকথা কহিয়া পাষাণে বান্ধ বুক।
আমি সে উদাসী হব, তোমার কৌতুক॥
আসিছে পাগল জামাই যাউক ফিরিয়া।
যদি তুমি কও মাগো, না দিব ছাড়িয়া॥
এত বলি গলে ধরি চুম্বিলা বদন।
কান্দিয়া ব্যাকুল রাণী সজলনয়ন॥
পয়ার প্রবন্ধে গায় মুক্তারাম নাগে।
দরশন দিতে মোরে কত ধন লাগে॥

লাচাড়ি।

নিছিয়া গৌরীরমুখ, বিদরে মেনকারবুক
কান্দে রাণী ধরণ না যায়।
স্বপনে আসিয়া কইয়া, আমার বাড়া'লে দয়া,
ছলে ভাঁড়ি যাইবে হেলায়॥
আমার দারুণ চিত্ত, অনলে দহিবে নিত্য,
এদুঃখে ছাড়িয়া যাব ঘর।
না রইলা দিবস দশ, আপনে পরের বস,
কাঁদিলে আর কি হইবে মোর॥
কি লেখা করমে মোর, বসায়েছি পরের ঘর,
ইচ্ছায় গাঁটির রত্ন দিয়া।
কালি সে নৈরাশ হব, কার মুখ চাহি রব,
এই দুঃখে মরিব পুড়িয়া॥
ও চাঁদ মুখের বাণী, শুনিতে সাফল্য মানি,
যবে মোকে ডাক 'মা' করি।
এহেন গুণের নিধি, ঘরেতে আনিয়া বিধি,
দেখিতে নারিনু চক্ষুর্ভরি॥
দুই নাতি নিবা সঙ্গে, আপনে আপনরঙ্গে,
শোকানলে মরিব পুড়িয়া।
অভাগী মায়েরে চাইয়া, না টলে তোমার হিয়া,
দ্বিগুণ ভুলিবা তথা গিয়া॥

বঞ্চিলা দিবস তুই, তাতে কি করিব মুই,
না দিনু তোমার যোগ্য সাধা।
নাগ মুক্তারামে গায়, বৃথা কান্দ মেনকায়
নারাখ এসব মনধান্দ। "

মালসী।

কি দোষে ছাড়িবা জননী,
চরণ ভরসা বিনে, আমি অন্য নাহি জানি।
তুমি যদি ছাড দয়া, আমি দীনের দোষে,
কে তরাবে বালক জানি, রব কার পাশে॥
শত অপরাধি মোরে, দৈবে করিয়াছে,
এভব তরায়ে নিতে মা বিনে কে আছে॥
এইত মনের ভয় নিত্য তনু ঝরে.
চরণে শরণ লইনু, না ছাড়িও মোরে॥
নাগ মুক্তারামে ভণে করিয়া ভকতি,
জীতে না ছাড়িও দয়া অন্তে করো মুক্তি॥

দিশা—কোথা যাবে গো মা, আমারে ছাড়িয়া।
অভাগিনী মায় এখন মরিবে পুড়িয়া॥
পদ—রাণী বলে কালি তোরে নাদিব ছাড়িয়া।
অভাগিনী মা নইলে মরিবে পুড়িয়া॥

লজ্জায় না কও তুমি গৃহ ব্যবহার।
সখী মুখে শুনি চিত্ত দগধে আমার॥
নিকটে নাহিক তোমার সুজন পরশী।
গৃহ বিসম্বাদ তোমার ভাঙ্গাইতে আসি॥
ক্ষুধাকালে অন্ন নাপাও সদায় উৎপাত।
দুইরাত যাইতেই নিতে আইল তাত॥
নারদ পাঠায়ে করে এতেক চাতুরি।
তর্জ্জিব কঠোর বাক্যে লজ্জা পরিহরি॥
আজ্ঞা কর যাই আমি সভার গোচর।
ভর্ৎসিব তোমারে যে, না করে অনাদর॥
মা'র গর্ভজাত নহে বাপের নাম নাই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শুনাইয়া ভাঙ্গিব বড়াই॥
চণ্ডিকা বলেন মাগো ক্রোধে দিলা মন।
দেবের সভাতে তুমি যাবে কি কারণ॥
কে ঘুরা'তে পারে কার অদৃষ্টের বাটা।
দেবসভায় গেলে তোমা লোকে দিবে খুঁটা॥
মেনকা বলেন মাগো, কহ অকারণ।
ধরণী না কইল লজ্জা সীতার কারণ॥
উচিত কহিব আমি তোমার হিত কথা।
তাতে কত মোরে নিন্দা করিবে দেবতা॥
করিতে কন্যার হিত মায়ের নাই দোষ॥
এক ইতিহাস কই না করিও রোষ॥

সীতার বিবাহ কথন।

শ্রীরামে করিল যবে জানকীরে বিয়া।
বশিষ্ঠ মুনির সঙ্গে জনকপুরে গিয়া॥
রাজসভা বসিয়াছে বেষ্টিত মুণিগণ।
নৃত্যগীত মহোৎসব অনেক রাজন॥
ত্রিপুর বধিয়া তোমার দেব মহেশ্বর।
ধনুখান রাখি আইল মিথিলানগর॥
আচম্বিতে সীতায় খেলিতে বাল্যখেলা।
কৌতুকে তুলিল ধনু মনে করি হেলা॥
দেখিয়া জনকরাজা হইল বিস্মিত।
বিষ্ণুর ঘরণী হেন জানিলা নিশ্চিত॥
সেইক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিল পুনঃ পুনঃ।
হরের ধনুতে যেবা দিতে পারে গুণ॥
সেই সে সীতার বর নাহিক অন্যথা।
স্বয়ম্বর ধনুখান রাখিলেন তথা॥
প্রতিজ্ঞা বচন যখন কহিল জনকে।
যতইতি রাজগণ উঠিল কৌতুকে॥
ধনুক ধরয়ে কেহ দৃঢ় মুষ্টি করে।
কেহবা লড়ায়, কেহ লড়াতে না পারে॥
বড় বড় বীরগণ কত কব লেখা।
একে একে সবে কইল বলের পরীক্ষা॥

চারিদিকে রঙ্গ চায় যত প্রজালোক।
লজ্জা পেয়ে রাজগণ হইল বিমুখ॥
শ্রম পাইয়া কোন জনে করয়ে বিশ্রাম।
বশিষ্ঠের আজ্ঞা পেয়ে উঠিলেন রাম॥
নেতে আচ্ছাদন করি নালবর্ণ তনু।
দৃঢ়মুষ্টি করিয়া তুলিয়া লইল ধনু॥
পায়ে চাপি বামহস্তে গুণ চড়াইয়া।
টঙ্কার করিতে ধনু লইল তুলিয়া॥
সপ্তসিন্ধু টলমল দেখিয়া প্রতাপ।
টঙ্কার করিতে ধনু ধরিলেন চাপ॥
সন্ধান পূরিয়া গুণে যেই দিল টান।
মর মর শব্দে ধনু হ'ল দুইখান॥
আচম্বিতে হ'ল ভবে শব্দ ঘোরতর।
পর্ব্বত পাথর তরু পড়িল বিস্তর॥
সপ্তসিন্ধু আদি লড়ে পৃথিবীর কাঁপ।
স্বর্গমর্ত্ত্য আদি লড়ে সঙ্গে তোমার বাপ॥
সিংহাসনে রাবণরাজা লঙ্কাপুরী লড়ে।
ধনুর্ভঙ্গ শব্দে সেই ভূমিতলে পড়ে॥
বালবৃদ্ধ যুবা পড়ে হইয়া মূর্চ্ছিত।
পরাপর জ্ঞান নাই ভুবন কম্পিত॥
কর্ণতালি লাগি রইল নাহি শুনে বোল।
চারিদণ্ড ছিল সেই শব্দের হিল্লোল॥

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের বান্দয়া চরণ।
সভাতে বসিলা রাম সহিতে লক্ষ্মণ ॥
চেতন পাইয়া সভা বইসে পূর্ব্বমত।
ক্ষণেকে হইল যেমন যুগ পরিবর্ত্ত ॥
পুনরপি নৃত্যগীত হয় হরষিতে।
জনকে করিল আজ্ঞা সীতাকে আনিতে ॥
পুষ্পমালা চন্দন গন্ধ বাটা ভরি।
সীতাকে লইয়া আইল সঙ্গে সহচরী ॥
সমান বয়সী সঙ্গে সখা পাঁচ সাত।
জানকীরে লয়ে আইল সভার সাক্ষাৎ ॥
রাজ সভা বসিয়াছে শ্রীরাম প্রভৃতি।
সভাতে দাড়ায়ে সীতা না করেন গতি ॥
শব্দে হতচিত্ত হল সখীসঙ্গে যেবা।
চিনাতে না পারে ধনু ভাঙ্গিয়াছে কেবা ॥
তাহাদেখি জানকী হলেন ব্যথিতা।
না জানি ললাটে কিবা লিখেছে বিধাতা ॥
কোথা প্রভো! রামচন্দ্র, ধনু কইলা ভঙ্গ।
সখীগণে না কহেন ইহার প্রসঙ্গ ॥
অনুমান করি সীতা ভাবিল অন্তরে।
মায়ের আদেশ বিনা আর বরি কারে ॥
কোথা মাতঃ বসুমতি! নিদারুণ তুমি।
লজ্জায় সঙ্কটে বড় পড়িয়াছি আমি ॥

কাহাকে বরিব আমি চিন্তিয়া নাপাই।
এহেন সঙ্কটে তুমি মাও কাছে নাই॥
মায়কে স্মরিয়া সীতা কান্দে পুনি পুনি।
পাতালে থাকিয়া তাহা শুনিলা ধরণী॥
মিথিলা নগরে আজি হইয়াছে কি।
কোন দুঃখে কান্দে আমার সীতাহেন ঝি॥
ধ্যানেতে জানিলা সীতা স্বয়ম্বর স্থান।
তবে কেন জনক মোরে নাহি দিল পান॥
শিশুমতি কন্যা মোর বর নাহি চিনে।
নিদয়া নিষ্ঠুরা আমি রহিয়াছি কেনে॥
এথেকে ধরণী দেবী না করি অপেক্ষা।
সভা মধ্যে উঠিলেন ছেদিয়া মৃত্তিকা॥
রাজ সভায় দেখি যেন বিদ্যুতের মেলা।
কহিতে নাপারে কেহ কোন ভিতে গেলা॥
অনুমান করি সবে কয় পরস্পরে।
আকাশ বিজলী কেন ধরণী সঞ্চরে॥
কেহ বলে ধনুর্ভঙ্গে ভূমি গেল চির।
তরাসে তড়িত ছিল হয়েছে বাহির॥
নানা মতে অনুমান করে সর্ব্বজন।
দেবের ঘটনে সব হয় প্রস্ফুরণ॥
তবে সেই বসুমতী সহচরী বেশে।
বিদ্যুতের ছটা যেন মেঘেতে প্রবেশে॥

সাত পাঁচ সখীসঙ্গে হল মিশামিশি।
সীতার সমান রূপ একই বয়সী॥
যেই দেখে সেই বলে এই কন্যা সীতা।
একই সমান রূপ গড়েছে বিধাতা॥
তবে সেই বসুমতী সীতাকাছে গিয়া।
বদন নিছিয়া লইল পরিচয় দিয়া॥
আঁচলে মুছায়ে তান নয়নের জল।
কর্ণে কর্ণে লাগি কথা কহিল সকল॥
মায়কে দেখিয়া সীতা বড় হরষিত।
মেঘ ছাড়ি চন্দ্র যেন হ'ল প্রকাশিত॥
অন্যোঅন্যে হ'ল তাঁর মৃদু মন্দ হাস॥
মুদিত কালিকা যেন হইল প্রকাশ।
তবে সেই বসুমতী সীতাকরে ধরি॥
আনিল রামের আগে লজ্জা পরিহরি।
এই রাম বসিছেন নীলবর্ণ তনু।
ইঁনিই ভাঙ্গিয়াছেন মহাদেবের ধনু॥
দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈকুণ্ঠের পতি।
পুষ্পমালা দিয়া তানে করহ ভকতি॥
মায়ের বচনে দেবী বরিলা শ্রীরাম।
পুষ্পমালা গলে দিয়া করিল প্রণাম॥
জয় জয় শব্দ করে যত সব লোক।
স্বর্গে থাকি বেদ পাঠ করে চতুর্ম্মুখ॥

দেবরাজে করিলেন পুষ্প বরিষণ।
অমরাতে নৃত্য করে বিদ্যাধরীগণ॥
হরিষ হইল রাম জানকীরে পাইয়া।
শ্বাশুড়ীর ভিতে রইলেন এক দৃষ্টে চাইয়া॥
সকলে বলেন কথা পুরবাসী লোক।
তারে দেখি রাজগণ বড়ই কৌতুক॥
একসখী আড়ে তবে গেল আচম্বিত।
কেহনা দেখিল কন্যা গেল কোন ভিত॥
দ্বিতীয় রাজ্যেতে নাই তান পরিবর্ত্ত।
রামের মনে সন্দে হ'ল না বুঝিয়া অর্থ॥
তখনে জিজ্ঞাসে রাম বশিষ্ঠের স্থানে।
ধ্যান করি তাহাকে না পায় মুনিগণে॥
বশিষ্ঠে বলেন রাম না করিও চিন্তা।
জিজ্ঞাসা করিলে ইহার উত্তর দিবেন সীতা॥
তখনে জনক করেন কুলাচার কাজ।
বরকন্যা নিয়ে গেল অন্তঃপুরীর মাঝ॥
ভোজন করিয়া রাম হরিষ অন্তরে।
রাত্রিতে শুইতে গেল সীতার মন্দিরে॥
ভিন্নশয্যা করি রাম রহিলা অন্তর।
দেখিয়া জানকী বড় হইল কাতর॥
কহিতে লাগিল কথা যোড়হস্ত হইয়া।
অনেক কাকতি করি চরণে ধরিয়া॥

সীতা বলে প্রভু আমি কোন অপরাধী।
না রাখিব প্রাণ আর হেন কর যদি ॥
বিবেচিয়া কার্য্য করে জ্ঞানী হয় যেবা।
ইচ্ছায় লইয়া দ্রব্য ত্যাগ করে কেবা ॥
বল শুনি আমা হ'তে হ'লো কোন দোষ।
সে কারণে মোর প্রতি হইলা অসন্তোষ ॥
তুমি সে জীবন মোর হার কণ্ঠমালা।
কুরূপা দেখিয়া বুঝি মনে কর হেলা ॥
কিম্বা অকুলীন দেখি জন্মিছে বিজ্ঞান।
অগোচর নাই প্রভো! দেখ করি ধ্যান ॥
প্রথমেই প্রবঞ্চনা হস্তে লইয়া নিধি।
এঘরে বসতি নাই লাগিছে কুবিধি ॥
শ্রীরাম বলেন সীতা না হও কাতর।
দুইটি সন্দেহ আছে আমার অন্তর ॥
ধনুর্ভঙ্গ হলে পরে স্বয়ম্বর কালে।
সভাতে আসিয়া তোমার চরণ না চলে ॥
সখীগণে ধরি নিতে চায় মোর ভিত।
ক্রন্দন করিয়াছিলে কিসের নিমিত্ত ॥
অন্তর বাসনা তোমার বুঝেছি তখনে।
অন্যরাজা বরিবারে ছিল তোমার মনে ॥
আনন্দ কালেতে কেবা করয়ে রোদন।
পশ্চাতে বরিলা মোরে কিসের কারণ ॥

আর সন্দে কোথা হ'তে আইল এক সখী।
তোমার সমান তারে রূপে গুণে দেখি ॥
কাণে কাণে কিবা কথা বুঝাল তোমাকে।
বরিতে আনিল তোমা আমার সম্মুখে ॥
সুহৃদের মত কইল অনেক প্রকার।
কার্য্য শেষে কোথা গেল না দেখিনু আর ॥
সেই কন্যা কেবা ছিল চিন্তিয়া না পাই।
তার সম রূপগুণ ত্রিভুবনে নাই ॥
সেই সখী কেবা ছিল কহিবা আমাত।
জানকী বলেন তাহা শুন প্রাণনাথ ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া তুমি হইলা অবতার।
দুষ্ট নাশি পৃথিবীর খণ্ডাইতে ভার ॥
অযোনিসম্ভবা আমি জন্ম হইল ক্ষিতি।
পালিছে জনক বাপে মাতা বসুমতী ॥
বাপের আজ্ঞায় আইনু তোমা বরিবার।
তুমি বিনে প্রাণনাথ কেউ নাই আর ॥
বরণ সভাতে যখন হইনু উপস্থিত।
মায়কে স্মরণ মনে হ'ল আচম্বিত ॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে হ'ল অসন্তোষ।
মায়ের আজ্ঞা না লইলে পরিণামে দোষ ॥
মায়কে স্মরিয়া হইলাম মায়ায় মোহিত।
নয়নের জলপাত হইল আচম্বিত ॥

তাহা দেখি সখীগণে না করিল মানা।
নিবারিতে নারি মোর অন্তর বাসনা॥
শুনিয়া জননী আইলা অন্তরীক্ষে ধাইয়া।
পরিচয় দিলা মোরে সখীরূপ হইয়া॥
হস্তে ধরি আমারে তোমাতে করি দান।
পুনরপি গেছেন দেবী আপনার স্থান॥
এক্ষণে মনের সন্দে' দেও পরিচ্ছেদ।
রাখিও অন্তরে মাত্র না ভাঙ্গিও ভেদ॥
তুমি আমি ভিন্ন যেন না জানে কেউ আর।
সখীনহে এই কন্যা শ্বাশুড়ী তোমার॥
সীতার কথায় লজ্জা পাইয়া শ্রীরাম।
বসুমতী ধিয়াইয়া করিলা প্রণাম।
হরিষে সীতার সঙ্গে বঞ্চিলা রজনী।
তিন ভাইয়ের পরিণয় তথা হ'ল পুনি॥
যে সকল কার্য্য কইল দশরথ আইয়া।
সে সকল কথা মাগো, কাজ নাই কইয়া॥
কন্যার হিতের লাগি ত্যাগ করি লাজ।
ধরণী আইলা নিজে রাজ সভা মাঝ॥
মায়ে ঝিয়ে দাড়াইল জামাইর সম্মুখে।
কত শুনি তার কুৎসা কইল কোন লোকে॥
তাহা হইতে কি অধিক মোর হবে লাজ।
ছলেতে ভাঁড়িতে চাও বুঝিয়াছি কাজ॥

চণ্ডী বলে মাগো, তুমি যা কহিলা রুচে।
কর্ম্ম দোষ যত কৈলে কভু নাহি ঘুচে॥
শুনিয়া মেনকা তাঁর নিছিয়া বদন।
পুনরপি কান্দে রাণী সজল নয়ন॥
নাগ মুক্তারামে বলে রাখ নাম সার।
শিবদুর্গা বল ভাই ভব তরিবার॥

মেনকাকে দেবীর সান্ত্বনা প্রদান।

এই মতে মেনকায় কান্দে অনিবার।
প্রবোধিলা চণ্ডী তানে অনেক প্রকার॥
কেনবা ব্যাকুল হও অশ্রু জলে ভাসি।
রাখিতে নারিবে মোরে পোহাইলে নিশি॥
দশমীতে যাত্রা করি যাইব কৈলাস।
বিলম্ব হইলে ক্রোধী হবে কৃত্তিবাস॥
এতেক শুনিয়া রাণী ব্যস্ত হয়ে অতি।
নিশিরে করেন স্তুতি করিয়া মিনতি॥

মালসী।

ওরে নবমী নিশি, আইজ প্রভাত হইও নারে।
তুমি গেলে কাইল সকালে মাকে নিয়ে যাবে হরে॥
সবে এক উমা দেখ, এই আমার প্রাণ,
তুমি রইয়া দেহ মোরে উমাধন দান।
ব'ধনা প্রাণে আমারে, নিশিরে বলি তোমারে,
আনন্দ উৎসব কালে নিরানন্দ করো নারে॥
মনে লয় মরিয়া যাই শুনিয়া লাগে ত্রাস,
এমন চাঁদের হাট ভাঙ্গিয়া, আমার মা যাবে কৈলাস।
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত পড়িল আমার শিরে,
এসো কোলে, দুর্গা ব'লে, আর আমি ডাকিব কারে॥
শুনি চমকিত প্রাণ মনে হেন লয়,
আমি লুকায়ে রাখিতাম মাকে আপন হৃদয়।
দে'খে মুখ জুড়ায় বুক, আনন্দ অন্তরে,
কেমন ক'রে বিদায় দিব, প্রাণে ধৈর্য্য মানে নারে॥
বহু ভাগ্যে আরাধনে, পাইয়াছি উমা ধনে,
আমার উমাবিনে হবে কা'ল দিবসে আঁধার।
জগন্নাথ তায় রহিত, প'ড়ে কর্ম্ম ফেরে,
কাইল যাইতে কৈলাসেতে সঙ্গে ক'রে নিও মোরে।

নাচারি।

অরুণ সমান আঁখি কোটীচন্দ্র তায়।
নির্ধনেতে বিয়া দিয়া দুঃখে কাল যায়॥
সাত নহে পাঁচ নহে এক মাত্র ঝি।
তোমায় নিয়া যাবে হরে আমার উপায় কি॥
না ছাড়ে দরিদ্র দোষ দেব বলি কিসে।
অন্নছাড়ি তুষ্ট জামাই ভাঙ্গধুতুরার বিষে॥
গৃহেতে সম্বল নাই বলদ ছান্দে বান্ধে।
তুমি হেন সোণার গৌরী রাঙ বলিয়া নিন্দে॥
সঙ্গে শিশু দুইনাতি খুজিবেক ভক্ষ্য।
কি দিয়া মানাবে মাগো, খাইতে নাই লক্ষ্য॥
ধনধান্য যাচি আমি নিতে না চাও হেলে।
কি মতে বঞ্চিবা মাগো, নিঠুরের মেলে॥
সমরে সঙ্কট হ'লে অসুরের দায়।
পুরুষ থাকিয়া ঘরে রমণী পাঠায়॥
ভাঙ্গর জামাইয়ে তোমার না পূরায় সাধ:
ছল করি তাতে মাগো, করে বিসম্বাদ॥
শুনিয়া তোমার দুঃখ জ্বলি হইনু কাল।
ভিক্ষায় পুষিবে তোমা সে তোমার ভাল॥
বহুদিনে ভাগ্যফলে মা তোমা পাইয়া।
অমৃতসাগরে যেন রয়েছি ডুবিয়া॥

কোথা নিয়া যাবে মোর শরতের শশী।
ভুকিত (১) চকুর আমি রইনু উপবাসী॥
রামশোকে মৈল যেমন রাজা দশরথ।
সর্ব্বথা জানিবা মাগো, আমার তেমত॥
পরশে পরশমণি রাঙ হ'ত সোণা।
হেন নিধি হরি নিতে কে দিল মন্ত্রণা॥
শিশুকালে বাল্যখেলা করিতে কৌতুক।
অবিরত চাহিয়া দেখ্‌তেম চান্দমুখ॥
পরাধীন করিয়াছি পূর্ব্বে দিয়া বিয়া।
কি হবে এখন আর ভাবিয়া চিন্তিয়া॥
অন্তরের তৃষানল জ্বলে ধিক ধিক।
গ্রীবা চাপি (২) কোলে বস জুড়াই খানিক॥
পূর্ব্ব মতে শিশুরূপে স্তন কর পান।
দেখিয়া হউক শান্ত আমার পরাণ॥
আনন্দকালেতে মোরে দৈবে দিল হানা।
নিষেধ করিলে তুমি না মানিবে মানা॥
নাগ মুক্তারামে বলে মেয়ে পরের বশ।
পাপমুখে না বুঝিনু স্তন পানের রস॥

---

(১) ভুকিত—ক্ষুধার্ত্ত।
(২) গ্রীবাচাপি—গলা ধরিয়া।

মালসী।

হর আইল, কি না হইল, নিয়ে যাবে গৌরী।
কেমনে ছাড়িয়া দিব, এই দুঃখে মরি॥
বহুদিনে ঘরে আইলে, বহুদুঃখ ভুগিয়া।
আচম্বিতে নিতে আইল মহাদেব যোগীয়া॥
সপ্তমী অষ্টমী তিথি নবমীও গেল।
নিশাকালে আচম্বিতে মহাদেব আইল॥
নবমী দারুণ নিশি দশমীও দোষী।
সকলে আনন্দে ভাসে আমি সে উদাসী॥
নাগ মুক্তারামে ভনে ভাবের তরঙ্গে।
মা যদি কৈলাসে যাবে, আমা নেও সঙ্গে॥

মালসী।

আমি দুঃখে মরি, দুঃখে মরি, দুঃখে ম'রে যাই।
(একবার) আয় গো দুর্গে, কোলে করি তাপিত প্রাণ জুড়াই॥
শিশুকালে শিশুর মেলে, তোমাকে করেছি কোলে,
বাল্যকালে ;—সেই বেশেতে এস কোলে, বাহু পসারি॥
পিতা তোর পাষাণ জাতি, পে'য়েছ পাষাণপতি,
ভাগ্যবতি, সেই পাষাণে পাষাণ তুমি হরসুন্দরী॥
দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, স্থান দিও মা চরণ তলে, অন্তকালে ;—
প্রাণ অন্তকালে রে'খ মোরে নিজ দাস করি।

নিদ্রা।

দিশা—জঞ্জাল জ্বালায় ঠেকি পাপে ডু'বে মরি।
একবার সদয় হও, কলির ভব তার॥
পদ—এই মতে মেনকায় কান্দে নিরন্তর।
শান্ত করে চণ্ডী তানে কহিয়া বিস্তর॥
স্থির হইল রাণী তান সুমধুরবোলে।
মায়েঝিয়ে নিদ্রা যায় শেষ রাত্রি কালে॥
পুরবাসী লোক যত ঋষিমুনি আর।
ভোজন করিয়া স্থান লইল যার তার॥
দীপ ধূপ গন্ধ জ্বলে নির্ম্মল যে নিশি।
প্রভাতে উদয় রবি প্রকাশিল দিশি॥

বিজয়া দশমী।

ভ্রমরাদি বিহঙ্গমে করে কলরব।
জাগিলেন দেবতাদি পুরবাসী সব॥
চণ্ডিকা জাগিলা তবে জননীর সঙ্গে।
অন্যোন্যন্যে (১) প্রাতঃ ক্রিয়া করিলেন রঙ্গে॥

---

(১) অন্যে অন্যে—একে অন্যে, পরস্পরে।

হস্তমুখ পাখালি বসিলা দেবগণ ।
বিজয়াদশমী যাত্রা বড় শুভক্ষণ ॥
শিব বলে ব্যাজ কেন, শীঘ্র চাই যে'তে ।
নারদেরে পাঠাইল হিমালের সাক্ষাতে ॥
নারদের মুখে বার্ত্তা পেযে গিরিবর ।
দেবগণ স্থানে আসি কহিলা বিস্তর ॥
হিমাল' বলেন ব্রহ্মা বিষ্ণুকে প্রণমি ।
অবিদিত নাই প্রভো ! তুমি অন্তর্য্যামী ॥
সর্ব্বথা আমারে প্রভো, না ছাড় কপটে ।
হেন শুভ দিন আর কবে জানি ঘটে ॥
আসিলা ভবানী সঙ্গে মোরে কৃপা করি ।
সেবা দিতে শক্তি নাই এই লাজে মরি ॥
ভোজনের দ্রব্য নাই এই দুঃখে মরি ।
কৃপাকরি যাও প্রভো, জলপান করি ॥
স্নান আহ্নিক কর না করিও ব্যাজ ।
যাত্রাতে বিলম্ব আছে অন্তঃপুরী মাঝ ॥
শূন্যমুখে ছাড়ি দিতে না হয় উচিত ।
সফল করহ আমার মনের বাঞ্ছিত ॥
এইমত হিমালের শুনিয়া বচন ।
স্নানকরি ফলাহার কইল দেবগণ ॥
বিদায় হইতে চায় দেব যত ইতি ।
হিমালয় সম্ভাষিল করিয়া ভকতি ॥

বসনভূষণ দেবে পরি অন্যে অন্যে।
শিবেতে বিদায় হইয়া চলিল সসৈন্যে॥
স্বর্গে গেল দেবগণ আপন আলয়।
নারদেরে ডাকি শিবে তখনে বলয়॥
শিববলে ভাগিনেয় যাও অন্তঃপুরী।
পার্ব্বতী বিদায় দিতে ক'ও শীঘ্রকরি॥
জলপান করেছি বসিব কতক্ষণ।
বুঝি তাঁর ইচ্ছা যে'তে করিয়া ভোজন॥
সময় গঁইয়া গেলে যাত্রা নহে ভাল।
তুমি গিয়া এই কার্য্য করাও তৎকাল॥
নন্দীরে ডাকিয়া শিবে কহিলেন আগে।
ঝুলি মূলি বৃষে আনি তোল ভাগে ভাগে॥
সাজকরি আন বৃষ না কর অপেক্ষা।
কহিতে না পারি কিবা বুঝিল চণ্ডিকা॥
নন্দী যে আনিল বৃষ সাজায়ে তখন।
শ্বশুরশ্বাশুরী বলে দেব ত্রিলোচন॥
অনেক গৌরবে গিরি তুষিল জামাই।
ধনবস্ত্র যত দিল তার অন্ত নাই॥
অকুলীন দেখি শিবে না লইল এক।
ভাঙ্গ ধুতুরা নিবে যত করি দেখ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে মেনকা সুন্দরী।
ভাঙ্ ধুতূরা ইন্দ্রাসন দিলা যত্নকরি॥

সিঙ্গা ডুম্বুর লয়ে বৃষে উঠে হর।
সাজকরি বসিলেন সহিতে কিঙ্কর ॥
চণ্ডীর বিলম্ব দেখি করেন অপেক্ষা।
স্নানহেতু যত্ন তানে করেন মেনকা ॥
নারদে বলেন মামী, ব্যাজ কর কেন।
বৃষে চড়ি বসেছেন দেব ত্রিনয়ন ॥
বিলম্বে হইবে ক্রোধ বুঝিয়া না বুঝ।
অবিলম্ব করি চল মায়ের মায়া ত্যজ ॥
চণ্ডী বলে বিলম্ব মোর নাহিক তিলেক।
ডাক দিয়া আন তুমি কিঙ্কর যতেক ॥
যাইব আপন দেশে চড়িয়া চৌদোলা।
সাজাইয়া আন আগে সিংহ যাবে খালি ॥
হইবে সন্তোষ চিত্তে দেখি মোর মার।
যাইব চৌদোলে চড়ি আমি পুনর্ব্বার ॥
এ কথা শুনিয়া যত কিঙ্করসমাজ।
বারক্ষেত্রে আনিলেক দোলা করি সাজ ॥
উপরে পুষ্কল রঙ্গী মণিময় হীরা।
শুদ্ধনেত দিয়া তারে করিয়াছে ঘেরা ॥
সাজ করি দোলাখান রাখিলা গোচরে।
মেনকা চণ্ডীরে যত্ন করেন সাদরে ॥
মা'র ঘরে ঝি আসিয়া যায় শূন্যমুখে।
রাত্রদিন কান্দিয়া মরিব এই দুঃখে ॥

স্নানকরি জলপান করি যাও গুটী।
কিমতে ছাড়িয়া দিব প্রাণ যায় ফাটি॥
মায়েরে কাতর দেখি কিছু হ'ল জ্ঞান।
নানা তীর্থজলে দেবী করিলেন স্নান॥
কেশবেশ আভরণ পরিলা ভবানী।
পরিলা বিচিত্রসাড়ী উত্তম উড়ানী॥
সিন্দুর কাজল তবে পরিলা তরুণ।
দেখিতে উদয় যেন প্রভাতঅরুণ॥
কার্ত্তিক গণেশে স্নান কইল তান সঙ্গে।
ফলার কারিতে দেবী বসিলেন রঙ্গে॥
কনকআসনে বসি আগে রত্নথাল।
ফলারের দ্রব্য আনি দিলেক তৎকাল॥
ক্ষীরা বিন্নিখই চিনি মিশাইয়া তাতে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আর মিষ্ট যতে॥
দুইপুত্র সঙ্গে দেবী করেন ফলার।
সংখ্যা নাই পুরবাসী লোকে আনে আর॥
গৌরী যাবে জামাইর ঘর দূরদেশান্তরে।
না জানি আসেন আর কতেক বৎসরে॥
এতেক ভাবিয়া লোকে করিয়া মানস।
ভোগনৈবেদ্য আনে মিষ্ট মধুরস॥
এসকল সাক্ষাতে রাখিয়া সারিসারি।
স্তুতি করে ভক্তগণে দৃঢ় ভক্তিকরি॥

দৃষ্টিমাত্র তাহাকে গছিলা দয়াময়ী।
একভক্তে আনি দিল সাপলার খই ॥
রঙ্গিলা পিঞ্জিরায় করি টুনাপক্ষীর ছাও।
দেখিয়া সন্তোষ হইলেন কার্ত্তিকের মাও ॥
বুঝিয়া ভক্তের মন মৃদু মন্দ হাস।
দেবী বলে রাখ পক্ষী লইব কৈলাস ॥
দুঃখীতে আনিয়াদিছে সাপলার খৈ।
ভক্তি ভাবে আনিয়াছে দেও কিছু লই ॥
ঈষৎ হাসিয়া তাহা খাইলা কিঞ্চিৎ।
সকল করিলেন তার মনের বাঞ্ছিত ॥
সেইক্ষণে হ'ল তার স্থবর্ণ ভাণ্ডার।
বর দিয়া ধন ধান্যে ভরিল সংসার॥
ফলার করিয়া দেবী কইলা আচমন।
কর্পূর তাম্বূলে কৈলা মুখ সংশোধন ॥
কার্ত্তিক গণেশে তবে শুদ্ধ কইল মুখ।
পরিয়া বিচিত্র সাজ পরম কৌতুক ॥
সাজ করি আনিলেক সকল বাহন।
চণ্ডিকা করেন শান্ত মেনকারার মন ॥
ধন কিছু রাখ মাও, করেন যতন।
রান্ধুনী ব্রাহ্মণীগণে পাইল রতন ॥
দাসদাসী যত পাইল তার অন্ত নাই।
রাজ্যযুড়ি বর দিলেন কার্ত্তিকের মাই ॥

নির্ধন দুঃখিত সুখী হ'ল সেই দেশে।
মায়েতে বিদায় মাগে যাইতে কৈলাসে॥
রাণা বলে আইলা মোরে যাইতে ভাঁড়িয়া।
গলে ধরি কাঁদে রাণী চীৎকার ছাড়িয়া॥
কন্দিতে কান্দিতে রাণী হইল মূর্চ্ছিত।
দেখিয়া দ্রবিল তবে চণ্ডিকার চিত্ত॥
ধরিয়া সম্বিত করেন আপন জননা।
ক্রন্দন জুড়িল রাণী স্থির হয়ে পুনি॥

মালসী।

বলে উমা নিয়ে কো'লে, বিরলে মেনকা রাণী,
নিতে আইল হর দিগম্বর এগো ভবানী,
আমার নিবেছিল মনের আগুণ, দে'খে মুখ দারুণশোক,
জ্বলেছে দ্বিগুণ; আইল ত্রিপুরারি,
নিতে গৌরী, অনল দিয়ে বুকেতে॥
আইল ভোম্ ভোলানাথ গৌরীকে নিতে।
আমার মনের আগুণ জ্বালাইতে॥
না পুরিল সাধ উমাকে নিয়ে কোলেতে,
আমার মনে বড় ছিল অভিলাষ,
কৌতুকে আমার মাকে, রাখিব দু চা'র মাস,
তাতে হইল বাদী, দারুন বিধি, কাল দশমী সাক্ষাতে॥

কেনা দেয় বিয়া, কার বা মেয়ে দেখ সংসারে,
এমন কে আনিয়া, দেয় ছাড়িয়া, তিনদিবস পরে ;
যায় জামাইর ঘরে, আমার অমুল্য রতন গৌরীধন নয়নের তারা,
যারে তিলেক মাত্র না দেখিলে লাগে আন্ধেরা :
আমি গৌরী বিনে হেরব কার বদন,
যায় ফেটে বুক দারুণ শোক হয়না নিবারণ ;
রবে কেমন ক'রে উমা মেয়ে পাগল জামাইর গৃহেতে ॥
পাগল জামাই ঝি, বিধি কি লেখেছে আমার,
মাসপক্ষ নাহি গেল নগরে আমার, আসিয়াছে নিবার।
আমার উমা ত্রিলোচন প্রাণ ধন হেন লয় মনে,
লুকাইয়া রাখিতাম মাকে মম ভবনে,
বহু ভাগ্যে তোমার পাইয়াছি, যেমন অমৃত
সাগরে ডু'বে রয়েছি, আমি কেমন ক'রে
বিদায় দিয়ে রহিব কালগৃহেতে ॥
কাল গৃহবাস অভিলাষ সুজেনা আমার,
দুই নয়নে নিশি দিনে লাগে অন্ধকার, নগরে আমার।
রাণী পাগলিনী প্রায় সর্ব্বদায় করিতেছে রোদন,
দে'খে জামাইর রঙ্গ মনে ভঙ্গ লেংটা ত্রিলোচন,
রামলোচন বলে ধিক গো রাণী ধিক,
তুমি কান্দিয়া কি রাখবে ঝি জমাই যার মালিক,
তুমি আশীস কর জামাইর ঘরে, সুখেতে কাল কাটাইতে ॥

মেনকা বলেন ছাড়ি যাইবে মা কোথা।
তোমা না দেখিয়া ঘরে না রব সর্ব্বথা॥
কি করিবে রাজ্যপাট যত ধনজনে।
জীবন ত্যজিব আমি তোমা অদর্শনে॥
তুমি সে জীবন মোর নয়ন পুত্তলী।
প্রাণ নিয়া শুধুতনু কেন যাও ফেলি॥
অভাগী মায়ের প্রতি বুঝি দয়া নাই।
এবার বদন তোল চান্দমুখ চাই॥
কোকিলার স্বরে কও মৃদু মধু ভাষা।
একবারে মায়েরে কি করিলে নৈরাশা॥
দুই নাতি ল'য়ে তুমি যাবে জামাই ঘর।
জ্বলন্ত অনলে দহে আমার অন্তর॥
যত রঙ্গরস ছিল সব গেল ছুটি।
ধৈরয না মানে মোর প্রাণ যায় ফাটি॥
নিষেধ না মানি মাগো, যদি চাও যেতে।
আমিও চলিয়া যাব তোমার সহিতে॥
গৌরী বলে নিতে তোমা ছিল মোর ইচ্ছা।
শ্বাশুড়ী জামাইর ঘরে লোকে কবে কুৎসা॥
এ হেতু তোমাকে আমি নালইব লাজে।
আপন সংসার ছাড়ি যাবে কোন কাজে॥
ধনজন রাজ্যপাটে দেখি প্রাণ বান্ধ।
আমার শপথ মাগো, যদি তুমি কান্দ॥

তোমার কারণে চিত্ত দগধে আমার।
অন্তর জ্বলিয়া তনু হয়েছে অঙ্গার॥

মালসী।

বার বার জননী কান্দিও না।
কান্দিয়া রাখিতে নারিবে ওগো মা॥
মা তোমার রোদনে, আমার পরাণে
শেল যে হানিছে, পাইগো যন্ত্রণা॥
আশা ছিল মনে, মা তোমার ভবনে গো,
মাসপক্ষ র'য়ে পূরাব বাসনা,
হর আইল নিতে, না পারি রহিতে, সে হর নিঠুর না জানে বেদনা॥
সুরনর মুনি, তিন লোকে জানি গো,
কন্যা যে পরাধীন মা কি তাই জান না,
ত্যজ অনুরোধ, না কর বিরোধ, করোনা এগো মা মিছা দুর্ভাবনা॥
সুত পরিজন নিশির স্বপন গো,
ধান্ধা প্রায় দেখ তার মিছা প্রবঞ্চনা,
দশমী বিহনে, রহিব কেমনে, সে হরে আমারে করিবে গঞ্জনা॥
দর কইল শিবে কৈলাসে যাবে গো,
বারেক রহিয়া পূরাও গো বাসনা,
জগন্নাথে ডাকে, দাড়াও মা সমুখে, দেখে এই যুগল ও রাঙ্গা চরণ॥

তোমা হতে মোর তনু দশগুণে দহে।
কহিলে তাহারে তুমি না যাবে প্রত্যয়ে ॥
বিয়া দিলে পরাধীন সংসারের রীত।
লাজ ভয় ভাবি আমি যাই সে নিমিত ॥
কোথা গেলে পাব আমি তোমা হেন মাতা।
তুমি কও বিস্মরেছি শিশুকালের কথা ॥
অতএব মোর লাগি না কান্দ জননি।
সুখভোগ করি থাক জন্মএয়ো রাণী ॥
এ তিথিতে এই যোগ এইত সময়।
বৎসরে বৎসরে আমি আসিব নিশ্চয় ॥
অতএব আমা লাগি না কান্দ মেনকা।
স্মরিতে সাক্ষাৎ হবে নিত্য পাবে দেখা ॥
এই মতে চণ্ডিকায় কহে পুনি পুনি।
অন্তরে দগধি উঠে দারুণ অগনি ॥
মেনকা বলেন কি বা হবে মোরে দিয়া।
একবার কোলে উঠ স্থির করি হিয়া ॥
নানা কথা কহিয়া বচনে যাও ভাঁড়ি।
সজীব রাখিয়া মোর প্রাণ নেও কাড়ি ॥
বহুদিনে ভাগ্যফলে ঘরে আইলা নিধি।
চক্ষুভরি দেখিতে না দিল দারুণ বিধি ॥
সমুদ্রে মৈনাক র'ল ইন্দ্রে ভয় পাইয়া।
সে দুঃখ পাসরা গেল চান্দমুখ চাইয়া ॥

একাকী হইয়া আমি রব শূন্যঘরে।
তাপের তাপিত আমি 'মা' বলিব কারে॥
এত বলি গলে ধরি চুম্বিল বদন।
মায়ের ক্রন্দনে দেবী যুড়িল ক্রন্দন॥
চণ্ডার ক্রন্দন শুনি দ্বিগুণিত তাপ।
দশগুণে মেনকায় যুড়িল বিলাপ॥
মায়ে ঝিয়ে গলাগলি রোদনের রোল।
আসিলেন হিমালয় শুনি গণ্ডগোল॥
সজল নয়নে দেখে চণ্ডিকারে চাইয়া।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে আছাড় খাইয়া।
মোর ঘরে আসিয়া মা রৈলে কতদিন।
আর কবে দেখা হবে আমি ভাগ্যহীন॥
যাইতে আপন ঘরে কে করিবে মানা।
কিন্তু যে আমার প্রতি থাকয়ে বাসনা॥
আমি হেন পতিতে বঞ্চিয়া কেন যাও।
বল শুনি এক্ষণে কাহারে বলি মাও॥
ভূমিতে মাণিক্য পড়ে নয়নের জল।
দেখিয়া না মানে মনে দগধে অনল॥
এক্ষণে আমার মন স্থির নাহি মানে।
তুমি ছাড়ি গেলে আমি রহিব কেমনে॥
এই মতে কান্দিতে অনেক বাড়ে দুঃখ।
রাজার রোদনে কান্দে পুরবাসী লোক॥

দাস দাসীগণে কান্দে গুরু ও গর্ব্বিত।
রাজ্যের লোকেরা কান্দে মুনি পুরোহিত ॥
খুড়ী জেঠী পিসি মাসী যতেক ব্রাহ্মণী।
সকলে বেড়িয়া কান্দে লইয়া ভবানী ॥
পশু পক্ষিগণ যত কান্দিয়া আকুল।
রাজ্য যুড়ি হ'ল এক ক্রন্দনের রোল ॥
মেনকাক্রন্দন শুনি পাষাণ মিলায়।
শ্রীদুর্গাপুরাণ নাগ মুক্তারামে গায় ॥

মালসী।

কান্দে রাণী গৌরী কোলে লইয়া, মা কি মোরে
যাবে গো ছাড়িয়া।
গিরিরাজ-সুন্দরী, কোলে লইয়া শঙ্করী,
কান্দে রাণী চাঁদ মুখ চাইয়া ॥
সপ্তমী অষ্টমী নবমী শেষ, আনন্দসাগরে ভাসিছে দেশ,
বৈরী হ'ল কাল দশমী আইয়া ॥
আমার ভাগ্যের ফেরে, হারারতন আইলে ঘরে,
নিবানো আগুণ দিলে গো জ্বালিয়া ॥
পাগল জামাই পাগল ঝি, বিধি বা লেখেছে কি,
সেই জ্বালায় মরি গো জ্বলিয়া ॥

আস্‌ছে জামাই ফিরে যা'ক, কোলের গৌরী কোলে থাক
জীবন ধনকে নাদিব ছাড়িয়া ॥
নাগ মুক্তারামের বাণী, কেঁন্দ না গো গিরিরাণী,
গৌরী নিতে জামাই রয়েছে বসিয়া ॥

নাচারি।

কেমনে ছাড়িয়া দিব তোরে ।
মুই অভাগিনী মাও কি দোষে ছাড়িয়া যাও
কেমনে বঞ্চিব শূন্য ঘরে ॥
তুই নাতি সঙ্গে করি, যাইবা জামাইর পুরী,
না জানি কি মোর কর্ম্মে লেখা ॥
রঙ্গরস যত ঠাট, দেখাইলা চান্দের হাট,
না জানি কবে হয় আর দেখা ॥
এ দুঃখে যোগিনী হব, নতুবা গরল খাব,
কোথা গেলে পাব হেন ঝি ।
গুণে গুণী চক্রপাণি, মর্ম্ম জানে শূলপাণি,
আমি মায় তাকে জানি কি ॥
আমার ঘরেতে আসি, নিন্দিলা যে রবিশশী,
এ ক্ষণে হইবে অন্ধকার ।
সে চাঁদ কলঙ্কময়, প্রজ্জলিত পূর্ণময়,
হেন মুখ নাদেখিব আর ॥

যবে কহ পরিহাসে, হাসিতে রতন ভাসে,
দেখি মুই স্বর্গ পাই হাতে।
যে সময় কইলে যাহা, স্মরণ পড়িবে তাহা,
এই দুঃখে রহিব কি মতে॥
পরাধিনা হয়ে যাবে, কার ঠাঁই কিবা চাবে,
সহজে দারুণ জামাইর ঘর।
নাগ মুক্তারামে বলে, না কান্দিও যাত্রাকালে,
এ কিঞ্চিৎ নিবেদন মোর॥

গীত-মালসী।

বলরে কলির জীব,
কেমনে যাইয়া ঘরে রব।
একই গৌরী, জঠরে ধরি,
পুষিনু পালিনু যত্ন করি।
বিয়া দিয়া হরের ঠাঁই,
চাহিতে আর লক্ষ্য নাই;
বদন বাণী, কোকিলার ধ্বনি
সদা বরিষে বচন শুনি,
তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া,
কেমনে ধরিব হিয়া।

খিয়ইয়া কান্তি, চিত্তের শান্তি,
মন কল্প আছিল ভ্রান্তি,
দেখাইয়া চান্দের ছটা,
কে কইল মেঘের ঘটা।

যাহার তরে. মন পুড়ে
সে যদি ছাড়িবে মোরে,
নাগ মুক্তা রামে কয়,
এত পূরাবার নয় ॥

মালসী।

* কোন দোষে আমা ছাড়ি মা যাবে কৈলাসে,
নিবা ঠাট, চাঁদের হাট, আমি রহিব একা।
কি হবে তোমাকে বলি, মোর কর্ম্মে লেখা ॥
যদি যাবে, তথায় রবে, আর কি পাব দেখা।
তোমা লাগি অবিরত কান্দিবে মেনকা ॥
বড় আশে, মায়ের পাশে, দুঃখ যাবে হেরি।
এজন্মে তরিয়া যাব রাঙ্গা পদ ধরি ॥
মুক্তারাম অবিশ্রাম, ডাকে মনের দুঃখে।
নয়ন ভরি দেখিয়া লইতে দাড়াও মা সম্মুখে ॥

দিশা—চণ্ডিকা বলেন মাগো, না হও উদাস।
হাসিয়া মেলানি দেও যাইতে কৈলাস॥
পদ—এই মতে কাঁদে বসি হিমাল' মেনকা।
মা বাপেরে শান্ত তবে করেন চণ্ডিকা॥
কেনবা ব্যাকুল মাগো, হ'লে অতিশয়।
বৎসরে বৎসরে আমি আসিব নিশ্চয়॥
যাত্রাকালে বিরুধি মা না হও সর্ব্বথা।
যদি তুমি কান্দ মাগো, খাও মোর মাথা॥
আজ্ঞাকর শুভক্ষণে করিব প্রস্থান।
বিলম্ব করিলে ক্রুদ্ধ হবে ত্রিনয়ন॥
রাণী বলে ধরণ না যায় পাপ হিয়া।
সজীব নারব আমি তোমাকে ছাড়িয়া॥
কেন বা দারুণ মন হইল এমন।
জলে কিবা স্থলে আছি নাই কিছু মন॥
স্বপ্নের কৌতুক কইলা মোর ঘরে আইয়া
তোমায় না দেখি আমি রব কি চাহিয়া॥
শূন্যঘরে একাকিনী রাখি যাও মায়।
জল ছাড়ি মীন যেন তপনে শুকায়॥
হরিষের কালেতে বিষাদ হ'ল মন।
দৈবে দেখাইল যেন নিশির স্বপন॥
তনু রাখি প্রাণ মোর যাবে তোমা কাছে।
নৌকায় বৈরাগ্য ধরা যায় পাছে পাছে॥

তুমি বিনে চক্ষুমণি মোর আছে কেবা।
এদুঃখে ভক্ষিব আমি সমুদ্রউদ্ভবা ॥
সিন্ধুর সন্দেশ মধ্যে দুই দ্রব্য আছে।
চন্দ্রে যাহা গছিয়াছে (১) তাহা নাহি রুচে ॥
মহাদেব তুষ্ট হয়ে যারে করে পান (২)।
তারে খেয়ে প্রাণ দিব এই করি ধ্যান ॥

মালসী।

মা যাইও না গো, আমারে ছাড়িয়া।
কেমন ক'রে গৃহে রব গোমা, তোমায় না দেখিয়া ॥
ঠাট পাট চান্দের হাট গোমা, যাবে গো ভাঙ্গিয়া।
তব শোকে প্রাণ দিব গোমা, অনলে পড়িয়া ॥
সপ্তমী অষ্টমী গেল গো মা, চান্দ মুখ চাইয়া।
মম প্রতি বৈরী হইল গো মা, দশমী আসিয়া ॥
বহু দিনে এনেছিলাম গো মা, হর স্থানে কহিয়া ;
না দেখিলাম চান্দমুখ গো, মা নয়ন ভরিয়া ॥
কানাই বলে সাধ ছিল গো মা, দেখিতাম রাখিয়া।
কৈলাসেতে যাবার কালে গো মা, নিও সঙ্গে করিয়া।

জনকজননীর দেবী বুঝি এই রীত।
পূর্ব্বমত মায়া তাঁর হরিলা কিঞ্চিত ॥

---

(১) সুধা (২) বিষ।

সেই কার্য্য হ'তে কিছু দূরে গেল দুঃখ।
মেনকারে সান্ত্বাইল পুরবাসী লোক ॥
মেনকাদি নারীগণ মিলিয়া তখন।
যাত্রার মঙ্গলঘট আনিল সদন ॥
দ্বারেতে কদলী রুপি পূর্ণকুম্ভ সব।
দধি ও বদরী দিল আম্রের পল্লব ॥
সখীগণে রত্নবস্ত্র তোলে নিয়া রথে।
কার্ত্তিক গণেশ আইল বিদায় হইতে ॥
হিমাল' মেনকা বন্দি কহে দুই ভাই।
আজ্ঞা কর মাতামহী কৈলাসেতে যাই ॥
দুই নাতি কোলে লইল সজল নয়ন।
অনেক কান্দিয়া চিত্ত করিলা বারণ ॥
বদন নিছিয়া বলে করিয়া চুম্বন।
অন্তর বাসনা মোরে রাখিও আপন ॥
যার তার বাহনে উঠিল শীঘ্র করি।
যাত্রাকালে মায়েরে প্রণাম করে গৌরী ॥
বাপেরে বন্দিলা দেবী অনেক সম্ভ্রমে।
গুরু গুর্ব্বী যত ছিল বন্দে অনুক্রমে ॥
বাপ মায়ে নিছিয়া লইল সাতবার।
সংখ্যা নাই তাঁর সনে লোক যত আর ॥
শিশুকালের সঙ্গিগণ যতেক ব্রাহ্মণী।
সকল হইতে বিদায় লইলা ভবানী ॥

মাতা পিতা আশীর্ব্বাদ কইল নানামত।
পুরবাসী লোক সবে কইল দণ্ডবত॥
কাঞ্চনপ্রদীপ জ্বালি অর্ঘে একে একে।
যাত্রা করি বাহিরল পরম কৌতুকে॥
শুভক্ষণে উঠিলেন সুবর্ণদোলায়।
জোকারমঙ্গল গীত নানা বাদ্য বায়॥
বারক্ষেত্র যক্ষগণে লয় দোলাখান।
হরিষে শিবের সঙ্গে করিলা পয়ান॥
কার্ত্তিকগণেশের রথ চলিলেক পাছে।
সখীগণ ক্ষেত্রগণ কিঙ্কর যত আছে॥
সৈন্য সামন্ত সব একত্র হইলা।
হরিষে গঙ্গার পারে করিলেন মেলা॥
নানা বাদ্য হুলস্থূলী যত সব লোক।
পন্থ হেরে রাজা রাণী মনে ভাবি দুঃখ॥

মালসী।

দুর্গে, তুমি মায়ের নিষেধ মান গো,
যাইও না যাইও না যাইও না গো।
তোমার ঘরে বিষম জ্বালা, চপল জামাই চঞ্চলা,
উচিত বলিতে নাহি বাসে ভাল গো॥
একথা কহিতে, আমার হিয়াতে,
ফুকুরিয়া উঠে বিষম জ্বালা গো॥

তোমায় আমি বলব কি, আগে জামাই চেয়ে না দিলাম ঝি,
দেবের দেব বলিয়া সবে বলে হর গো।
সময় সঙ্কটে, না যায় নিকটে,
হর কি তোমার যোগ্য বর গো॥
ধনধান্য নাই গো যাতে. যেতে চাও মা শূন্য হাতে
ভাঙ্গ ধুতূরা বলদ ছান্দ বান্ধ গো।
ক্ষুধার তরাসে. রজনী দিবসে.
কঠোর বাক্য শুনি তুমি কান্দ গো॥
বলে জগন্নাথ দাসে, যাইবা গো, কৈলাস বাসে.
স্মরিতে চরণ পাই যে দেখা গো।
তোমার মাকে সন্তোষ করি, তবে যাইও শিবপুরী.
নইলে পুনি কান্দিবে মেনকা গো॥

দেখিতে দেখিতে রথ হ'ল অদর্শন।
হিমাল' মেনকা তবে যুড়িল ক্রন্দন॥
রাজ্যের সকলে কান্দে আর পশুপক্ষী।
সান্ত্বনা করিয়া তবে মুনিগণে দেখি॥
রাজারাণী শান্ত করি নারদ মুনি যায়।
দেব ঋষি মুনিগণ রহিল তথায়॥
নানা দেশের মুনিগণ ছিল যথা তথা।
সকল মিলিল আসি শুনি এই কথা॥
শরৎকালে হিমালয় কইল দুর্গোৎসব।
আশীর্ব্বাদ দিতে আইল যত মুনি সব॥

মুনিগণ হিমালয়ে কইল সম্ভাষণ।
সভাতে বসিল গিরি বিরসবদন॥
সভাতে হিমাল'রাজা দেখিয়া দুঃখিত।
নানা ইতিহাসে মুনি সাস্ত্বাইল চিত্ত॥
মুনিগণে বলে রাজা ত্যজ চিন্তাভার।
তোমাসম পুণ্যবান কেবা আছে আর॥
দেব সঙ্গে পূজা কইলা আপন দুহিতা।
পরমঈশ্বরী তিনি তুমি তাঁর পিতা॥
তোমা দরশনে দেহ হইল নির্ম্মল।
দেবের দেবতা তুমি সাক্ষাৎ কেবল॥
তোমাসম ভাগ্যবান কভু নাহি ঘটে।
যাহা বাঞ্ছা কর তাহা পাইবা নিকটে॥
অতএব বলি রাজা শান্ত কর মন।
এত বলি আশীর্ব্বাদ দিল মুনিগণ॥
মুনিগণে হিমালয় করায়ে ভোজন।
ধনবস্ত্র দিল আর অমূল্য রতন॥
তাকে পেয়ে মুনিগণ হরিষ অপার।
ক্রমে ক্রমে চলিগেল ঘরে আপনার॥
হিমাল' মেনকা তবে সুখে বঞ্চে ঘর।
হরগৌরী সমাচার শুন তার পর॥
গঙ্গাকে ডাইনে রাখি চলে সব ঠাট।
অলক্ষিতে পার হয় ত্রিবেণীর ঘাট॥

যে পথে আসিয়াছিল রইল এক পাশে।
মহাস্বর্গ বামে রাখি উঠিল কৈলাসে ॥
চণ্ডিকার রথ পাছে শিব যান আগে।
নারদ শিবের স্থানে কহিবারে লাগে ॥
নিবানো আগুন যেন ফুঁকে দিল জ্বালি।
চণ্ডিকা শুনিবে বলি চায় মাথা তুলি ॥
নারদে বলেন মামা, কহিবারে চাই।
কইলে জানি কি বা হয় এথেকে ডরাই ॥
দেখিলা অনেক রঙ্গ শ্বশুর দেশে আসি।
মামীর চরিত্র দেখি বড় লজ্জাবাসি ॥
নানারঙ্গ হুলাস্থূলী লোকসঙ্গে করে।
পুরুষের নারী হ'লে তারে শঙ্কা করে ॥
এমত নিলাজী হ'ল সভা বিদ্যমান।
তোমারে না করিলেন তৃণ হেন জ্ঞান ॥
মা বাপের দেশ দেখি না করিল শঙ্কা।
অতি অবিচার যেন রাবণের লঙ্কা ॥
আপনার ভাল মন্দ আপনে সে বুঝ।
ভাবি দেখ যা কহিলাম কাজ কি অকাজ ॥
শিবে বলে ভাগিনেয়, এত কও কেনে।
এসব চরিত্র আমি দেখেছি নয়নে ॥
আজি হ'তে তাঁরে আমি না রাখিব ঘর।
দুষ্টা চণ্ডীরে দিয়া কার্য্য নাই মোর ॥

নারদে জানিল হর চণ্ডী প্রতি রোষ।
কোন্দল লাগায়ে মুনি অন্তরে সন্তোষ॥
হেন কালে উত্তরিল আপনার পুরে।
দোলা হ'তে নামি দেবী চলিলেন ঘরে॥
খেলারসে ধাইলেন কার্ত্তিকগণপতি।
অন্যে অন্যে স্থান লইল সৈন্য যত ইতি॥
বৃষ হ'তে নামি শিব চণ্ডিকারে দেখি।
ক্রোধেতে তর্জ্জয়ে রাঙ্গা করি তিন আঁখি
শিব বলে চণ্ডি, লজ্জা নাহিক তোমার।
কোন লাজে আসিয়াছ বাসরে আমার॥
এই কাজে গিয়াছিলা মা বাপের দেশে॥
যত বিপরীত কইলা দেবগণে হাসে।
আমার সাক্ষাতে তুমি না করিলা লজ্জা।
এতেকে নবমী দিন ত্যজিয়াছি শয্যা॥
পঙ্কোৎসবে যত মতে করেছ ধামালী।
সর্ব্বলোকে বলে তোমায় উন্মত্তা পাগলী॥
আমারে সাক্ষাতে দেখি না করিলা সন্দে।
লাজ ভয় ত্যাগ করি ভ্রমিলা সানন্দে॥
তুমি যত রঙ্গ কর আমি লজ্জা বাস।
সম্ভ্রমে এখন যেন মাতা কিম্বা মাসী॥
পরশন করিয়াছ লোক নানা বর্ণ।
এতেকে তোমার হস্তে না খাইব অন্ন॥

এখনে তোমারে লয়ে না করিব ঘর।
তূষানলে পোড়াইব সর্ব্ব কলেবর॥
প্রায়শ্চিত্ত করাইলে নিতে পারি ঘরে।
এতবলি ক্রোধে শিব গেলা দিগন্তরে॥
কুচুনীর পুরে তবে গেলেন শঙ্কর।
কান্দিয়া ব্যাকুল চণ্ডী রইল শূন্যঘর॥
মনে দুঃখ ভাবিয়া বঞ্চিলা সেই নিশি।
প্রভাতে কোন্দল কৈল শিব ঘরে আসি॥
শিব বলে চণ্ডি, তুমি কিবা বাঞ্ছা চাও।
বিদায় করেছি তোমার বাপের বাড়ী যাও॥
আমার ভাণ্ডারে তুমি নাহি দিও হাত।
বাপের বাড়া হ'তে আনি খাও দ্রব্যজাত॥
এক্ষণে তোমাকে দেখা উচিত না হয়।
দুইপুত্র লয়ে যাও যথা ইচ্ছা হয়॥
মেষ মহিষ ছাগ খেয়ে বাড়ে লোভ।
এখানে থাকিলে তোমার হইবে অশুভ॥
এইমতে বার বার তর্জ্জেন শঙ্কর।
কান্দিয়া ব্যাকুল চণ্ডী ছাড়িল বাসর॥
কান্দিতে কাঁন্দিতে দেবী গেল পুষ্পবনে।
জয়াবিজয়া গেল তাঁর অন্বেষণে॥
সখীগণে বিচারিয়া লাগ নাহি পায়।
পুনঃ শিব পুরী ছাড়ি দিগন্তরে ধায়॥

শূন্য বাসর রইল কেহ নাই ঘরে।
নারদে কপাট দিয়া রাখিল দোয়ারে ॥
পুষ্পবনে গিয়াছিল যতেক মালিনা।
সে সকলে তথা দেখা পাইল ভবানী ॥
বৃক্ষে জল দেয় কেহ কেহ পুষ্প তোলে।
দেখে যে চণ্ডিকা কান্দে বসি বৃক্ষ মূলে ॥
নারদেরে ডাকি নিল সখীযত ইতি।
সবে মিলি যত্ন করি আনিল পার্ব্বতী ॥
উত্তরে গণেশের পুরী আছয়ে সুঠান।
তথায় আনিয়া তাঁরে করি দিল স্থান ॥
ভুঞ্জিমালি ফুলমালী আপনা নফর।
তাঁরে অসন্তোষ দেখি কান্দিল বিস্তর ॥
ভক্তিভাবে আনি দিল কিছু দ্রব্য জাত।
গলায় বসন বান্ধি দাড়াল সাক্ষাত ॥
হীন জানি ত্যাগ মাগো, না কর সর্ব্বথা।
উত্তম অধম তুমি সকলি গচ্ছিতা ॥
একান্ত ভকতি তার দেখিয়া ভবানী।
আপন কিঙ্কর জানি দয়া হ'ল খানি ॥
স্নানকরি অন্ন কিছু করিয়া রন্ধন।
দুই পুত্র সঙ্গে দেবী করিলা ভোজন ॥
এই রাত্র শিব নাহি আসিলেন তথা।
ভাঙ্গ ধুতুরা খেয়ে ভ্রমে যথা তথা ॥

এই রাত্রি গাঁইয়া গেল, প্রভাতসময়।
নারদ আসিয়া তবে চণ্ডীকে বলয়॥
মুনি বলে কেন ছাড় আপন বাসর।
কি করিতে পারে তোমা দেবমহেশ্বর॥
উত্তর না দেও দেখি বার বারতর্জ্জি।
শত দোষ করিলেও নারী নাহি বর্জ্জি॥
আপন মন্দিরে আসি বসি থাক সুখে।
শুনিলে তোমাকে মন্দ কবে দেবলোকে॥
এত বলি চণ্ডিকারে আনে যত্নকরি।
দ্বারেতে কপাট দিয়া রহিলেন গৌরী॥
রন্ধন ভোজন মাত্র সে দিবসে নাই।
অর্দ্ধেক যামিনী যোগে আসিছে গোসাঞি॥
চণ্ডিকা শুনিয়া শিঙ্গা ডুম্বুরের ধ্বনি।
গৃহ ছাড়ি মানতলে বসিলা ভবানী॥
তথায় বসিয়া দেবী যুড়িলা ক্রন্দন।
শুনিয়া বরিষে ধারা গগনে গর্জ্জন॥
চণ্ডীকে না দেখি শিব ভাবেন বিষাদে।
অনেক প্রকারে তাঁরে ভৎর্সিল নারদে॥
নারদে বলেন শুন দেব চন্দ্রকান্ত।
পাসরিছ তুমি বুঝি সতীর বৃত্তান্ত।
তাঁর যোগে যোগী তুমি জানিয়া না জান।
যদি শুভ চাও তাঁরে যত্ন করি আন॥

শিব বলে আমি কইলে হইবে না ফল।
বার্ত্তা দিয়া আন তুমি দেবতা সকল॥
হরগৌরী বিসম্বাদ হ'ল তিন দিন।
দেখিয়া ভাবিল সবে অশুভের চিন॥
হেনকালে আচম্বিতে পোহাল রজনী।
দেবগণ আনিবারে যায় নারদমুনি॥
হরগৌরী বিসম্বাদ মুনি দিল জান।
ত্বরিতে দেবতাগণ করিল পয়ান॥
হরগৌরী বন্দি কয় মুক্তারাম নাগে।
শ্রম যে সার্থক হয় এইবর মাগে॥

নাচারি।

চলিলা সকল দেবগণ।
শিব দরশন কথা, মুনিমুখে পেয়ে বার্ত্তা
সত্বরেতে করিল গমন॥
বিষ্ণু চলে অলক্ষিতে, বাণী কমলার সাথে,
দুই জন করিয়া সংহতি।
ব্রহ্মার সাবিত্রী সঙ্গে, চন্দ্র সূর্য্য অতি রঙ্গে,
দেবরাজ শচীর সংহতি॥

অনল পবন চলে, অতিশয় কৌতুহলে,
সঙ্গে চলে দেব যত আর।
ভুষণ বাহন সঙ্গে, নানা পরিচ্ছদ রঙ্গে,
দেখি শিব হরিষ অপার॥
দেখি এথা গণ্ডগোল, কার মুখে নাই বোল
মহেশেরে ভর্ৎসয়ে সভায়।
শ্রীদুর্গা পুরাণ কথা, কবির কবিতা গাথা,
নাগ মুক্তারামে গুণ গায়॥

মালসী।

সাধ নাই ভবে বুঝিলাম চিত্তে।
কোপ করেছ নাম গাইতে॥
শারদা জননীর বরে, কাব্যেতে ডাকিল তোরে,
বিমাতা বিষাদ তাতে বিড়ম্বিল নানা মতে॥
যে কর সে কর তুমি, তবু নাম গাব আমি,
শিশু যদি মা' না তরাইতে, মায়ের লজ্জা, লোকে নিন্দিবে॥
ভণে মুক্তারাম নাগে, নিবেদন কইল আগে,
মরি যেন জ্ঞান মতে, শিবদুর্গা নাম জপিতে॥

পদ—সবদেব আসিয়া মিলিল শিবপুরী।
বিরসে বসিয়া চিন্তে দেব ত্রিপুরারি॥
একে একে সবদেবে আসি দিল দেখা।
শিবসঙ্গে আলাপ করে ঘরে নাই চণ্ডিকা॥
এই সব সম্মাচার জানিয়া তখন।
শিবেরে কঠোর বাক্যে ভর্ৎসে দেবগণ॥
কোপ করি ব্রহ্মাবিষ্ণু কহিল তৎকাল।
গৃহবিসম্বাদ করি কিবা বাসভাল॥
এইমত বিবাদেতে কাল গেল বইয়া।
বারে বারে শান্ত করি আমা সবে আইয়া॥
এক্ষণে ভবানীকোপে করিবে প্রমাদ।
রাত্রদিন কেন কর গৃহ বিসম্বাদ॥

হরপার্ব্বতীর বিবাদভঞ্জন

শিববলে শুন তাহা কই পরস্পরে।
দুইচা'র কথা কহি তাঁরে আন ঘরে॥
চণ্ডীঅন্বেষণে গেল দেবপত্নীগণ।
ইন্দ্রশচী রতি আর যত মুণিগণ॥
মুনিপত্নীগণ সঙ্গে ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী।
সবেমিলি অন্বেষণ করিল ভবানী॥

মানপত্র তলে আসি পাইল তাঁর লাগ ।
যত্নকরি আনিলেন ভাঙ্গাইয়া রাগ ॥
নানাতীর্থজল সব একত্র করিয়া।
পঞ্চামৃত পঞ্চগব্য তারমধ্যে দিয়া ॥
ঘা'টঘিলা আমলকী করিয়া মার্জ্জন।
স্নান করাইল তাঁরে মুনিপত্নীগণ ॥
অর্ঘিয়া পূজিয়া তাঁরে আনি দিল ঘরে।
দেবসঙ্গে মহোৎসব করিল শঙ্করে ॥
আপনবাসরে গেল দেব যত ইতি ।
শিবসঙ্গে হরষিতে রহিলা পার্ব্বতী ॥
শীঘ্রগতি গিয়া দেবী করিলা রন্ধন ।
দুইপুত্র সঙ্গে শিবে করিলা ভোজন ॥
ভবানী ভোজন তবে করিয়া হরিষে।
শিবসঙ্গে পার্ব্বতী আছেন কৈলাসে ॥
এই মতে ভাঙ্গিলেক গৃহবিসম্বাদ ।
গাইনে সভাতে এখন মাগয়ে প্রসাদ ॥
ধনবস্ত্র যাহা পার কর কিছু দান ।
চণ্ডীবরে হইবেক সবার কল্যাণ ॥
শ্রীদুর্গাপুরাণ শুনি পাপ হয় নাশ ।
সত্যবতী সুত ব্যাস করিলা প্রকাশ ॥
একই পুরাণ বলি দুর্গা আর কালী।
যখনে যে নাম আ'সে সেই নাম বলি ॥

দুর্গা দুর্গা সর্ব্বকাল যে জন পঠয়।
চণ্ডিপাঠ সম ফল জানিবা নিশ্চয়॥
মৃত্যুকালে যেবা শুনে শমনে না পায়।
দিব্যদেহ ধরি সেই কৈলাসেতে যায়॥
ভক্তিভাবে শুনিলে রোগীর রোগ হরে।
চৌদ্দ শমনে তারে কি করিতে পারে॥
একমন চিত্তে যেবা ইহাকে শুনয়।
হারাইলে রাজ্য পায়, বৈরী পরাজয়॥
পুত্রহেতু যেই জনে শুনে শ্রদ্ধা করি।
অবশ্য সন্তোষ তাঁরে করেন শঙ্করী॥
সতত শুনয়ে যেবা দুর্গতে না পড়ে।
ধনধান্যে পূর্ণ হয়ে নিত্য আয়ু বাড়ে॥
নাগ মুক্তারামে ভজে বন্দি হরগৌরী।
তবে সে প্রতিষ্ঠা করি, যদি ভবে তরি।
শিবের আজ্ঞায় কইনু অষ্টমাস শ্রম।
জীবন জঞ্জালে কত হ'ল মনভ্রম॥
অক্ষরের মাত্রা ছাড়িলে হয় দোষ।
ভক্তিভাবে গায় যদি চণ্ডিকা সন্তোষ॥
মর্ম্মিকে বুঝয়ে মর্ম্ম অন্যে তাহা ত্যজে।
পণ্ডিতের শ্রম যত মুর্খে নাহি বুঝে॥
সমুদ্র লঙ্ঘিয়া যেতে যত দেখ মনে।
এক হনুমান বিনা অন্যে নাহি জানে॥

আদিঅন্ত বিস্তারিয়া কে লিখিতে পারে।
কবিত্বের অপরাধ ক্ষমা কর মোরে ॥
মুক্তারাম নাগে বলে শুন সাধু ভাই।
আশীর্ব্বাদ কর যেন ভবতরি যাই ॥
শ্রীদুর্গাপুরাণ শুনি ভব যাবে তরি।
সর্ব্বঅর্থ সিদ্ধি হবে বল হরি হরি ॥

ইতি শ্রীশ্রীদুর্গাপুরাণ পাঁচালী সমাপ্ত।
১২৭৯ সনের ৺রামনারায়ণ নাথ পণ্ডিতের হস্তলিপি
হইতে নকল করিলাম।

পরিশিষ্ট।

অথ মহিম্নের যোগভঙ্গ।

হরগৌরী বন্দি কই হইতে প্রকাশ।
আগম তন্ত্রের মতে শুন ইতিহাস ॥
মুনি বলে এই কথা ক্ষান্ত এই মতে।
মহিম্নের যোগভঙ্গ শুন একচিত্তে ॥
মহামায়া মহিম্নের যোগ কইল ভঙ্গ।
সংক্ষেপ কহিব আমি তাহার প্রসঙ্গ ॥
যাহার মহিমা হ'ল তাহাতে প্রচার।
এক চিত্ত হয়ে তাহা শুন সভাকার ॥

এ তিন ভুবন মায়ায় মোহিছেন মায়।
যাঁহার মহিমা গুণ ত্রিভুবনে গায়॥
শ্রীখণ্ডী ক্ষত্রিয় পুত্র নাম মহিমন।
জন্মিয়া করিল সে যে শিব আরাধন॥
পুর্ব্বাক্রমে বাস করে রাজ্য কামরূপী।
যাহাতে কুচুনী বসে শিব ভক্ত গোপী॥
গুরুহতে তন্ত্র মন্ত্র করিয়া সঞ্চয়।
সংসারবাসনা তার মনে নাহি লয়॥
সাত্ত্বিক ভাবেতে তার শিবে হয় গতি।
অবিরত শিব ভাবে শক্তিতে না ভক্তি॥
মহামায়া মায়া ছাড়ি হইয়া হতাশ।
শিববিনা অন্য দেব না করে বিশ্বাস॥
জনকজননীর প্রতি নাহিক মমতা।
সদাভাবে হর বন্ধু হর মাতাপিতা॥
নাহিক আহারনিদ্রা নাই লোভকোপ।
ইন্দ্রিয় নাশিয়া মনে করিয়াছে জপ॥
শরীরেতে ভস্ম মাখি হয়ে দিগম্বর।
তপস্যা করিতে গেল পর্ব্বত গুণেশ্বর॥
পথে পথে যাইতে সে জপে হরনাম।
সিদ্ধ কর মহেশ্বর মোর মনস্কাম॥
বসিয়া বৃক্ষের মূলে মাথে বটপাত।
খরতর অঙ্গ হ'ল লাগি শীতবাত॥

অধিক দীঘল হলো নখ আর লোম্ব।
যোগারূপে যোগসাধে বায়ু করি স্তম্ভ॥
এই মতে বহি গেল কতেক যুগান্ত।
তার স্তবে তুষ্ট হ'ল দেবতা একান্ত॥
স্তুতি করি নানা মতে শিবস্তব পঠে।
রহিতে না পারি শিব আসিলা নিকটে॥
সাক্ষাৎ না হল শিব চণ্ডিকার ভয়।
কথাবার্ত্তা যত কিছু পরোক্ষেতে হয়॥
মহিমনে বলে প্রভো, কেন দেও ফাঁকি।
কাছে এস একবার আঁখি ভরে দেখি॥
তাহাশুনি দেবগণের মন হ'ল ভঙ্গ।
চণ্ডীস্থানে কহে সে যে ইহার প্রসঙ্গ॥
মহিমন ক্ষত্রিয়ের স্তবের নাই সংখ্যা।
ইন্দ্রত্ব লইতে বুঝি করিছে আকাঙ্ক্ষা॥
ছাড়িয়া তোমার মায়া শিব কইল বশ।
না শিখে তোমার বিষয় বড় অপযশ॥
শুনিয়া কুপিত দুর্গা শিখাতে আশুসারে।
কার বাবার সাধ্য আছে আমার মায়া ছাড়ে॥
শিবে পুছে, কহ হয় মহিমন কে।
তোমার সেবক হয়ে ত্যজেছে আমাকে॥
হয়েছে কেমন যোগী কোন তত্ত্ব পাইয়া।
কেমন ত্যজেছে মায়া দেখিব যাইয়া॥

শিববলে মহিমন মোর অতি প্রেম।
অবশ্য ভজিবে তোমা তারে দেও ক্ষম॥
দুর্গা বলে শিব তুমি কহ কোন কথা।
সংসারে আনিব তারে মুড়াইয়া মাথা॥
কিঞ্চিৎ ত্যজেছে মায়া নারদ আর শুকে।
মোর মায়া ছাড়াতে কে পারে তিন লোকে॥
নিষেধ না কর তুমি এই ক্ষণে যাই।
খুজিয়া লইব তারে যথা গিয়া পাই॥
এত বলি সাজে দেবী হইয়া দ্বিভুজা।
চরণে নপুর রুনু ঝুনু বাজে বাজা॥
রতনে ভূষিত তনু পরি পাটসাড়ী।
মহিমনে ছলিবারে ধায় আগুসারি॥
আমোদিত দশদিক গন্ধ বহে বায়।
মধুপান লোভে তথা অলিগণ ধায়॥
সেই অলিগণ তথা হয়ে অতিমত্ত।
উড়ি পড়ি নৃত্য করে পদে শতশত॥
দেখিলে মোহিত হয় কোটী কাম রতি।
ভুবনমোহন রূপ জিনিয়া মূরতি॥
সেরূপ ধরিতে পারে সাধ্য আছে কার।
অতিরব হয় তথা ভ্রমর ঝঙ্কার॥
নাগ মুক্তারামে ভণে শুন ওগো মাও।
এক বার দয়া করি মোর পানে চাও॥

সেই মহিমনে মায় কি করিবে কোপে।
হর হর নাম মাত্র অন্তরেতে জপে॥
চাহ চাহ বলি দুর্গা ডাকে অবিরত।
ধ্যানে আছে মহিম্মন জ্ঞান বিবর্জ্জিত॥
তখনে করিলেন দুর্গা ডুম্বিরের রব।
চতুর্দ্দিকে ধেয়ে যায় যত অলিসব॥
পুষ্পগন্ধে মহিম্নের পূরিল অন্তর।
সম্বিত পাইয়া কিছু কয় পরস্পর॥
হর আসিলেন হেন অনুমানে পাই।
যোগ সিদ্ধি হ'ল বুঝি চক্ষু মেলি চাই॥
চক্ষুমেলি মহিমন দেখিল গৌরীকে।
হানিছে নয়নবাণ পলকে পলকে॥
অঙ্গভঙ্গ হাস্যলীলা যাতে রতিরস।
ইন্দ্রিয় যে নাশিয়াছে সে কি হয় বশ॥
তবে মহিমনে বলে কেবা তুমি বট।
এথায় আসিয়া মোর যোগ কইলা খাট॥
অনুমানে চিনি তুমি স্বর্গবিদ্যাধরী।
দেবরাজ তুষ্ট কর গিয়া সুরপুরী॥
নতুবা চলিয়া যাও যার মায়া আছে।
কি কার্য্য সাধিতে আসিলা মোর কাছে॥
কতকোটী যোগী জানি আসিছ ভাঁড়িয়া।
মোকে নাপারিবে আমি শিবের আঁরিয়া।

ধ্যানকরি দুর্গা তার বুঝিলেন রীত।
কাম ক্রোধ লোভ মোহ সকলি বর্জ্জিত॥
তাহা দেখি নিজ মূর্ত্তি ধরে অকস্মাৎ।
অঙ্গুরী কঙ্কণ শঙ্খে শোভে দশহাত॥
সেই রূপে গুণেশ্বর পর্ব্বত প্রকাশে।
মহিম্নে কহিতে লাগে মৃদুমন্দ ভাষে॥
দুর্গা বলে মহিমন কেন সাধ যোগ।
নিরাহারে কায়ক্লেশে ত্যজি রাজভোগ॥
আমাছাড়ি শিব ভাব ভক্তি তব নট।
সাক্ষাৎ আসিনু আমি ধ্যানভাঙ্গি উঠ॥
আমি যেই শিব সেই দুইয়ে একঅঙ্গ।
কার্য্যসিদ্ধি হ'ল তব ধ্যান কর ভঙ্গ॥
মাতাপিতা দেখ, তোমা নিয়ে যাই ঘরে।
যাহা ভাব সিদ্ধি হবে দিনান্তর পরে॥
মহিমনে বলে আমার এ বা হ'ল কি।
আমারে ছলিতে আইল পর্ব্বতিয়ার ঝি॥
পাষাণের মেয়ে তুমি অনুমানে চিনি।
তোমাকে আমার বাপে আনিয়াছে কিনি॥
হরের সম্বন্ধে তুমি হও সদা মাতা।
আড় চোকে চাও যদি খাও মোর মাথা॥
সাক্ষাতে আসিয়া কেন নাহি দেও চিনা।
আমি জানি তুমি হও আমার বাপের কিনা॥

হরের রমণী হয়ে লজ্জা নাই কেনে।
পর্ব্বত কানন ফির, জলের দোষে টানে॥
বাল্যকালে কাটিয়াছি আমি মায়াডুরি।
কাননে এসেছি আমি তবু আস ফিরি॥
ত্যজেছি সংসার মায়া লোভ কাম ক্রোধ।
তবু কেন কর আসি বৃথা অনুরোধ।
হয়েছি শিবের যোগী ক্ষত্রিয়ের ছেলে।
নিবানো আগুণ দিলে মোর হৃদে জ্বেলে॥
দুর্গা বলে যোগী তুমি শক্তি ভাব ভিন্ন।
কার্য্যসিদ্ধি না হইবে পাইয়াছি চিহ্ন॥
যাঁকে ভাব তাঁর শক্তি গঙ্গা দুর্গা দুই।
শক্তিভক্তি বিনে কিসে মুক্তি পাবে তুই॥
আমাছাড়ি শিবপাবে মনে কর আশা।
শঙ্করাচার্য্যের মত ঘটাব তোর দশা॥
শক্তিহীন করি তোর লইব পরাণ।
জলপিণ্ড আশা হেতু নাদিব সন্তান॥
নতুবা হানিব বাণ পাঠায়ে অনঙ্গ।
যেই কাম করেছিল হর যোগ ভঙ্গ॥
মদন প্রবল হবে মন বিচলিতা।
কুকার্য্যে আবেশ হ'লে ধর্ম্মরবে কোথা॥
এই মতে করেছিল গোরক্ষ মীননাথে।
প্রচার করিয়া তারে আনিনু মায়াতে॥

ঘরে বসি সিদ্ধি কইল অন্তরে উদাসী।
তুমি হও শক্তিছাড়া ভণ্ড যে তপস্বী॥
কামাতুর হয়ে যেন ভাবুকের বেশে।
ধরিয়া বৈরাগ্য বেশ ভ্রম দেশে দেশে॥
সন্তানে না চিনে পিতা পৃথকসঙ্গমে।
চাষভূমি ছাড়ি বীজ বুনয়ে জঙ্গমে॥
প্রচার হইলে সে যে জাতে হয় ত্যাগী।
এ মতে সংসার ছাড়ে ভণ্ড যে বৈরাগী॥
ঘরে বসি সিদ্ধি কইলে তারে বলি যোগী
অল্পেতে সমাধা হ'লে কেন দুঃখ ভুগি॥
অতএব বলি বাছা চলি যাও ঘরে।
শতেক কামিনী দিব তোমা সেবিবারে॥
ধনপুত্র দিয়া তোমার পূর্ণ করব আশা।
আমার বচন রাখ নও বংশনাশা॥
জলেতে চড়ক পাক পৃথিবী জুড়িয়া।
পুরুষপ্রকৃতি আছে তেমতে শোভিয়া॥
তবে মহিমনে বলে শুন মায়াময়ী।
অন্তর বাসনা মোর তব কাছে কই॥
বলে ছলে কথা কেন কও পুনি পুনি।
হরের চরণ বিনা অন্য নাহি জানি॥
পুত্রয়ে পিতার অংশ মায়ের অংশ ঝি।
পিতা তুষ্ট না করিলে পুত্রে কাজ কি॥

হরআজ্ঞা বিনা আমি অন্য নাহি মানি।
ব্যক্ত করিলা যত তোমার মোহিনী॥
হর আসি সাক্ষাৎ বলেন যে কথা।
পরাণ অর্পণ করি পালিব সর্ব্বথা॥
অন্য দেবে কি করিবে এই আশে জী (১)।
ধরিলে বৃক্ষের গুঁড়া ডালে কাজ কি॥

মালশী।

মা তোর ভবের ফাঁকি, ভবের ফাঁকি আমি ডরি কি।
দেখিয়ে রতন, ভেটিলে শমন তাইতে মোর লাভ অপচয় কি,
মা তোর ইচ্ছা যেমন, কর মা তেমন, আমি কি তোর তক্কা গো রাখি॥
ভাই বন্ধু যত, আছয়ে জগত, আপনা বলিয়া যারে গো ডাকি।
সুত পরিজন, নিশির স্বপন, কেউ কার নয় মুদিলে আঁখি॥
শ্রীনাথের চরণ, না করলেম যতন, না জানি অন্তকালে হয় কি।
গেল দিন মান, হ'ল অবসান, উড়ে যায় তোর হংস পাখী॥
তরঙ্গে তরণী, ডুবা'লে জননী, তাই দে'খে জগন্নাথে ডরে কি।
কিবা কুল হাই, পাইকি না পাই, ডুবা নাও ডুবাইয়া বাইয়া গো দেখি॥

এই হেতু অবিরত শিবকে ধিয়াই।
তোমা ভজি কি হইবে কপটী সতাই॥
শরণআগত বালক তারে তুমি পীড়।
দারুণ বাবার তব স্বভাব না ছাড়॥

(১) জী—জীবন ধারণকরি।

এথা হতে তথা যাও চঞ্চলে চলিয়া।
ক্ষণে শিশু কোলে লও ক্ষণে দেও ফেলিয়া॥
অল্পদোষ পাইলেও খানিক নাহি ক্ষমা।
পর্ব্বতরাজার ঝি বলিয়া এতই গরিমা॥
পুত্রবতী মায় জানে সন্তানের মায়া।
এই হেতু লইয়াছি হরপদছায়া॥
দুর্গাবলে যোগী, তোমার অন্তরেতে দ্বিধা।
সে কারণে মনযজ্ঞে তৃপ্তি নহে ক্ষুধা॥
মুক্তারাম নাগে বলে কঠিন যে বাসি।
কাটিয়া নাদিলা কেন মোর কর্ম্মফাঁসি॥
যোগীকে মোহিতে নারি বিষয়ে শঙ্করী।
কি করিলে কি হইবে মনেতে বিচারি॥
এ তিন ভুবন বান্ধা শমনের ছান্দে।
সে ভয় শঙ্কট দেখি নিত্য প্রাণ কান্দে॥
জন্ম মৃত্যু দু[illegible] ভোগ আর রোগপীড়া।
এতেক জানিয়া আমি হই মায়াছাড়া॥
কাননে প্রবেশ কইলাম তোমার আদেশে।
মনেতে ভরসা ছিল চরণ পাবার আশে॥
এ হেতু তোমায় মন্দ বলি সেই দুঃখে।
কোলে তুলি স্তন দিব বসি থাক সুখে॥
মহিমনে বলে মাগো, তুমি বড় দাতা।
জন্মাবধি বন্ধ্যা তুমি স্তন পেলে কোথা॥

কার্ত্তিক গণেশ আর মনসা ভগিনী।
বিনাস্তনে নাম ধর তাসবার জননী॥
স্তন আছে দুগ্ধ নাই সব গেছে শুষি।
জগন্মাতা নাম ধর গৃহ মধ্যে বসি॥
দুর্গাবলে মহিমন হর নাহি দেখ।
সাক্ষাতে আনিব তাঁরে মুহূর্ত্তেক থাক॥
অতএব বলি বাছা বসি থাক সুখে।
তোমার সমান আর শিষ্য আছে কে॥
শিবকে স্মরণ দুর্গা কইলেন অকস্মাৎ।
হেনকালে শিব আসি হইলেন সাক্ষাৎ॥
কনক ধুতূরা কর্ণে অর্দ্ধশশী অঙ্গে।
শিঙ্গা ডুম্বুর করে ভূতগণ সঙ্গে॥
চন্দ্রকোটি সুশীতল সূর্য্যকোটি তাপ।
মহিম্নে দেখিয়া তাঁরে অমৃতে দিল ঝাপ।
গলবস্ত্র হয়ে তবে করিল প্রণাম।
সিদ্ধ হইল প্রভো, আমার মনস্কাম॥
মহিম্মনে বলে প্রভো, মোর শুভদশা।
চরণ যুগল দেখি পূর্ণ হলো আশা॥
ভাগ্যে সে মিলায় নিধি আমা হতে নয়।
এতদিন না দিলা দেখা মহামায়া ভয়॥
জন্মবধি কায়কেশ মনভ্রম ধান্ধা।
জানিলাম শক্তি ছান্দে তুমি আছ বান্ধা॥

পুনর্ব্বার জন্ম নহে হেন চাই বর।
মোরে ত্রাণ কর প্রভু দেব গঙ্গাধর॥
মনেতে বাসনা ছিল কাশীপুর যে'তে।
পুনর্ব্বার মায় চান সংসারেতে নিতে॥
দুইমতে ভয়বাসি পরিহরি সাধ।
চরণারবিন্দে রাখ ক্ষমি অপরাধ॥
নাগ মুক্তারামে বলে ঐ কাশীবাসী।
তুমি নিয়া যাও মাগো, সঙ্গে সঙ্গে আসি॥
তাহাতে পাষণ্ড হ'ল পার্ব্বতীয়ার ঝি।
বলহ এক্ষণে আমি করিলাম কি॥
পরম ঈশ্বর তুমি, তুমি সে হন্তক।
মহামারুত তুমি জগত ভক্ষক॥
দেবের দেবতা তুমি আদি ও অনাদি।
তোমা হ'তে ধ্যানজ্ঞান যত বেদবিধি॥
মায়ায় মোহিয়া যদি দুর্গা নেন আমা।
জঞ্জালে ঠেকিয়া আমি বিস্মরিছি তোমা॥
তবে মোর জন্মাবধি বৃথা গেল শ্রম।
কুলে ভরা ডুবাইনু সিদ্ধি নইল কাম॥
মহিম্মনে তখনে দুর্গাকে কর স্তুতি।
তুমি মা, সহায় হ'য়ে মোর কর মুক্তি॥
তোমাকে বর্জ্জিয়া কইলাম শিবআরাধন।
ক'রেছি অধর্ম্ম কাজ না রাখিয়া মন।

কায় ক্লেশে জঠরে রাখিছ দশমাস।
জন্মিতে যন্ত্রণা পাই'ছ কত ভয় ত্রাস ॥
পোষণ ক'রেছ পয়োধর রস দানে।
মূলমন্ত্রে লিপ্ত হ'য়ে রাখিছ পরাণে ॥
প্রলয় কালেতে মোহিয়াছ নিরঞ্জন।
তোমা হ'তে স্থষ্টি তিনি করেছে পত্তন ॥
পরমা প্রকৃতি তুমি জগতের মাতা।
তোমা আজ্ঞা পাইয়া স্থষ্টি করেন বিধাতা ॥
ত্রিগুণ তোমাতে মিশে প্রলয়ের কালে।
জ্যোতির্ম্ময় উদ্দেশিয়া ভ্রমিয়াছ ছলে ॥
তাঁর যুক্তা শিবশক্তা হিমালয়ের মেয়ে।
ভজিতে না পারি মাগো, সংসারে আসিয়ে ॥
যদি নিতে চাও মাগো, কাল গৃহবাসে।
পুত্রবৎ বাৎসল্য করি থেকো মোর পাশে ॥
একমনে তবপদে থাকে যেন ভক্তি।
ভবসিন্ধু তরাইয়া অন্তে করো মুক্তি ॥
নাগ মুক্তারামে ভণে বর দেও মোরে।
আমার ভরসা কেবল তোমার উপরে ॥
মহিম্নে সদয় হ'য়ে কন পঞ্চাননে।
কৈলাসে করেছি স্থান কাশী যাবে কেনে ॥
শিব বলে মহিম্মন বড় হইনু তুষ্টি।
চণ্ডিকার সদা তোমা আছে শুভদৃষ্টি ॥

তাঁরে ভজি আমা পাবে নাহিক অন্যথা।
পরমা প্রকৃতি দুর্গা জানিবা সর্ব্বথা॥
অতএব তাঁর আজ্ঞা না করিও আন।
এত বলি স্বস্থানেতে করিলা প্রস্থান॥
শ্রীদুর্গা পরম শক্তি জানি মনে মনে।
বহুস্তুতি ভক্তি কইল ধরিয়া চরণে॥
বনলতিকার পুষ্প শ্রীফলের দল।
লক্ষে লক্ষে নিবেদয়ে চরণযুগল॥
নমো নমঃ মহামায়া অনাদ্য ঘরণী।
পরমাপ্রকৃতি দুর্গা জগত জননী॥
পূর্ব্বে আমি বিস্মরিয়ে না ভজিনু তোমা।
শ্রীচরণে অপরাধী ক্রোধ কর ক্ষমা॥
দুর্গাবলে মহিম্নন জাতে তুমি ক্ষেত্রী।
ঘরেবসি ত্রিসন্ধ্যা সদাই পঠ গা'ত্রী॥
ভক্তিভাবে মাতা পিতা ভজ বসি ঘরে।
ইহা হতে মোক্ষ আর যোগ বল কারে॥
একে একে ভুগলিও সংসারের রস।
অন্তকালে মুক্তি পাবে আমি আছি ব'শ॥
নখলোম ত্যাগ করি পূর্ব্বকালাচার।
জনকজননীপদে কৈল নমস্কার॥
পূর্ব্বের সঞ্চিত ছিল, সেই ধন দিয়া।
মহামায়ার মায়ায় করিল পঞ্চবিয়া॥

দান ধর্ম্ম যজ্ঞ কইল যাহা বেদ উক্ত।
স্বপুত্র হইল তার সব শিবভক্ত॥
হরগৌরী ভিন্ন তার অন্য নাহি মন।
ধনদিয়া নিত্য করে দান বিতরণ॥
মনযজ্ঞ সিদ্ধি কইল পূর্ব্বের অভ্যাসি।
ধ্যান কালে হরগৌরী দেখে ঘরে বসি॥
এই জন্মে স্থখ ভোগ করিয়া কৌতুক।
অন্তকালে মুক্ত হইয়া গেল স্বর্গলোক॥
দুর্গার মায়ার বশে তরিগেল নামে।
এই মত যোগভঙ্গ ভণে মুক্তারামে॥

সমাপ্ত।

Bee Press, Calcutta.

গ্রন্থকারের জীবন-চরিত

আজ আমরা যাঁহার রচিত গ্রন্থ লইয়া পাঠক বর্গের নিকট উপস্থিত হইতেছি, তাঁহার বাসস্থান ময়মনসিংহ জিলায় ছিল। বঙ্গবাসীর কথা দূরে থা'ক, অনেক শিক্ষিত ময়মনসিংহবাসী ও বোধ হয় তাঁহার বিষয় কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত নহেন। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট অপরিচিত হইলেও প্রাচীন গৃহস্থদের নিকট তাঁহার নাম অতি আদরের ও শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়া থাকে। পূর্ব্ব ময়মনসিংহের অনেক গৃহস্থ-গৃহ বর্ত্তমানকালেও শারদীয় পূজার দিবসত্রয়ে দুর্গাপুরাণ-গীতির খোল করতালের উচ্চ নিনাদে মুখরিত হইয়া থাকে। এই দুর্গাপুরাণের রচয়িতা ৺ মুক্তারাম নাগ। মুক্তারাম নাগ কবি কিনা? কবি হইলে তাঁহার আসন কোথায়? সে বিচার করিবার উদ্দেশ্য আমাদের নহে। সেবিচারের ভার সহৃদয় পাঠকবর্গের হস্তে ন্যস্ত রহিল। আমরা তাঁহার জীবন কাহিনীর যাহা কথঞ্চিৎ অবগত হইতে পারিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিব।

এস্থলে কৃতজ্ঞতার সহিত ইহাও প্রকাশ করিতেছি যে, ময়মনসিংহের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত কেদার নাথ মজুমদার মহাশয়, ভক্তকবি ৺মুক্তারাম নাগের জীবনচরিত সংগ্রহ করিয়া আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া কবি যে ভণিতা দিয়াছেন, তাহা হইতেই পাঠক তাঁহার সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। এই গ্রন্থ বাং ১১৮০ সনের লিখিত। গ্রন্থশেষে এইরূপ লিখিত আছে —

"ইতি সন ১১৮০ তারিখ ১০আশ্বিন বারে শুক্কোরবার বেলা দুই প্রহর গতমাত্র মং মুমুর-দিয়া নিজ বাড়ীতে—"

কবির স্বরচিত আত্ম-পরিচয়।

বিগ্নানন্দ নাগ আইলেন ছাড়ি রাঢ়দেশ।
ধনলইয়া বঙ্গদেশে করিলেন প্রবেশ॥
শ্রীধরব্রাহ্মণ সঙ্গে কুলপুরোহিত।
বিনোদ বাৈরে আর রূপ নাপিত॥
বার্ত্তা পাইয়া সঙ্গে আইল জগন্নাথধুবী।
ভুঁই মাগী নিতাই আইল মনে মনে ভাবি॥
লৌহিত্যের পূর্ব্বপারে নদীছাড়া চর।
গহন অরণ্য কাটি কৈলা বাড়ী ঘর॥
কতদিন পরে আইলেন শ্রীকান্ত দ্বিজ।
গ্রামের উত্তরে আসি মিরাশ কৈল নিজ॥
বল বিগ্না বিশারদ রহিলা সম্পাশে।
কাশীরাম চক্রবর্ত্তী আছেন সে বংশে॥
এইমতে আসিলেন নাগ বিগ্নানন্দ।
বঙ্গদেশে রহিলেন করিয়া সম্বন্ধ॥
দিনেদিনে ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈগ্ন আইয়া।
মহন্ত লোক বৈসে গ্রামের নাম মুমুরদিয়া॥
বাওন্তে * করিল কৃপা তান শুভদশা।
হাজরাদির মধ্যে কৈলাইন কুড়িখাইর হিস্যা॥
পুত্রের ঘরে নাতি হৈল দিনেদিনে রঙ্গ।
শিষ্টলোক সঙ্গে রৈল দুষ্ট দিল ভঙ্গ॥
তিনি আদি সপ্ত-পুরুষে স্বর্গ পাইল।
অতি বিচক্ষণ লোক সেই বংশে হইল॥

---

* বাওন্তে—বাস্তুতে, ভূসম্পত্তিতে।

রামনারায়ণ নাগ বুদ্ধি বিদ্যা জ্ঞাতা।
পাইলা পরমবেদ স্বকণ্ঠেতে গীতা॥
নানা শাস্ত্রে বিচার করিলা অতিশয়।
নাগ মুক্তারামে ভণে তাঁহার তনয়॥
পরাশর গোত্র মঙ্গল কুট গাঁই।
ভবানী ভরসা বিনে আর লক্ষ্য নাই॥"

উপর্য্যুক্ত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মুক্তারাম নাগের ঊর্দ্ধতন নবম পুরুষ বিদ্যানন্দ নাগ, রাঢ় দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশ্যকীয় লোকজন (পুরোহিত, নাপিত, ধোপা, মালী ও ভৃত্যাদি) সহ, বহু আড়ম্বরের সহিত ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতীরে মুমুরদিয়া নামক কোন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন এবং তথায় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া পুরুষানুক্রমে অবস্থান করিতে থাকেন।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন, কঠিয়াদি থানার নিকটবর্ত্তী মুমুরদিয়া গ্রাম, অদ্যাপি সুপরিচিত। এই গ্রামে এখনও অনেক ভদ্রলোকের বসতি। মুক্তারাম নাগের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিশেষ-প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। মুমুরদিয়ায় দত্ত বংশীয়েরা নাগদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। দত্তদের অত্যাচারে নাগেরা কিছু কালের জন্য মুমুরদিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন তাঁহারা নূতন যে স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, সেই স্থান 'নাগের গ্রাম' নামে পরিচিত থাকিয়া অদ্যাপি সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহে জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান ও ভাগলপুরের দেওয়ান বংশ বিশেষ বিখ্যাত ও সম্মানিত। ঐ প্রদেশের ভদ্রলোকগণ সেই সময়ে উক্ত দুই সরকারে কার্য্য করিয়া নিজ নিজ পদগৌরব ও বংশমর্য্যাদা

বৃদ্ধি করিতে যত্ন করিতেন। নাগ বংশীয়েরা ভাগল পুরের সরকারে কার্য্য করিতেন। পূর্ব্ব পুরুষের রীতি অনুসারে অল্প বয়সে মুক্তারাম নাগও উক্ত ভাগল পুরের দেওয়ান বাড়ীতে শুমারনবিশের কার্য্যে নিযুক্ত হন। মুক্তারাম নাগ খুব সুপুরুষ ছিলেন। তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে তাঁহার নারীজনসুলভ দীর্ঘ কেশ ছিল। সৌন্দর্য্যের খাতিরে দেওয়ান সাহেবেরা তাঁহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। প্রবাদ এইযে, একদিন দেওয়ান সাহেব মুক্তারামকে স্ত্রীজনোচিত অলঙ্কার পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া তাঁহার রূপ লাবণ্য অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে তিনি ক্ষোভে ও দুঃখে দেওয়ান বাড়ীর কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। এবং যাগইর গ্রামে তাঁহার কুল-পুরোহিতের বাড়ীতে উপস্থিত হন। এখানে থাকিয়া তিনি পুরাণাদি পাঠ করেন। তাহাতেই তাঁহার মন ধর্ম্মপথে ধাবিত হয় এবং দুর্গাপুরাণ গ্রন্থ রচনা করেন। দুর্গাপুরাণ গ্রন্থখানা যে, কবি কোন্ সময়ে রচনা করেন, গ্রন্থে তাহার কোনও উল্লেখ নাই। তবে আটমাস পরিশ্রম করিয়া পুস্তক খানা রচনা করিয়াছিলেন, এরূপ আভাষ পাওয়া যায়।

"শিবের আজ্ঞায়কৈলাম অষ্ট মাস শ্রম।"
জীবন জঞ্জালে কত হইল মন ভ্রম॥

মুক্তারাম নাগ যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে এই গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে রচিত হইয়াছিল, একথা আমরা বলিতে পারি। তাহলে বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব্বে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। পাঠক, দুই শতাব্দী পূর্ব্বকার এদেশের রীতি নীতি ও ভাষা, এই গ্রন্থ হইতে জানিতে পারিবেন।

এই গ্রন্থ রচনার পর মুক্তারাম নাগ আর চাকরী করিতে যান নাই। অতঃপর তিনি একজন সাধক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন ; অবসর পাইলেই সঙ্গীত রচনা করিতেন। তাঁহার রচিত সবগুলি সঙ্গীতই শক্তি বিষয়ক। মুক্তারাম নাগ পদ্মাপুরাণ গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। কবি মুক্তারাম নাগের শক্তিসাধনা এবং দুর্গাপুরাণ রচনা সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদবাক্য শুনিতে পাওয়া যায়। ভিত্তিহীন বলিয়া তাহাদের উল্লেখ করিলাম না।

নিম্নে কবির বংশাবলী প্রদত্ত হইল।

(রাঢ়দেশ হইতে আগত)

বিদ্যানন্দ নাগ
|
মহিমানন্দ
|
দয়ারাম — মায়ারাম
|
অক্ষয়রাম
|
নয়নরাম
|
গৌরচন্দ্র
|
দশরথ
|
রামনারায়ণ
|
বাঞ্ছারাম — (কবি) মুক্তারাম নাগ
|
সীতারাম (বাঞ্ছারামের পুত্র) — ভবানীপ্রসাদ (মুক্তারাম নাগের পুত্র)
|
কালীচরণ — চণ্ডীচরণ
|
রাধাচরণ
|
দ্বারকানাথ (মৃত্যু ১২৯৬ সন)

শেষ বংশধর দ্বারকানাথ ১২৯৬ সনের ভীষণ ভূমিকম্পে মুর্শিদাবাদে দালান চাপা পড়িয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। বর্ত্তমানে কবির বংশ লুপ্ত হইয়াছে।